কিশ্‌তিয়ে-নূহ্‌

বা

দাওয়াতুল ঈমান

বা

তকবীয়াতুল ঈমান

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

ঐ যুগের অবক্ষয়ে ডুবন্ত ও আযাবের মহাপ্লাবনে আক্রান্ত মানুষকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা হযরত নূহ্ (আঃ)-কে যে কিশ্‌তির (নৌকা) মাধ্যমে সহায়তা করেছিলেন তা মানবসমাজে **'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'** নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

বর্তমান যুগেও মানুষ চূড়ান্ত অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। মানুষকে অবক্ষয় মুক্ত ও আযাব (বিশেষতঃ প্লেগ)-এর হাত হতে রক্ষা করার জন্য **ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা এক কিশ্‌তি দান করেছেন। এই কিশ্‌তি আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (সাঃ) কর্তৃক লিখিত কিতাব, যাতে তিনি মানুষকে কোরআনের আলোতে নিজেদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গড়ে প্রকৃত মোমেন হওয়ার সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার পুস্তকটির আরও দু'টি নাম দিয়েছেন যথাঃ **'দাওয়াতুল ঈমান'** ও **'তকবীয়াতুল ঈমান'**। উর্দু ভাষায় এ পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৫ই অক্টোবর, ১৯০২ সালে এবং প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সালে।

এই পুস্তকের সাথে আমাদের পরিচয় যত ব্যাপক, নিবিড় ও গভীর হবে এবং এর শিক্ষাকে আমরা যত আন্তরিকতা দিয়ে জীবনে প্রতিফলিত করবো, ততই আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্রয়ে স্থান পাব। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে এই পুস্তকের সুমহান শিক্ষাকে জানা, মানা ও পালন করার তৌফীক দান করুন দরদে দিলে এই কামনা করছি।

এ পর্যন্ত এই পুস্তকের প্রকাশিত তরজমা, বিভিন্ন সংস্করণ এবং বর্তমান সংস্করণ প্রকাশনার সাথে যারা যেভাবে জড়িত হয়েছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অসীম করুণায় পুরস্কারে বিভূষিত করুন এই দোয়া করছি।

আমীন।

তারিখ ঃ

২১ জিলহজ্জ, ১৪১৩
৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০
১৩ জুন, ১৯৯৩

বিনীত,
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদী মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বিষয়-সূচী

[বর্ণানুক্রমে]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

প্লেগের টিকা

لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

"খোদাতা'লা আমাদিগের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই আমাদের কার্য নির্বাহক ও অভিভাবক। শুধু তাঁহারই উপর মো'মেনদের ভরসা করা উচিত।"

(সূরা তওবা ঃ ৫১ আয়াত)

আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, মহান ইংরেজ সরকার আপন প্রজাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুনরায় তাহাদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং খোদার সৃষ্ট মানুষের কল্যাণার্থে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যয় ভার নিজ মাথায় বহন করিয়াছেন। ইহা এমন এক কার্য যাহার জন্য বুদ্ধিমান প্রজাগণের পক্ষে সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক স্বাগত জানানো একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই টিকার প্রতি সন্দিহান হইবে, সে বস্তুতঃ বড়ই নির্বোধ এবং নিজ প্রাণের শত্রু। কেননা, বার বার অভিজ্ঞতার আলোতে ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই সতর্ক ও সাবধান সরকার কোন মারাত্মক চিকিৎসা প্রচলন করিতে চাহেন না বরং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যাহা প্রকৃতই ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রজাদের সত্যিকারের মঙ্গল কামনা করিয়া সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন ও করিয়াছেন, আর তাহার প্রতিদানে সরকারের এই অর্থ ব্যয় ও চেষ্টার অন্তরালে কোন স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা বুদ্ধিমত্তা ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। হতভাগ্য সেই প্রজাবর্গ, যাহারা কু-ধারণায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এ পর্যন্ত জাগতিক উপকরণসমূহের মধ্যে যত ভাল প্রতিকার এই মহান সরকারের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে টিকাই হইতেছে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকার। এই প্রতিকারটি যে ফলপ্রদ তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। উপকরণসমূহের ব্যবহারে নিরত থাকিয়া এবং উহাকে কার্যকর করিয়া তাহাদিগের প্রাণনাশের দুশ্চিন্তা হইতে সরকারকে মুক্ত করা সকল প্রজার কর্তব্য। কিন্তু আমরা এহেন দয়াবান সরকারের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের জন্য যদি এক ঐশী বাধা না থাকিত, তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমরাই টিকা

গ্রহণ করিতাম। ঐশী বাধাটি এই যে, খোদাতা'লা এই যুগে মানবের জন্য তাঁহার এক ঐশী **রহমতের নিদর্শন** দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'তুমি ও যাহারা তোমার গৃহের চারি প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিবে, যাহারা পূর্ণরূপে তোমার অনুসরণ করিবে ও অনুগত থাকিবে এবং প্রকৃত তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীতির) সহিত তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহারা সকলেই প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে। এই শেষ যুগে ইহা খোদাতা'লার নিদর্শন হইবে যদ্বারা তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখাইবেন। কিন্তু যাহারা তোমার পূর্ণ অনুসরণ না করিবে তাহারা তোমার মধ্য হইতে নহে। **তাহাদের জন্য চিন্তিত হইও না, ইহা আল্লাহ্‌র আদেশ।'** অতএব, আমার নিজের ও আমার গৃহের চারি প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারীগণের কাহারও টিকা গ্রহণের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, যেমন এখনই আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, আকাশ ও পৃথিবীর যিনি অধিপতি, কোন কিছুই যাঁহার জ্ঞান ও আয়ত্বের বাহিরে নহে, দীর্ঘকাল পূর্বে সেই খোদা আমার প্রতি এই ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, 'আমি এই গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব। এই শর্তে যে, সকল বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ একনিষ্ঠ, অনুগত ও বিনয়ী হইয়া তাহাদিগকে **বয়াত গ্রহণ করিতে হইবে** এবং খোদার আদেশ ও তাঁহার মানুষের (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের) সম্মুখে যাবতীয় অহঙ্কার, বিদ্রোহ ভাব, ঔদ্ধত্য, ঔদাসীন্য, আত্মগরীমা ও আত্মশ্লাঘা পরিহার করিয়া আমার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।' তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, কাদিয়ানে সাধারণভাবে এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংসকারী প্লেগ হইবে না যাহাতে মানুষ কুকুরের ন্যায় মরিবে এবং ভয় ও বিহ্বলতায় পাগল হইয়া যাইবে। সাধারণভাবে এই জামাতের সমস্ত লোক, সংখ্যায় তাহারা যত অধিকই হউক না কেন, বিরূদ্ধবাদীগণের তুলনায় প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ণরূপে আপন প্রতিশ্রুতিতে অবিচল না থাকিবে কিংবা যাহাদের সম্পর্কে খোদাতা'লার জ্ঞানে অন্য কোন গোপন কারণ নিহিত আছে, তাহারা প্লেগে আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে মানুষ বিস্মিত হইয়া এই কথা স্বীকার করিবে যে, অন্যদের তুলনায় ও মোকাবিলায় খোদাতা'লার সহায়তা এই সম্প্রদায়ের সাথে রহিয়াছে এবং আপন বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তাহাদিগকে এইরূপভাবে রক্ষা করিয়াছেন যাহার কোন নযীর নাই। এই কথা শুনিয়া কোন অজ্ঞ ব্যক্তি হয়ত চমকিত হইবে, কেহ বা হাস্য করিবে, কেহ আমাকে পাগল বলিবে; আর কেহ এই ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ খোদা আছেন যিনি বিনা উপকরণেও অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে পারেন। এই কথার জবাব

ইহাই-হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এইরূপ শক্তিশালী খোদা মওজুদ আছেন। যদি তিনি এইরূপ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তগণ জীবন্তই মরিয়া যাইতেন। তিনি আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহার পবিত্র কুদরতসমূহ বিস্ময়কর। একদিকে স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি শত্রুগণকে কুকুরের মত লেলাইয়া দেন, অপর দিকে তাঁহাদের খেদমত করিবার জন্য ফেরেশ্‌তাগণকে আদেশ দেন। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে যখন তাহার গযব আপতিত হয় এবং যালেমদের প্রতি তাঁহার কোপ উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হেফাযত করিয়া থাকে। যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে সাধু ব্যক্তিগণের সকল সাধনা বিনষ্ট হইয়া যাইত এবং কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিত না। আল্লাহ্‌র শক্তি অনন্ত, কিন্তু মানুষের আপন বিশ্বাসের অনুপাতে সেই শক্তির বিকাশ ঘটে। যাহাদিগকে দৃঢ়বিশ্বাস, প্রেম ও আল্লাহ্‌তে পূর্ণ একাগ্রতা দান করা হইয়াছে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের জন্যই অসাধারণ শক্তি প্রকাশিত হয়। খোদাতা'লা যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, কিন্তু তাহাদিগকে তিনি অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা নিজেদের অভ্যাসে অসাধারণ পরিবর্তন আনয়ন করে।

এই যুগে এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম যাহারা তাঁহাকে চিনে এবং তাঁহার বিস্ময়কর শক্তির উপর বিশ্বাস রাখে। বরং এইরূপ লোক বহু আছে, যাহারা এইরূপ সর্বশক্তিমান খোদার উপর কখনও বিশ্বাস রাখে না যাঁহার আওয়াজ সকল বস্তুই শুনিতে পায় এবং যাঁহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, প্লেগ ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা যদিও পাপ নহে, কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এমন কোন রোগ নাই, যাহার জন্য খোদাতা'লা কোন ঔষধ সৃষ্টি করেন নাই; তাহা সত্ত্বেও খোদাতা'লার এই নিদর্শনকে, যাহা তিনি আমার জন্য পৃথিবীতে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, টিকা দ্বারা সন্দেহযুক্ত করা আমি পাপ মনে করি। আমি তাঁহার সত্য নিদর্শন ও সত্য প্রতিশ্রুতির অবমাননা করিয়া টিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না। যদি এইরূপ করি তাহা হইলে এই গুনাহ্‌র জন্য আমি দন্ডনীয় হইব যে, খোদতা'লা আমার সাথে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে যেই খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, 'তোমার চারি প্রাচীরের মধ্যবর্তী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমি রক্ষা করিব,' সেই খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া আমাকে টিকা আবিষ্কারক চিকিৎসাবিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হইবে।

আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি যে, সেই সর্বশক্তিমান খোদার ওয়াদা সত্য এবং আমি দেখিতেছি যে, সেই প্রতিশ্রুত দিনগুলি যেন আসিয়া গিয়াছে। আমি

ইহাও জানি যে, আমাদের মহান সরকারের আসল উদ্দেশ্য হইল যেভাবেই হউক লোকে যেন প্লেগ হইতে মুক্তি পায় এবং টিকা অপেক্ষা অন্য কোন প্রতিকার ভবিষ্যতে যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সরকার তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এমতাবস্থায় ইহা সুস্পষ্ট যে, খোদাতা'লা আমাকে যে পথে পরিচালিত করিতেছেন তাহা মহান সরকারের উদ্দেশ্যের বিরোধী নহে। আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে এই মহামারী সম্বন্ধে আমার রচিত 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামক গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এই সংবাদ মওজুদ আছে এবং এই সিলসিলার প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ বরকতের প্রতিশ্রুতিও উহাতে রহিয়াছে। ('বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার' ৫১৮ও ৫১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লার তরফ হইতে খুব জোরালো ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, খোদা আমার গৃহ-সীমার অন্তর্বর্তী নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে, যাহারা খোদা এবং তাঁহার মা'মুরের (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের) সম্মুখে অহঙ্কার প্রদর্শন করে না, প্লেগ হইতে রক্ষা করিবেন এবং তুলনামূলকভাবে ও অপেক্ষাকৃতভাবে এই সিলসিলার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ থাকিবে। অবশ্য ঈমানের শক্তির দুর্বলতা, আমলের ত্রুটি বা নিয়তি অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ যাহা আল্লাহ্‌ই জানেন, এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ (মৃত্যুর) ঘটনা কদাচিৎ হইতে পারে। কিন্তু কদাচিৎ ঘটনা ধর্তব্য নহে। তুলনা করিবার সময়ে সর্বদা সংখ্যাধিক্য বিবেচনা করা হয়। যেমন, সরকার পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, প্লেগের টিকা গ্রহণকারীগণ অন্যের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং কদাচিৎ মৃত্যু যেমন টিকার মূল্যকে লাঘব করিতে পারে না, তদ্রূপ এই নিদর্শনে কাদিয়ানে যদি তুলনামূলকভাবে সামান্য আকারে প্লেগের ঘটনা ঘটিয়া যায় কিম্বা এই জামাতের মধ্যে কদাচিৎ কেহ যদি এই রোগে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে এই নিদর্শনের মর্যাদা হ্রাস পাইবে না। খোদাতা'লার পবিত্র বাণী হইতে যেসব বাক্যাবলী প্রকাশ পায় উহাদের অনুসরণে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐশী বাণীর প্রতি প্রথমেই হাসি-বিদ্রূপ করা জ্ঞানী লোকের কাজ নহে। ইহা খোদার বাণী, কোন জ্যোতির্বিদের বাক্য নহে। ইহা আলোর প্রস্রবণ হইতে নির্গত, কোন অন্ধকারের অনুমান হইতে নহে। ইহা তাঁহার বাণী, যিনি প্লেগ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাকে দূর করিতে পারেন। আমাদের সরকার এই ভবিষ্যদ্বাণীর মূল্য সন্দেহাতীতরূপে বুঝিবেন যখন দেখিবেন যে, টিকা গ্রহণকারীগণের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে এই সকল লোক **নিরাপদ ও সুস্থ** রহিয়াছে। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, যাহা প্রকৃত পক্ষে বিশ বাইশ বৎসর যাবৎ প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, সব ঘটনা সংঘটিত না হয়, তবে আমি খোদার তরফ হইতে নহি। **আমার খোদার তরফ হইতে হওয়ার** ইহা এক

নিদর্শন হইবে যে, আমার গৃহের চারি প্রাচীরের অন্তর্গত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ এই রোগের মৃত্যু হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আমার সম্পূর্ণ সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে প্লেগের আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং সেই শান্তি যাহা এখানে বিরাজ করিবে, উহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হইবে না। কাদিয়ানে কোন বিরল ঘটনা ব্যতীত প্লেগের ভয়াবহ ধ্বংসকারী আক্রমণ হইবে না। হায়! এই লোকগুলি যদি সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইত এবং খোদাকে ভয় করিত, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইত। কেননা ধর্মীয় মতভেদের কারণে দুনিয়াতে কাহারও উপর আযাব নাযেল হয় না। কেয়ামতের দিন ইহার হিসাব নিকাশ হইবে। দুনিয়াতে কেবল অন্যায় আচরণ, ঔদ্ধত্য ও পাপাধিক্যের কারণেই আযাব আসিয়া থাকে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে এমনকি তওরাতের কোন কোন কিতাবেও এই সংবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে।* এতদ্ব্যতীত হযরত মসীহ্ (আঃ)ও ইঞ্জিলে এই সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন। ইহা সম্ভব নহে যে, নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী টলিতে পারে। ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ঐশী প্রতিশ্রুতি বর্তমান থাকিতে কোন মানবীয় তদ্বীর হইতে আমাদের এইজন্য বিরত থাকা কর্তব্য, যাহাতে শত্রুগণ এই ঐশী নিদর্শনকে অন্য দিকে আরোপ করিতে না পারে। কিন্তু এই নিদর্শনের সঙ্গে যদি খোদাতা'লা নিজ বাণীর সাহায্যে কোন তদ্বীর শিখাইয়া দেন বা কোন ঔষধের কথা বলিয়া দেন, তবে এইরূপ তদ্বীর বা ঔষধে এই ঐশী নিদর্শনের কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, এইগুলি সেই খোদার তরফ হইতে, যেই খোদার তরফ হইতে এই নিদর্শন। যদি কদাচিৎ আমার সম্প্রদায়ের কেহ প্লেগে মারা যায়, তাহাতে কেহ যেন ধারণা না করে যে, নিদর্শনের মূল্য ও মর্যাদার কোন হানি হইবে। কারণ প্রথম যুগে মূসা ও ইয়াশু (যশুয়া) এবং পরিশেষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর এই আদেশ হইয়াছিল যে, যাহারা তরবারী দ্বারা আক্রমণ করিয়া শত শত মানুষকে খুন করিয়াছে, তাহাদিগকে তরবারী দ্বারাই যেন হত্যা করা হয়। নবীগণের পক্ষ হইতে ইহা এক নিদর্শন ছিল যাহার ফলে মহা বিজয় লাভ হয়। যদিও পাপিষ্ঠদের মোকাবেলায় তাহাদের তরবারীতে আহ্‌লে হক্ (বা সৎলোকও) নিহত হইয়াছিলেন কিন্তু সংখ্যায় তাহা নিতান্ত অল্প। এইরূপ সামান্য লোকক্ষয় নিদর্শনের পক্ষে কোন ধর্তব্য বিষয় নহে। অতএব, অনুরূপভাবে আমাদের

---

* *মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কথা বাইবেলের নিম্নলিখিত কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে ঃ- সখরিয় - ১৪ঃ১২, ইঞ্জিল মথি - ২৪ঃ৮ ও প্রকাশিত বাক্য - ২২ঃ৮।*

সম্প্রদায়ের কদাচিৎ কাহারও যদি উল্লিখিত কারণে প্লেগ হয় তাহা হইলে এইরূপ প্লেগ ঐশী নিদর্শনের কোনই ক্ষতির কারণ হইবে না। ইহা কি এক আযীমুশ্বান নিদর্শন নহে যে, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এইরূপভাবে প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে সত্যান্বেষী কোন ব্যক্তির হৃদয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না এবং সে বুঝিতে পারিবে যে, খোদাতা'লা এই জামাতের সহিত অলৌকিক ব্যবহার করিয়াছেন; বরং উল্লিখিত নিদর্শনের ফলশ্রুতি এই হইবে যে, প্লেগের দরুন এই সম্প্রদায় অধিক বৃদ্ধি পাইবে ও অসাধারণ উন্নতি করিবে এবং এই সম্প্রদায়ের এহেন উন্নতি মানুষ বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিবে। নুযূলুল মসীহ্ পুস্তকে আমি লিখিয়া আসিয়াছি যে, আমার বিরোধীগণ যাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরাজিত হইয়াছে, বর্তমান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার সম্প্রদায় ও অপরাপর সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে খোদা যদি কোন পার্থক্য না দেখান, তাহা হইলে তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার ন্যায্য অধিকারী হইবে। এখন পর্যন্ত তাহারা যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে ইহাতে তাহারা শুধু এক লানৎ খরিদ করিয়াছে। যেমন, বারংবার তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়াছে যে, আথম পনের মাসের মধ্যে মারা যায় নাই। অথচ ভবিষ্যদ্বাণীটিতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে সে পনের মাসের মধ্যে মরিবে না। তদনুযায়ী সে ঠিক বহসের জলসায় ৭০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দাজ্জাল বলা হইতে প্রত্যাবর্তন করে। কেবল তাহাই নহে, বরং সে পনের মাস কাল নীরব থাকিয়া ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া নিজের প্রত্যাবর্তনের প্রমাণ দিয়াছে। সে আঁ হযরত (সাঃ)-কে **দাজ্জাল** আখ্যা দিয়াছিল-ইহাই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি। সুতরাং তাহার এই প্রত্যাবর্তন দ্বারা সে এতটুকু উপকৃত হইল যে, সে পনের মাস পরে মারা গেল। কিন্তু মরিল নিশ্চয়ই। ইহার কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল যে, দুই পক্ষের মধ্যে যে ব্যক্তির আকিদা (ধর্ম-বিশ্বাস) মিথ্যা হইবে সে-ই প্রথমে মারা যাইবে। সুতরাং সে আমার আগে মারা গিয়াছে।

এইরূপে যেসকল গায়েবের কথা খোদা আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছেন এবং যেগুলি আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা দশ হাজারের কম নহে। 'নুযূলুল মসীহ্' নামক গ্রন্থ যাহা এখন মুদ্রিত হইতেছে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী হইতে সাক্ষী প্রমাণাদিসহ নমুনা স্বরূপ মাত্র দেড়শত ভবিষ্যদ্বাণী উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমার এইরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই, যাহা পূর্ণ হয় নাই বা উহার দুই অংশের এক অংশ পূর্ণ হয় নাই। কেহ যদি অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃত্যুও বরণ করে, তথাপি আমার মুখ নিঃসৃত এইরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী

খুঁজিয়া পাইবে না, যাহার সম্বন্ধে সে বলিতে পারিবে যে, উহা অপূর্ণ রহিয়াছে, নির্লজ্জতা বা অজ্ঞতাবশতঃ যে যাহা ইচ্ছা বলুক; কিন্তু আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, আমার এইরূপ সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী আছে যাহা অতি সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক যাহার সাক্ষী আছে। সেইগুলির দৃষ্টান্ত যদি অতীতের নবীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যতীত অন্য কোথায়ও ইহার তুলনা মিলিবে না। আমার বিরুদ্ধবাদীগণ যদি এই পন্থায় (অর্থাৎ পূর্বকালের নবীগণের সঙ্গে তুলনা দ্বারা) মীমাংসা করিত, তাহা হইলে বহু আগেই তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যাইত। আমি তাহাদিগকে এই বিরাট পুরস্কার দিতে প্রস্তুত ছিলাম যদি তাহারা দুনিয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের কোন তুলনা উপস্থিত করিতে পারিত। শুধু দুষ্টামী বা অজ্ঞতাবশতঃ যাহারা বলে যে, অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণ হয় নাই, তাহাদের এই উক্তিকে আমি তাহাদের চিত্তের 'অপবিত্রতা এবং সন্দিগ্ধতা'র প্রতি আরোপ করা ছাড়া আর কি বলিতে পারি ? এই তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে তাহারা যদি কোন সভায় আলোচনা করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজেদের উক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত অথবা তাহারা নির্লজ্জ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হওয়া এবং উহার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকা কোন সামান্য বিষয় নহে; ইহা যেন মহা মহিমান্বিত খোদাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া। নবী করীম (সাঃ)-এর যুগ ছাড়া অন্য কোন সময়ে, সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ও উহার সবগুলিই স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হইতে এবং উহার পূর্ণতার সহস্র সহস্র সাক্ষী বিদ্যমান থাকিতে কি কেহ কখনও দেখিয়াছে ? আমি নিশ্চিত জানি যে, বর্তমান যুগে খোদাতা'লা যেইরূপ নিকটবর্তী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন এবং শত শত গায়েবের বিষয় আপন দাসের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন, অতীতের কোন যামানায় তাহার তুলনা অতি অল্পই পাওয়া যাইবে, শীঘ্রই মানুষ দেখিতে পাইবে যে, এই যুগে খোদাতা'লার চেহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যেন তিনি আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি আপন অস্তিত্ব লুক্কায়িত রাখিয়াছেন; তাঁহাকে অস্বীকার করা হইয়াছে এবং তিনি নীরব রহিয়াছেন; কিন্তু এখন তিনি লুক্কায়িত থাকিবেন না। জগদ্বাসী এখন তাঁহার এইরূপ নমুনা দেখিবে যাহা তাহাদের পিতা-পিতামহগণ কখনও দেখেন নাই। ইহা এই জন্য হইবে যে, জগৎ এখন কলুষিত হইয়া গিয়াছে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার উপর মানুষের বিশ্বাস নাই। ঠোঁট দিয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু হৃদয় তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে, তাই খোদাতা'লা বলিয়াছেন যে, 'আমি এখন নূতন আকাশ ও নূতন জগৎ সৃষ্টি করিব'। ইহার অর্থ এই যে, জগতের মৃত্যু ঘটিয়াছে অর্থাৎ জগদ্বাসীর হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, যেন মরিয়া গিয়াছে। কেননা খোদার চেহারা তাহাদের (চক্ষুর) অন্তরাল হইয়া গিয়াছে এবং অতীতের সমুদয় ঐশী

নিদর্শন কেস্‌সা কাহিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাই খোদা নূতন জগৎ ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সেই নূতন আকাশ ও নূতন জগৎ কি? নূতন জগৎ সেই পবিত্র হৃদয় যাহা খোদা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, **যাহা খোদা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা খোদা প্রকাশিত হইবেন**। এবং নূতন আকাশ সেই সকল নির্দশন যাহা তাঁহার দাসের হস্তে তাঁহারই আদেশে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আফসোস, জগদ্বাসী খোদার এই নব জ্যোতির্বিকাশের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে। তাহাদের হাতে কেস্‌সা কাহিনী ভিন্ন কিছুই নাই। তাহাদের নিজেদের কল্পনাই তাহাদের খোদা হইয়াছে। তাহাদের হৃদয় বক্র ও সাহস দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং চোখে পর্দা পড়িয়াছে। অন্যান্য জাতি তো প্রকৃত খোদাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর যাহারা মনুষ্য সন্তানকে খোদা বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদের কথা কি বলিব? স্বয়ং মুসলমানদের অবস্থা দেখ, তাহারা খোদা হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছে! তাহারা সত্যের ঘোর শত্রু এবং প্রাণের শত্রুর ন্যায় সৎপথের বিরোধী। যথা ঃ 'নাদ্‌ওয়াতুল-ওলামা', যাহারা ইসলামের সহায়তার যতকিছু দাবী করে এবং 'লাহোরের **আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম'**, যাহারা ইসলামের নামে মুসলমানদের নিকট হইতে টাকা পয়সা গ্রহণ করিতেছে, **তাহারা কি ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী ?** এই সকল লোকেরা কি সিরাতে মুস্তাকীমের **সাহায্য** করিতেছে ? তাহাদের কি ইহা স্মরণ আছে যে, ইসলাম কিরূপ বিপদের চাপে নিষ্পেষিত এবং ইহাকে **পুনর্জীবিত করিতে** খোদাতা'লার রীতি কি? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, আমি যদি না আসিতাম, তাহা হইলে তাহাদের ইসলামের সহায়তার দাবী কতকটা গ্রহণযোগ্য হইত। কিন্তু এখন **এই সকল লোক খোদার নিকট অপরাধী**। কেননা, সহায়তার **দাবী করিয়াও, যখন আকাশে** এক নক্ষত্রের উদয় হইল, তখন তাহারাই সর্বাগ্রে **অস্বীকারকারী** হইল। এখন সেই খোদার নিকট তাহারা কি জবাব দিবে, যিনি ঠিক নির্ধারিত সময়ে আমাকে পাঠাইয়াছেন ? কিন্তু তাহাদের তো কোন পরওয়াই নাই। **সূর্য** মধ্যাকাশের সন্নিকট কিন্তু তাহাদের নিকট এখনও **রাত্রি**।

খোদার উৎস উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা মরুভূমিতে ক্রন্দন করিতেছে। তাঁহার **আসমানী জ্ঞানের** এক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তাহাদের কোনই খবর নাই। তাঁহার নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল উদাসীনই নহে **বরং খোদার সিলসিলার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে**। অতএব ইহাই কি তাহাদের ইসলামের সহায়তা, ইসলামের প্রচার ও ইসলামী তা'লীম যাহা তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? কিন্তু তাহারা কি নিজেদের **বৈরিতার** দ্বারা খোদাতা'লার সতিকারের ইচ্ছাকে **রোধ করিতে পারিবে**

যে সম্বন্ধে সমস্ত নবীগণ আদিকাল হইতে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন ? কখনই নহে। বরং খোদাতা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সত্য প্রমাণিত হইবে ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইহা লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব"। *(সূরা মুজাদালাঃ২২ আয়াত)*

দশ বৎসর পূর্বে খোদাতা'লা স্বীয় দাসের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যেমন রমযান মাসে আকাশে **চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ** করাইলেন এবং দিবাকর নিদর্শন ও নিশাকর নিদর্শনকে আমার জন্য সাক্ষীরূপে **দুইটি নিদর্শন** প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতেও দুইটি নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। একটি হইল সেই নিদর্শন যাহা তোমরা কুরআন শরীফে পাঠ করিয়া থাক ঃ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ অর্থাৎ যখন গর্ভবতী উষ্ট্রগুলি বেকার হইবে।

(সূরা তাক্‌ভীর ঃ ৫ আয়াত)

এবং হাদীসেও পড়িয়া থাক ঃ وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا

(উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে এবং কেহই উহার উপর চড়িবে না-মুসলিম)।

ইহার পুর্ণতার জন্য হেজায প্রদেশে অর্থাৎ মদীনা ও মক্কার রাস্তায় রেলপথ তৈয়ার হইতেছে। দ্বিতীয় নিদর্শন 'প্লেগ'। যেমন খোদাতা'লা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا....

অর্থাৎ এমন কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামতের পূর্বেই ধবংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিব না *(সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৫৯ আয়াত)।*

সুতরাং খোদাতা'লা পৃথিবীতে রেলপথও প্রবর্তন করিয়াছেন এবং **প্লেগও** পাঠাইয়াছেন যেন পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই সাক্ষী হয়। অতএব, **তোমরা খোদার সাথে যুদ্ধ করিও না**। খোদার বিরোধিতা করা বেকুফের কাজ। ইতিপুর্বে খোদা যখন **আদমকে** খলীফা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু খোদা কি তাহাদের বাধায় বিরত হইয়াছিলেন ? এখন খোদাতা'লা **দ্বিতীয় আদম** সৃষ্টি করিবার সময় বলিলেন ঃ

اَرَدْتُّ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ اٰدَمَ অর্থাৎ 'আমি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিলাম, তাই আমি এই আদমকে সৃষ্টি করিলাম।

এখন তোমরা কি খোদার ইচ্ছাকে রোধ করিতে পার ? অতএব তোমরা কেন কল্পিত কেস্‌সা কাহিনীর আবর্জনা উপস্থাপন করিতেছ এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের

পথ অবলম্বন করিতেছ না ? নিজেকে পরীক্ষায় ফেলিও না। নিশ্চয় স্মরণ রাখিও, খোদাতা'লার ইচ্ছাকে রোধ করিতে পারে এমন কেহই নাই। এই ধরনের বিবাদ তাক্ওয়ার পরিপন্থী।

কিন্তু যদি ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, যেমন আমি আমার কথার অনুসারী একটি সম্প্রদায়ের লোকদের প্লেগের রোগ হইতে রক্ষা পাইবার সুসংবাদ খোদাতা'লার নিকট হইতে ইলহামের মাধ্যমে পাইয়া তাহা প্রচার করিয়া দিয়াছি, তদ্রূপ যদি আপনারাও নিজেদের সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারাও স্বীয় সমবিশ্বাসীদের জন্য খোদাতা'লার নিকট হইতে মুক্তিলাভের সুসংবাদ লাভ করুন যে, তাহারা প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং সেই সুসংবাদটি আমার ন্যায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা প্রচার করিয়া দিন যেন লোকে বুঝিতে পারে, খোদা আপনাদের সঙ্গে আছেন।

অপরদিকে খৃষ্টানদের জন্যও ইহা একটি উত্তম সুযোগ। তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে যে, নাজাত কেবল যীশুতেই আছে। সুতরাং এখন তাঁহারও ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, এই বিপদের সময় যেন তিনি খৃষ্টানদিগকে প্লেগ হইতে পরিত্রাণ করেন। **এই সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহার** কথা আল্লাহ্তা'লা অধিক শ্রবণ করিবেন, উহাই **গৃহীত** বলিয়া গণ্য হইবে। এখন খোদাতা'লা প্রত্যেক (সম্প্রদায়কেই) সুযোগ দিয়াছেন, যেন তাহারা নিরর্থক তর্ক বিতর্ক না করিয়া অধিক পরিমাণে নিজেদের কবুলিয়্যত প্রদর্শন করে যাহাতে প্লেগ হইতেও রক্ষা পায় এবং নিজেদের সত্যতাও প্রকাশিত হয়। **বিশেষতঃ পাদরী সাহেবগণ** যাহারা **মরিয়ম পুত্র মসীহ্কেই** ইহকাল ও পরকালের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহারা যদি আন্তরিকভাবে মরিয়ম পুত্রকে দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন খৃষ্টানদের এই **অধিকার** আছে যে, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহারা **নাজাতের** নমুনাটা দেখিয়া লয়। ইহাতে সম্মানিত সরকারেরও অনেক সুবিধা হইতে পারে যদি বৃটিশ-ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় যাহারা নিজ নিজ ধর্মের সত্যতার উপর ভরসা রাখে, তাহারা আপন আপন সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার এবং প্লেগ হইতে মুক্তি দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করে যে, নিজ নিজ আরাধ্য খোদার নিকট কিংবা তাহাদের অন্য কোন মাবূদ যাহাকে তাহারা খোদার স্থলবর্তী জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহার নিকট এই বিপদগ্রস্তদের জন্য শাফায়াত (মুক্তি প্রার্থনা) করে এবং তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া তাহা বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা প্রকাশ করিয়া দেয় যেমনটি আমি করিয়াছি। এই কাজের মধ্যে সার্বিকভাবে সৃষ্ট জীবের জন্য আপন

ধর্মের সত্যতার প্রমাণ এবং সরকারকে সহায়তা দান এই সবকিছুই রহিয়াছে। প্রজাগণ প্লেগের আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকুক, ইহা ছাড়া সরকার আর কিছুই চান না; যে উপায়েই হউক, তাহারা যেন রক্ষা পায়।

পরিশেষে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার জামাতের যে সকল লোক পাঞ্জাব ও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া আছে, আমার বিজ্ঞাপনে তাহাদিগকে আমি টিকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করি না। যাহাদের সম্বন্ধে সরকারের স্পষ্ট আদেশ আছে, তাহাদের অবশ্যই টিকা গ্রহণ করা এবং সরকারের আদেশ পালন করা উচিত। এইরূপে যাহাদিগকে আপন ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যদি আমার প্রদত্ত শিক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপে কায়েম না থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও টিকা নেওয়া উচিত, যেন তাহাদের পদস্খলন না ঘটে এবং তাহারা যেন নিজেদের নোংরা অবস্থার দরুন খোদার প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে মানুষকে ধোকা না দেয়।

যেই শিক্ষা পূর্ণরূপে পালন করিলে প্লেগ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে। অতএব, নিম্নে সংক্ষেপে আমি উহা লিখিয়া দিতেছি ঃ

শিক্ষা

জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যাহার সম্বন্ধে খোদাতা'লার বাণীতে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে,

إِنِّي أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ অর্থাৎ 'তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করিব।'

এইস্থলে ইহা বুঝা উচিত নয় যে, যেই সকল লোক আমার এই ইট ও মাটির গৃহের মধ্যে বসবাস করে, মাত্র তাহারাই আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত বরং যে সকল লোক পূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করে, তাহারাও আমার আধ্যাত্মিক গৃহের অন্তর্ভুক্ত। আমার অনুসরণের জন্য যাহা করণীয় তাহা এই ঃ

তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, তাহাদের এক কাদের (সর্ব শক্তিমান), কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেকুল-কুল (সর্বস্রষ্টা) খোদা আছেন যিনি আপন গুণাবলীতে অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি

কাহারও পুত্র নহেন এবং কেহ তাঁহার পুত্র নহে। দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া এবং মৃত্যু হইতে তিনি মুক্ত। তিনি এইরূপ এক অস্তিত্ব যে, দূরে থাকিয়াও তিনি নিকটে এবং নিকটে থাকিয়াও দূরে। তিনি একক হইলেও তাঁহার জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। মানুষের মধ্যে যখন এক অভিনব পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তখন তিনি তাহার জন্য এক নূতন খোদা হইয়া যান এবং নূতন এক দীপ্তি সহকারে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজের পরিবর্তনের অনুপাতে খোদাতা'লার মধ্যেও এক পরিবর্তন দেখিতে পারে; কিন্তু এমন নহে যে, খোদার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়, বরং তিনি অনাদি কাল হইতে অপরিবর্তনীয় এবং পূর্ণ কামালের অধিকারী কিন্তু মানবীয় পরিবর্তনের সময় যখন মানুষের পরিবর্তন পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন খোদাও এক নূতন জ্যোতিতে তাহার নিকট প্রকাশিত হন। মানুষের প্রত্যেক উন্নতিপ্রাপ্ত অবস্থার বিকাশের সময় খোদাতা'লার শক্তিমত্তার জ্যোতিও এক উন্নততর আকারে প্রকাশিত হয়। যেখানে অসাধারণ পরিবর্তনের বিকাশ ঘটে সেখানেই তিনি অসাধারণ কুদরত প্রদর্শন করেন। অলৌকিক লীলা এবং মোজেযার মূল ইহাই।

এইরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের সেলসেলার শর্ত। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর এবং নিজ প্রাণ, আরাম এবং তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ের উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দাও এবং কার্যতঃ বীরত্বের সহিত তাঁহার পথে সত্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর। জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রাধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে প্রাধান্য দাও যাহাতে আকাশে তোমরা তাঁহার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল হইতেই খোদাতা'লার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হইতে পারিবে, যখন তাঁহার এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকে এবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁহার সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাতে পরিণত হইবে এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁহার দ্বারে অবনত থাকিবে যেন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। যদি তোমরা এইরূপ কর, তাহা হইলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইবেন যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কি কেহ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করিতে ও তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হইতে এবং তাঁহার কাযা ও কদরে (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হইতে প্রস্তুত?

অতএব বিপদ দেখিলে তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবে কারণ ইহাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁহার **তৌহীদ** জগতে প্রচার করিতে নিজের সমস্ত

শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁহার বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাহাদিগকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করিও না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কাহারও প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হইলেও, অহঙ্কার দেখাইবে না এবং কেহ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যেন খোদাতা'লার নিকট গ্রহণীয় হইতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যাহারা বাহ্যতঃ সহিষ্ণু কিন্তু অভ্যন্তরে নেকড়ে সদৃশ। আবার অনেকে এইরূপও আছে, যাহারা বাহ্যতঃ সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কখনও তাঁহার নিকট গ্রহণীয় হইবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হইয়া ছোটকে অবজ্ঞা করিবে না, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে। বিদ্বান হইলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবে। ধনী হইলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করিয়া তাহাদের সেবা করিবে। ধ্বংসের পথ হইতে সাবধান থাকিবে। সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপাসনা করিবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হইতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁহার জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা, তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন তোমার জন্য সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন তোমার জন্য সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সহিত দিন অতিবাহিত করিয়াছ। জগতের অভিশাপকে ভয় করিও না, কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধূঁয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা দিনকে রাত করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর নিপতিত হয়, তাহার উভয় জগৎকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের পাতাল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার ? সুতরাং তোমরা সোজা, সরল, পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হইয়া যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে উহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে দূর করিয়া দিবে। যদি তোমাদের মধ্যে কোথায়ও অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তাহা হইলে আদৌ তোমরা তাঁহার গ্রহণযোগ্য হইবে না। এইরূপ যেন না হয়— মাত্র কয়েকটি কথা শিখিয়া এই বলিয়া তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা কর যে, 'যাহা কিছু করণীয় আমরা তাহা করিয়া ফেলিয়াছি।' কেননা, খোদাতা'লা চাহেন যেন, তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন যাহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নূতন জীবন দান করিবেন। তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং আপন

ভাইদের অপরাধ ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে রাজী নহে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে; কেননা, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের বশবর্তিতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর। সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় নিজেকে হেয় জ্ঞান কর যেন তোমাদিগকে মার্জনা করা হয়। রিপুর স্থুলতা বর্জন কর; কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সেই দ্বার দিয়া কোন স্থুল-রিপু-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌র মুখ-নিঃসৃত বাণী, যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইতেছে, তাহা মানে না! তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না। সুতরাং তাহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। খোদাতা'লার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অহঙ্কারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; অত্যাচারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; বিশ্বাসঘাতক তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নামের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র নহে, সে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত যাহারা সংসারাসক্ত এবং সংসার সম্ভোগে নিমগ্ন তাহারা তাহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না, প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে হাসিবে। যে তাঁহার জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়, সে তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা সত্যনিষ্ঠা, পূর্ণ সততা ও তৎপরতার সহিত অগ্রসরমান হইয়া খোদাত'লার বন্ধু হইয়া যাও যেন তিনিও তোমাদের বন্ধু হইয়া যান। তোমরা নিজ অধীনস্থদের প্রতি, আপন স্ত্রীগণের ও গরীব ভাইদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও। যেন তিনি তোমাদের হইয়া যান। দুনিয়া বহু বিপদের স্থান, তন্মধ্যে প্লেগও একটি। অতএব নিষ্ঠার সহিত তোমরা তাঁহাকে আকড়াইয়া ধর যেন তিনি এই বিপদাবলী তোমাদের নিকট হইতে দূরে রাখেন। আকাশ হইতে আদেশ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন বিপদ দেখা দেয় না এবং কোন দুর্দশা দূরীভূত হয় না যে পর্যন্ত না আকাশ হইতে তাঁহার দয়া বর্ষিত হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহাই যে, তোমরা শাখাকে না ধরিয়া মূলকে অবলম্বন কর। ঔষধ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু উহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা

নিষেধ। খোদাতা'লার যাহা ইচ্ছা পরিশেষে উহাই ঘটিবে। যদি কেহ আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরতার সামর্থ্য রাখে তাহা হইলে সেই নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চে। তোমাদের জন্য আর একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত জিনিষের মত ফেলিয়া রাখিও না কারণ ইহাতেই তোমাদের জীবন নিহিত রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান দান করিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে। যাহারা প্রত্যেক হাদীস ও উক্তির উপর কুরআনকে প্রাধান্য দান করিবে, আকাশে তাহাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে **মুহাম্মদ মুস্তাফা** সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ভিন্ন কোন রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নাই। অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সহিত সত্যিকার প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পার।

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে। **মুক্তি প্রাপ্ত** কে ? সেই ব্যক্তি, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার ও তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যবর্তী **শাফী** এবং আকাশের নীচে তাঁহার সম মর্যাদা বিশিষ্ট অপর কোন রসূল নাই। কুরআনের **সমতুল্য** আর কোন গ্রন্থ নাই। অন্য কাহাকেও খোদাতা'লা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই কিন্তু **এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত**। তাঁহার চিরকাল জীবিত থাকার জন্য খোদাতা'লা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তাঁহার শরীয়ত-ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কল্যাণকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার রূহানী কল্যাণধারায় খোদাতা'লা এই **প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে** দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার আগমন ইসলামের সৌধটিকে **পূর্ণাঙ্গ** করিবার জন্য জরুরী ছিল। কেননা, দুনিয়া লয় প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মদী সিলসিলার জন্য **আধ্যাত্মিক গুণের** একজন মসীহ্‌কে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যেরূপ মূসায়ী সিলসিলার জন্য তাহা করা হইয়াছিল। এই তত্ত্বের দিকে (কুরআন শরীফের) এই আয়াত ইঙ্গিত করিতেছে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ *(সূরা ফাতেহা ৬-৭ আয়াত)*

(অর্থাৎ তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ।

হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার পুর্ববর্তী জাতিসমূহের হারানো ধন পাইয়া ছিলেন এবং হযরত **মুহাম্মদ (সাঃ)** সেই ধনের অধিকারী হইয়াছেন যাহা হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুগামীগণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদী সিলসিলা মূসায়ী সিলসিলার স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু মর্যাদায় উহা হইতে সহস্র গুণে উচ্চ। মূসা সদৃশ (হযরত মুহাম্মদ- সাঃ) যেমন মূসা (আঃ) হইতে মর্যাদায় উচ্চতর তদ্রূপ মরিয়ম তনয় ঈসা সদৃশ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) মরিয়ম তনয় ঈসা হইতে মর্যাদায় উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ শুধু কালের দিক দিয়াই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে অবির্ভূত হন নাই যেরূপ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করিয়াছিলেন* বরং তিনি বর্তমানে এমন এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনকালীন ইহুদীদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমিই **সেই প্রতিশ্রুত** মসীহ্।

আল্লাহ্তা'লা যাহা চাহেন তাহাই করিয়া থাকেন। মূর্খ সেই ব্যক্তি যে খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সে জাহেল, যে তাঁহার মোকাবেলায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, এমন নহে বরং এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।

আল্লাহ্তা'লা আমাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন যাহা সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশী হইবে। ইহাদের মধ্যে 'প্লেগ'ও একটি নিদর্শন।

সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়াত গ্রহণ করিয়া সরল অন্তঃকরণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হইয়া স্বীয় কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করে সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করিবে। **সুতরাং হে লোক সকল!** যাহারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহ্তালা'কে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে। যাহাদের জন্য হজ্জ্ ফরয হইয়াছে এবং তাহা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে তাহারা হজ্জ্ করিবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে

---

* *ইহুদীগণ তাহাদের ইতিহাস অনুযায়ী সর্বসম্মতভাবে ইহাই বিশ্বাস করে যে, মূসা (আঃ)-এর পরবর্তী চৌদ্দশত শতাব্দীর শিরোভাগে ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল। (ইহুদীদের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)*

সম্পন্ন করিবে এবং পাপকে ঘৃণার সহিত বর্জন করিবে, নিশ্চয় স্মরণ রাখিও যে, কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যাহাতে তাক্ওয়া নাই। **প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্ওয়া**। যেই কর্মে এই মূল ধ্বংস হয় না, সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হইবে না। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদিগকে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হইবে যেরূপ পূর্ববর্তী মোমেনগণের পরীক্ষা হইয়াছিল। **অতএব সাবধান!** এইরূপ যেন না হয় যে, তোমরা হোঁচট খাও। দুনিয়া তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না যদি আকাশের সহিত তোমাদের **দৃঢ় সম্পর্ক থাকে**। তোমাদের নিজেদের ক্ষতি নিজেদের হাতেই হইবে, শত্রুর হাতে নয়। তোমাদের পার্থিব সম্মান যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে খোদা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দান করিবেন। অতএব তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। অবশ্য তোমাদিগকে দুঃখ দেওয়া হইবে এবং অনেক আশা হইতে তোমাদিগকে নিরাশ করা হইবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমরা দুঃখিত হইও না কেননা, তোমাদের খোদা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান যে, তোমরা তাঁহার পথে অবিচল রহিয়াছ কি-না। যদি তোমরা চাহ যে, আকাশে ফেরেশ্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তাহা হইলে মার খাইয়াও তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে, গালি শুনিয়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্র সহিত তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না। তোমরা আল্লাহ্তা'লার শেষ জামাত। সুতরাং তোমরা সেই নেক আমল প্রদর্শন কর যাহার উৎকর্ষতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ অলস হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত জামাত হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার মৃত্যু ঘটিবে। সে আল্লাহ্তা'লার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। দেখ, **আমি অতি আনন্দের সহিত** তোমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছি যে, বাস্তবিকই তোমাদের খোদা মওজুদ আছেন। যদিও সকলে তাঁহারই সৃষ্ট, তবুও তিনি সেই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিয়া থাকেন, যে তাঁহাকে মনোনীত করে। যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তিনি তাহার নিকট যান। যে তাঁহাকে সম্মান দেয়, তিনিও তাহাকে সম্মান দান করেন।

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতা'লা তোমাদের নিকট যাহা চান তাহা এই, যেন তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ্ এক, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বীয়া ও সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদীয়াতের চাদর

যাহাকে পরানো হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কোন নবী তাঁহার পরে আসিবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হইতে এবং শাখা আপন কান্ড হইতে পৃথক নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি আপন প্রভুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলীন হইয়া খোদাতা'লার নিকট হইতে **নবী** উপাধি লাভ করেন, সেই ব্যক্তি খতমে নবুওয়তে ব্যতিক্রম ঘটায় না। যেমন তুমি আয়নাতে নিজের আকৃতি দেখিলে দুইটি পৃথক সত্তা হইয়া যাও না, দেখিতে দুইজন মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে একজনই থাক; প্রভেদ মাত্র আসল ও প্রতিবিম্বের। সুতরাং খোদাতা'লা মসীহে মাওউদের বেলায় এইরূপই ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই কথার তাৎপর্য্য যে-'মসীহে মাওউদ আমার কবরে সমাহিত হইবেন'। অর্থাৎ তিনি আমিই, তিনি এবং আমি এক ও অভিন্ন। তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, **ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)**-এর মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান্ইয়ার মহল্লায়* তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদাতা'লা তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ কুরআন শরীফে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন। যদি সেই সকল আয়াতের অর্থ (মৃত্যু ছাড়া) অন্য কিছু করা হয় তাহা হইলে কুরআনে ঈসা ইব্নে মরিয়মের মৃত্যু সংবাদ কোথায় দেওয়া হইয়াছে? মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল আয়াত আছে, আমার বিরুদ্ধবাদীগণের মতে সেগুলির যদি অন্য অর্থ হয়, তাহা হইলে মনে হয় কুরআন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোথাও উল্লেখ করে নাই যে, তাঁহাকে কখনও মরিতে হইবে কি না! খোদাতা'লা আমাদের নবী (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন কিন্তু সমস্ত কুরআনে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ দেন নাই। ইহার তাৎপর্য কি? যদি বলা হয় যে, এই আয়াতে ঈসা (আঃ) - এর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে ঃ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

(সূরা মায়েদা ঃ ১১৮ আয়াত

তাহা হইলে এই আয়াত তো পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতেছে যে, খৃষ্টানদিগের পথভ্রষ্ট হইবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন পক্ষান্তরে যদি فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

---

* *খৃষ্টান পন্ডিতগণও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন* (Super Natural Religion: ৫২২ পৃঃ) *বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার রচিত 'তোহ্ফায়ে গোলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করিবেন না। কারণ যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এই জবাব যে, 'আমি খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হইবার কোন সংবাদ রাখি না' সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সে ব্যক্তি পুনরায় দুনিয়াতে আসিয়া ৪০ বৎসর কাটাইবেন এবং কোটি কোটি খৃষ্টানদিগকে তাঁহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিতে দেখিবেন তিনি কেমন করিয়া কেয়ামতের দিন খোদাতা'লার সমীপে এই ওজর পেশ করিতে পারিবেন যে, 'খৃষ্টানদিগের বিপথগামী হওয়া সম্বন্ধে আমি কোন খবর রাখি না।*

আয়াতের এই অর্থ করা হয় যে, ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে তাহা হইলে কেন খোদাতা'লা এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ সমস্ত কুরআনে কোথাও উল্লেখ করেন নাই, যাহার জীবিত থাকার বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ? ইহা এইরূপই বুঝায় যেন খোদাতা'লা মানবকে মুশরেক ও বেদীন করিবার উদ্দেশ্যে ঈসা (আঃ)-কে জীবিত থাকিতে দিয়াছেন। ইহা যেন মানুষের ভুল নয় বরং খোদাতা'লা স্বয়ং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ছাড়া ক্রুশীয় মতবাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে না। এমতাবস্থায় কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহাকে জীবিত মনে করায় কি লাভ ? তাহাকে মরিতে দাও, যেন ইসলাম ধর্ম জীবিত হয়।

খোদাতা'লা স্বীয় বাক্য দ্বারা মসীহ্‌র মৃত্যুর কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মে'রাজের রাত্রে অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের সাথে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। এখনও কি তোমরা বিশ্বাস করিতে চাহ না ? **ইহা কিরূপ ঈমান!** তোমরা কি মানুষের প্রবাদকে খোদাতা'লার বাণীর উপর স্থান দিতে চাও ? ইহা তোমাদের কি রকম ধর্ম ?* আমাদের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঈসা (আঃ)-কে মৃত আত্মাদিগের মধ্যে দেখিবার সম্বন্ধে শুধু সাক্ষ্যই দেন নাই, বরং নিজে মৃত্যুবরণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বেকার কোন মানুষই জীবিত নাই। সুতরাং ইহার বিপরীত বিশ্বাস দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ যেমন কুরআনকে বর্জন করিতেছে, তদ্রূপ সুন্নতকেও পরিত্যাগ করিতেছে। কারণ মৃত্যুবরণ করা আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নত। যদি ঈসা (আঃ) জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের রসূল (সাঃ)-এর সম্মানের হানি হইত। অতএব, যে পর্যন্ত তোমরা ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী না হও, সে পর্যন্ত না তোমরা সুন্নতপন্থী

---

* *কুরআন শরীফের এক আয়াতে স্পষ্টভাবে কাশ্মীরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছে যে, মসীহ এবং তাঁহার মাতা ক্রুশের ঘটনার পর কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, যেমন বলা হইয়াছে* وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ *অর্থাৎ 'আমি ঈসা এবং তাহার মাতাকে এরূপ এক টিলার উপর আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা আরামের স্থান ছিল এবং যেখানে বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ ঝরণার পানি ছিল' (সূরা মোমেনূন ঃ আয়াত ৫১)। সুতরাং ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লা কাশ্মীরের চিত্র অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন । আরবী ভাষায়* اٰوٰى *শব্দ কোন বিপদ বা দুঃখ হইতে মুক্তি প্রদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়, ক্রুশের ঘটনার পূর্বে ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মায়ের উপর এরূপ কোন বিপদকাল উপস্থিত হয় নাই, যেজন্য তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, খোদাতা'লা ক্রুশের ঘটনার পর ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মাতাকে উক্ত টিলার উপর পৌঁছাইয়াছিলেন।*

না কুরআনপন্থী। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না। যদিও খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, মুহাম্মদী মসীহ্ মূসায়ী মসীহ্ হইতে শ্রেষ্ঠ, তবু আমি হযরত ঈসা (আঃ)-কে অতিশয় সম্মান করি। কেননা, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া আমি ইসলামের **খাতামুল খোলাফা**, যেরূপ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ইসরাঈলী সিলসিলার জন্য খাতামুল খোলাফা ছিলেন। ইব্নে মরিয়ম মূসা (আঃ)-এর সিলসিলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ ছিলেন এবং মুহাম্মদী সিলসিলায় আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্। আমি ঈসা (আঃ)-এর নাম প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহাকে সম্মান করি। সেই ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ এবং মিথ্যাবাদী, যে বলে আমি মসীহ্ ইব্নে মরীয়মের সম্মান করি না। শুধু মসীহ্ কেন, বরং আমি তাঁহার চারি ভাইদেরকেও সম্মান করি। *

কারণঃ- তাঁহার পাঁচ ভাই একই মায়ের সন্তান। শুধু তাহাই নয়, আমি তাঁহার দুই বোনকেও পবিত্রাত্মা বলিয়া মনে করি কারণ এই সব সম্মানীতাগণ, সাধ্বী কুমারী মরীয়মের গর্ভজাত। হযরত মরীয়মের এই নৈতিক উৎকর্ষ ছিল যে, তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কুমারীব্রত পালন করিয়া সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুরোধে নিজ গর্ভ-সঞ্চারের কারণে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারে যে, তওরাতের শিক্ষার বিপরীত গর্ভাবস্থায় তিনি কেন বিবাহ করিলেন, চিরকুমারী থাকিবার ব্রত কেন অন্যায়ভাবে ভঙ্গ করিলেন এবং কেন তিনি বহু বিবাহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন অর্থাৎ সূত্রধর ইউসুফের পূর্ব-স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন ? কিন্তু আমি বলি-এই সবকিছুই বাধ্য-বাধকতার কারণে ঘটিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাঁহারা দয়ার পাত্র ছিলেন, আপত্তির নয়।

পরিশেষে আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি তোমরা কখনও এরূপ চিন্তা করিবে না যে, "আমরা তো বাহ্যিকভাবে বয়াত গ্রহণ করিয়াছি।"

বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমাদিগকে এই বলিয়া আমি তবলীগের কর্তব্য পালনের দায়ীত্ব মুক্ত হইতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, উহা পান করিবে না। আল্লাহ্তা'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ,

---

* *ঈসা মসীহ্র চারি ভাই ও দুই ভগ্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঈসা (আঃ)-এর সহোদর ভাই-বোন ছিলেন, অর্থাৎ সকলেই ইউসুফ ও মরীয়মের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন। ভাই চারিজনের নাম য়েহুদা, ইয়াকুব, শাম্‌উন ও ইউযুস এবং ভগ্নিদ্বয়ের নাম আসিয়া ও লেদিয়া।*

পাদরী জন এলেন গাইল্‌জ প্রণীত ১৮৮৬ সনে লন্ডনে মুদ্রিত এপস্টলিক রেকর্ডস নামক পুস্তকের ১৫৯ ও ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা হইতে দূরে থাক। দোয়া করিতে থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে পরাভূত এবং পরকালের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কুঅভ্যাস হইতে যথা-মদ্যপান, জুয়া খেলা, কামলোলুপ-দৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ এবং তদ্রূপ অন্যান্য না-জায়েয কাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে তওবা করে না, যে আমার জামাতভুক্ত নহে। সে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সহিত পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি কু প্রভাব বিস্তারকারী কু-সঙ্গী পরিত্যাগ করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে যাহা কুরআনের বিরুদ্ধে নয়, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের খেদমতের দায়ীত্ব পালনে অবহেলা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের সহিত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে সামান্য উপকার হইতেও বঞ্চিত রাখে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে স্বামী, স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী, স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে যাহা বয়াত করিবার সময় করিয়াছিল কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে **আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্দী** বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীগণের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার জামাতভুক্ত নহে। প্রত্যেক ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়াড়ী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর আত্মসাৎকারী, অত্যাচারী, মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে এবং নিজেদের কু-কর্ম হইতে তওবা করে না ও কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার জামাতভুক্ত নহে।

এই সমুদয় কাজ বিষবিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে অবস্থান

করিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতায় পূর্ণ এবং যে খোদার সহিত সম্বন্ধ পরিষ্কার রাখে না, সে কখনই সেই আশীষের অধিকারী হইতে পারে না, যাহা পবিত্রচেতা লোকদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন, মনকে সকল প্রকার মলিনতা হইতে নির্মল করেন এবং আপন খোদার সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন! কারণ, তাঁহারা কখনও বিনষ্ট হইবেন না। খোদা কখনও তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ কারণ তাঁহারা খোদাতা'লার ক্রোড়ে উপবিষ্ট এবং খোদাতা'লা তাঁহাদের সহায় আছেন।

কাহারা খোদার উপর ঈমান আনিয়াছেন ? কেবল তাঁহারাই,যাহারা উক্ত রূপ। এমনিভাবে এই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী দুরাত্মা ও দুরাশয় ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তিত থাকে,-কারণ সে-তো নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাল হইতে কখনও এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই যে, খোদাতা'লা সাধু ব্যক্তিদেরকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছেন, বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে সর্বদাই মহানিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও প্রদর্শন করিবেন। সেই খোদা, অতীব বিশ্বস্ত খোদা। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, দুনিয়া তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্ত পেষণ করে, কিন্তু খোদাতা'লা যিনি তাহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কতই সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যে এরূপ **খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না!** আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমি তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। সারা **বিশ্বের খোদা তিনি-ই,** যিনি আমার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন, আমার **স্বপক্ষে মহানিদর্শন প্রদর্শন** করিয়াছেন এবং আমাকে এই যুগের **প্রতিশ্রুত মসীহ্** করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত কোন খোদা নাই, না-আকাশে, না-পৃথিবীতে। যে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং হতাশা ও দুঃখে আক্রান্ত। আমি আমার খোদার নিকট হইতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশীবাণী প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি সমস্ত বিশ্বের খোদা এবং তিনি ছাড়া আর কেহই নাই। কিরূপ সর্বশক্তিমান ও সংরক্ষণকারী সেই খোদা যাহাকে আমি লাভ করিয়াছি! কি মহাশক্তির অধিকারী সেই খোদা যাহাকে আমি দর্শন করিয়াছি! সত্য ইহাই যে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

কেবল উহাই তিনি করেন না, যাহা তাঁহার প্রদত্ত কেতাব ও প্রতিশ্রুতির বিরোধী। অতএব তোমরা দোয়া করিবার সময় সেই অজ্ঞ নেচারী বা নাস্তিকদের মত হইও না যাহারা নিজেদের খেয়ালের বশে এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, যাহার প্রতি খোদাতা'লার কেতাবের কোন সমর্থন নাই। কেননা, তাহারা বিতাড়িত ও প্রত্যাখ্যাত। তাহাদের দোয়া কখনও কবুল হইবে না। তাহারা অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে, তাহারা মৃত, জীবিত নহে। তাহারা খোদার সম্মুখে নিজেদের রচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁহার অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান করে এবং তাঁহাকে দুর্বল মনে করে। সুতরাং তাহাদের সহিত তাহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু তুমি যখন দোয়া করিবার জন্য দন্ডায়মান হও, তখন তোমাকে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সকল বিষয়েই শক্তিমান। তবেই তোমার দোয়া কবুল হইবে এবং তুমি খোদাতা'লার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করিবে যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি। আমি সত্য সত্যই এই সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনী স্বরূপ নহে। সেই ব্যক্তির দোয়া কিরূপে কবুল হইতে পারে, যে খোদাকে সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না ? মহাবিপদের সময় তাহার দোয়া করিবার সাহসই বা কিরূপে হইতে পারে যে ইহাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে ? কিন্তু হে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ! তোমরা এরূপ করিও না। তোমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি অগণিত তারকারাজীকে বিনা স্তম্ভে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি যমীন ও আসমানকে নিঃসত্তা অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি ইহাতে সন্দেহ পোষণ কর যে, তিনি তোমার কার্য সাধন করিতে অপারগ হইবেন ?* তোমার এই অবিশ্বাসই বরং তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

---

* *খোদা কোন বিষয়ে অপারগ নহেন। খোদার কেতাবে দোয়া সম্বন্ধে এই নিয়ম বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি সাধু ব্যক্তিদের সহিত অতি সদয় ও বন্ধুসুলভ ব্যবহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ কখনও বা আপন ইচ্ছা পরিহার করিয়া তাহার দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন, যেমন তিনি*

বলিয়াছেন- *(সূরা মোমেন ঃ ৬১ আয়াত)*

(অর্থাৎ আমার নিকট তোমরা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিব - অনুবাদক)। আবার কখনও বা আপন ইচ্ছাকে মানাইতে চাহেন যথা- তিনি বলিয়াছেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ *(অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা ইত্যাদি দ্বারা*

কিছু পরীক্ষা করিব- অনুবাদক-সূরা বাকারা : ১৫৬ আয়াত)। এরূপ করিবার কারণ এই যে- কখনও তিনি মানুষের প্রার্থনা অনুযায়ী তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া একীন ও তত্ত্বজ্ঞানে তাহাকে উন্নত করিতে চান।। আবার কখনও নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিয়া আপন সন্তুষ্টির খেলাতে (পুরস্কারে) ভূষিত করিয়া তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে এবং ভালবাসিয়া তাহাকে হেদায়াতের পথে অগ্রগামী করিতে চান।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণরাজীর অধিকারী।কিন্তু শুধু সেই ব্যক্তিই উহা দর্শন করিতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি ঐ আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না সে, তাহার এইরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ। কেননা আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়, তবুও ইহা ক্রয় করা উচিত। **হে (খোদালাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও,** ইহা তোমাদিগকে **প্লাবিত** করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস যাহা তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব ? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়া বাজারে বন্দরে **ঘোষণা** করিব যে, **'ইনি তোমাদের খোদা'** এবং কোন্ ঔষধ দ্বারা আমি চিকিৎসা করিব যাহাতে শুনিবার জন্য তাহাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

তোমরা যদি খোদার হইয়া যাও তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রিত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন, তোমরা শত্রু সম্বন্ধে বেখবর থাকিবে কিন্তু খোদা তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও জান না যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী! যদি জানিতে, তাহা হইলে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তি ধনাগারের মালিক, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে বিলাপ ও চিৎকার করিয়া মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভান্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময়ে কাজে আসিবেন, তাহা হইলে সংসারের জন্য এরূপ আত্মহারা কেন হইতে ? **খোদা এক প্রিয় সম্পদ** তোমরা তাঁহার কদর কর। প্রত্যেক পদে তিনি তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ ও তদবীর কিছুই নহে।

অন্যান্য জাতির অনুকরণ করিও না, যাহারা সম্পুর্ণরূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল হইয়া গিয়াছে এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তাহারও হেয় পার্থিব উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ মৃতদেহ ভক্ষণ করে, তাহারাও তদ্রূপ মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। তাহারা

খোদা হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, মানুষকে পূজা করিতেছে, শুকর ভক্ষণ করিয়াছে, পানির মত মদ্যপান করিতেছে এবং অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে সম্মোহিত হওয়ায় ও খোদার নিকট হইতে শক্তি প্রার্থনা না করায় তাহাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটিয়াছে। আসমানী রূহ্ (আধ্যাত্মিকতা) তাহাদের হৃদয় হইতে এমনভাবে বিদায় নিয়াছে, যেমন কবুতর তার পুরাতন নীড় ছাড়িয়া উড়িয়া যায়। তাহাদের অন্তরে সংসার পূজার কুষ্ঠ ব্যাধি রহিয়াছে যাহা তাহাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতঙ্গকে খন্ড-বিখন্ড করিয়া দিয়াছে। অতএব, তোমরা এই কুষ্ঠ ব্যাধিকে ভয় কর।

সীমার মধ্যে থাকিয়া উপকরণ অবলম্বন করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি না বরং উহা হইতে নিষেধ করি যে,-অন্যান্য জাতির ন্যায় তোমরা শুধু উপকরণের দাসে পরিণত হও এবং সেই খোদাকে ভুলিয়া যাও যিনি সেই উপকরণসমূহেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, খোদা-ই খোদা মাত্র অবশিষ্ট বাকী সবকিছুই তুচ্ছ। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা হস্তকে প্রসারিত করিতে পার না, গুটাইতেও পার না। কোনো (আধ্যাত্মিক) মৃত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া হয়ত বিদ্রূপ করিবে। কিন্তু হায়! এইরূপ হাসি-বিদ্রূপ করা অপেক্ষা তাহার মরণই তাহার জন্য অধিক শ্রেয়ঃ ছিল। সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতিকে দেখিয়া তাহাদের সহিত এই কারণে পাল্লা দিও না যে, তাহারা পার্থিব পরিকল্পনাদিতে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে- আইস আমরাও তাহাদের অনুসরণ করি। শুন এবং স্মরণ রাখ যে, যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে তাহারা খোদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাহাদের খোদা কি জিনিষ ? তাহাদের খোদা এক দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জন্য তাহারা উদাসীনতায় উপেক্ষিত। আমি তোমাদিগকে পার্থিব উপার্জন ও কলাকৌশল শিখিতে নিষেধ করি না। কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হইও না যাহারা এই সংসারকেই সবকিছু মনে করিয়া লইয়াছে, এ সাংসারিক বা প্রারম্ভিক সকল কার্যেই তোমাদের খোদা হইতে ক্রমাগত শক্তি ও সামর্থ্য প্রার্থনা করিতে থাকা উচিৎ কিন্তু তাহা কেবল শুষ্ক ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারণ করিয়া নহে, বরং প্রার্থনা কালে সত্যি সত্যিই যেন এই বিশ্বাস থাকে যে, প্রত্যেক বরকত (আশীষ) আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হয়।

তোমরা সত্যবাদী তখনই গণ্য হইবে, যখন প্রত্যেক কাজে এবং বিপদের সময়ে কোন তদ্‌বীর করিবার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রূদ্ধ করিয়া খোদার আস্তানায় প্রণত হইয়া বলিবে, 'হে প্রভু ! আমি বিপদে পড়িয়াছি, তুমি আপন অনুগ্রহে আমাকে বিপদ মুক্ত কর।' তখন রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) তোমাদিগকে

সাহায্য করিবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হইতে কোন পথ তোমাদের জন্য উম্মুক্ত করা হইবে। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যাহারা খোদার সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া পার্থিব উপকরণে আপাদমস্তক নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এমনকি খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতে মুখে 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বাক্যটুকুও উচ্চারণ করে না, তোমরা তাহাদের অনুগামী হইও না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন যেন তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, খোদা-ই তোমাদের সকল তদ্বিরের কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ নীচে পড়িয়া যায় তবে বরগাগুলি কি ছাদে অবস্থান করিতে পারে? কখনও নয়, বরং উহা তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে অনেক প্রাণহানিরও আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে তোমাদের তদবীরও খোদার সাহায্য ছাড়া কায়েম থাকিতে পারে না। যদি তোমরা তাঁহার সাহায্য কামনা না কর এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ভিক্ষা করাকে নিজের মূলনীতি বলিয়া নির্ধারণ না কর, তাহা হইলে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করিতে পারিবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সহিত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

কখনও ইহা মনে করিও না যে, তাহা হইলে অন্যান্য জাতি কিরূপে কৃতকার্য হইতেছে। যদিও তাহারা তোমাদের কামেল ও সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে ? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। খোদাতা'লার পরীক্ষা কখনও এরূপও হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব আমোদ ও সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, তখন তাহার জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও উলঙ্গ হইয়া যায়। অবশেষে পার্থিব দুঃশ্চিন্তাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কখনও সংসারের বিফলতা দ্বারাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে, কেননা প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তি অধিকতর অহংকারী হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই উভয় শ্রেণীর লোকই অভিশপ্ত। প্রকৃত সুখের উৎস-'খোদা'। অতএব যেহেতু এই সকল ব্যক্তি সেই 'হাইয়্যুন' (চিরঞ্জীব) ও কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহারা কি করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে? ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং যে ইহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। দার্শনিকদের অনুসরণ করিও না এবং তাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিও না, কারণ এই সব দর্শন অজ্ঞতা-পূর্ণ। খোদার কালামে যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই প্রকৃত দর্শন যাহারা পার্থিব দর্শনের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা খোদার কেতাবে প্রকৃত জ্ঞান ও দর্শন অনুসন্ধান করিয়াছে তাহারাই সফলকাম হইয়াছে। অজ্ঞতার পথ কেন অবলম্বন কর ? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শিখাইতে চাহ যাহা তিনি জানেন না ? তোমরা কি পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধের পিছনে দৌড়াইবে ? **হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ!** যে নিজেই অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইবে? বরং প্রকৃত দর্শন (জ্ঞান) রূহুল কুদুসের সাহায্যে লাভ হয়, যাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। এই রূহের সাহায্যে তোমাদিগকে সেই পবিত্র জ্ঞানের মার্গে উন্নীত করা হইবে, যেখানে অন্যেরা পৌঁছিতে পারিবে না। যদি সততা ও নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা কর তাহা হইলে শেষে তোমরা ইহা লাভ করিবে তখন তোমরা উপলব্ধি করিবে যে, এই জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা ও জীবন দান করে এবং 'একীনের মিনারায়' (দৃঢ় বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌঁছাইয়া দেয়। যে মৃত দেহ ভক্ষণ করে, সে তোমার জন্য কোথা হইতে পবিত্র খাবার সংগ্রহ করিবে ? যে নিজে অন্ধ সে কেমন করিয়া তোমাকে পথ দেখাইবে? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান আকাশ হইতে আসে। সুতরাং এই দুনিয়ার লোকদের নিকট কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছ ? যাহাদের রূহ আকাশের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাই দিব্য জ্ঞানের অধিকারী। যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নাই, সে কেমন করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে ? কিন্তু এসবের জন্য সর্ব প্রথম পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও সরলতার প্রয়োজন। তবেই ইহার পর এই সব কিছুই তোমরা লাভ করিবে।

কখনও ইহা ভাবিও না যে, খোদার ওহী আর নাযেল হইবে না। ইহা অতীতের বিষয়* এবং রূহুল কদুসও অতীতেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, ভবিষ্যতে আর অবতীর্ণ হইতে পারে না। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হইতে পারে কিন্তু রূহুল কুদুস-এর অবতীর্ণ হইবার দ্বারা কখনও বন্ধ হইতে পারে না। তোমরা আপন হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও যে, তিনি তথায় প্রবেশ করিতে পারেন। প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তোমরা নিজেরাই নিজেদের আত্মাকে ঐ সূর্য হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছ। হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলিয়া দাও; তাহা হইলে জ্যোতিঃ নিজ হইতেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে। খোদাতা'লা যখন পার্থিব 'ফয়েযের' (অনুগ্রহের) পথ এই যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নাই বরং প্রশস্ত করিয়াছেন, তখন কি তোমরা

---

* *কুরআন শরীফে শরীয়ত (ধর্ম-বিধান) শেষ হইয়াছে কিন্তু ওহী (ঐশী বাণী) শেষ হয় নাই কারণ উহা সত্য ধর্মের জীবন। যে ধর্মে ওহী জারি (ধারা বাহিক) নাই সে ধর্ম মৃত এবং খোদার সাথে সম্পর্কশূন্য।*

ধারণা করিতে পার যে, তিনি তোমাদের জন্য ঐশী আশীষের পথ, যাহা তোমাদের জন্য বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ? কখনও নহে বরং অধিকতর প্রশস্তভাবে সেই দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। 'সূরা ফাতেহায়' প্রদত্ত আপন শিক্ষানুযায়ী খোদাতা'লা যখন অতীতের সকল আশীষের দ্বার বর্তমানে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তখন তোমরা কেন তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিতেছ ?

সেই উৎসের পিয়াসী হও, তাহা হইলে আপনা আপনিই পানি তোমাদের নিকট আসিবে। সেই দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ কর যেন স্বতঃই স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হইয়া আসে। দয়া লাভের যোগ্য হও যেন তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, ব্যাকুল হও যেন সান্ত্বনা পাও, বার বার ক্রন্দন কর যেন এক (ঐশী) হস্ত তোমাদিগকে ধারণ করিয়া লয়। কি দুর্গম সেই পথ যাহা খোদার পথ! কিন্তু তাহাদের জন্য ইহা সুগম করা হয় যাহারা মরিবার উদ্দেশ্যে এ অতল গহ্বরে পতিত হয়, যাহারা নিজেদের মনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লয় যে, আমরা অগ্নি বরণ করিতে প্রস্তুত আছি এবং আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের জন্য ইহাতে দগ্ধ হইব। অতঃপর তাহারা নিজদিগকে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে তখন সহসা তাহারা দেখিতে পায় যে, উহা বেহেশ্‌তে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই কথাই খোদাতা'লা এখানে বলিতেছেন ঃ-

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থাৎ হে অসাধু ও সাধু ব্যক্তিগণ! তোমাদের মধ্যে ঐরূপ কেহই নাই যাহাকে জাহান্নামের আগুন অতিক্রম করিতে না হইবে *(সূরা মরিয়মঃ ৭২ আয়াত)*।

কিন্তু খোদার জন্য যাহারা সেই আগুনে পতিত হয় তাহারা পরিত্রাণ পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 'নফসে আম্মারার' জন্য (আত্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য) এই আগুনে পতিত হয়, সে ভস্মীভূত হইবে।

সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লংঘন করে সে কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারে না।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু-বিষর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেই জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত, দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে

তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং ক্ষতির কারণ না হয়, অথবা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া শাহী দরবারে পেশ করিবার উপযোগী না হয়।

আমি শুনিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি হাদীসকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদি কেহ এরূপ করিয়া থাকে তবে সে মারাত্মক ভুল করিতেছে। আমি কখনও এইরূপ করিতে বলি নাই, বরং আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের হেদায়াতের জন্য খোদাতা'লা তিনটি জিনিষ দিয়াছেন। সর্ব প্রথম কুরআন শরীফ* যাহাতে খোদাতা'লার তৌহীদ (একত্ব), গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত মতভেদের মীমাংসা করা হইয়াছে যাহা ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যথা-ঈসা ইবনে মরিয়মকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করা হয় আর তিনি অভিশপ্ত এবং অন্যান্য নবীগণের ন্যায় তাঁহার 'রাফা' (আধ্যাত্মিক উন্নতি) হয় নাই- তাহাদের এই মতভেদ ও ভ্রান্তির মীমাংসা করা হইয়াছে।

তদ্রূপ কুরআন শরীফে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কোন মানুষ বা পশুই হউক চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক। কোন উপায়-উপকরণ কিংবা তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বই হউক, সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদাতা'লার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পাও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

---

* *হেদায়াতের দ্বিতীয় উপায় 'সুন্নত' অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ঐ পবিত্র জীবনাদর্শ যাহা তিনি আপন ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা দেখাইয়াছেন। যথা তিনি নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন যে, কিরূপে নামায পড়িতে হয়। রোযা রাখিয়া দেখাইয়াছেন যে, কিভাবে রোযা রাখিতে হয়, ইহারই নাম সুন্নত, অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কর্মপদ্ধতি যদ্দারা তিনি আল্লাহ্র আদেশকে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন, উহারই নাম সুন্নত। হেদায়াতের তৃতীয় উপায় 'হাদীস' অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাণী, যাহা তাঁহার তিরোধানের পর সংকলন করা হইয়াছে। হাদীসের মর্যাদা কুরআন শরীফ এবং সুন্নত হইতে অপেক্ষাকৃত কম, কারণ অধিকাংশ হাদীস আনুমানিক, কিন্তু হাদীস যখন সুন্নত দ্বারা সমর্থিত হয়, তখন উহা সন্দেহ-বিহীন হইয়া যায়।*

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِى الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ "সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", এ কথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কেয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া তোমাদিকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদাতা'লা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। **কুরআন শরীফ** এমন একখানা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় অন্য সকল হেদায়াতই তুচ্ছ। ইঞ্জিল আনয়নকারী **রূহুল কুদুস** এক দুর্বল ও শক্তিহীন **কবুতরের** আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাকে এক বিড়ালেও ধরিতে পারে। এই কারণেই খৃষ্টানগণ দিন দিন আধ্যাত্মিক দুর্বলতার গহ্বরে নিপতিত হইতেছে এবং আধ্যাত্মিকতা তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। কারণ তাহাদের ঈমান কবুতরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কুরআন আনয়নকারী রূহুল কুদুস এইরূপ এক মহান আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহা যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত সমগ্র ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন, অতএব কোথায় সেই কবুতর, আর কোথায় এই মহান জ্যোতির্বিকাশ, কুরআন শরীফেও যাহার উল্লেখ আছে!

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন

শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন্ শাস্ত্র সর্ব প্রথমেই পাঠককে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ 'আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহারা নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ ছিলেন' *(সূরা ফাতেহা ৬-৭ আয়াত)*

সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না, কারণ ইহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশীষ প্রদান করিতে চায় যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই কুরআন শরীফ কি তোমাদিগকে বনী ইস্রাঈলদের দেশ এবং তাহাদের বায়তুল মোকাদ্দস দান করেন নাই যাহা আজও তোমাদের অধিকারে আছে ?

অতএব হে দুর্বল-বিশ্বাস ও হীন-সাহস ব্যক্তিগণ! তোমরা কি মনে কর, তোমাদের খোদা পার্থিব বিষয়ে তোমাদিগকে বনী ইস্রাঈলদের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী করিয়াছেন কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহাদের অধিকারী করিতে পারেন নাই? বরং খোদাতা'লা তোমাদিগকে তাহাদের চাইতে অধিক অনুগ্রহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত অপর কেহ তোমাদের উত্তরাধিকারী হইবে না। খোদাতা'লা তোমাদিগকে ওহী-ইলহাম, (ঐশী-বাণী) মোকালেমা ও মোখাতেবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ)-এর নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল নেয়ামত দান করিয়াছিলেন তাহা সবই তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধৃষ্টতাপূর্বক খোদাতা'লার উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি কোন ওহী নাযেল হয় নাই, অথবা বলিবে যে, খোদাতা'লার সাথে সে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে অথচ সে তাহা লাভ করে নাই, আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতা'লা ও তাঁহার ফেরেশ্তাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি -সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে, তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে এবং অত্যন্ত দুঃসাহস ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং তোমরা এই পরিণতিকে ভয় কর। ধিক্ সেই সকল ব্যক্তিকে যাহারা মিথ্যা স্বপ্ন রচনা করে এবং খোদাতা'লার সহিত বাক্যালাপের মিথ্যা দাবী করে। এইরূপ ব্যক্তি যেন

খোদা আছেন বলিয়া মনে করে না। ফলে খোদাতা'লার কঠোর শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে। তাহাদিগের দুঃখের অবসান হইবে না।

সুতরাং তোমরা নিষ্ঠা, সততা, ধর্মভীতি ও ঐশীপ্রেমে উন্নতি কর এবং ইহাকেই জীবনের ব্রত মনে কর। তাহা হইলে খোদাতা'লা তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন, আপন বাক্যালাপের মর্যাদাও দান করিবেন। এইরূপ বাক্যালাপের আকাঙ্খাও তোমাদের পোষণ করা উচিত নহে, কেননা প্রবৃত্তির এইরূপ কামনার দরুন শয়তানী প্ররোচনা আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে যাহার ফলে অনেকে ধ্বংস হয়। অতএব তোমরা ধর্ম-সেবা ও উপাসনায় রত থাক। তোমাদের সকল প্রচেষ্টা ইহাতেই নিয়োজিত করা উচিত যাহাতে তোমরা খোদাতা'লার সমুদয় আদেশ সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পার, এবং নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ঈমানের উন্নতির জন্য প্রার্থনা কর, ইলহাম দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে। কুরআন শরীফ তোমাদের জন্য বহুল পরিমাণে পবিত্র শিক্ষামালা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটি শিক্ষা এই যে, তোমরা শির্‌ক হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকিবে কেননা, মুশ্‌রেক (অংশীবাদী) নাজাতের উৎস হইতে বঞ্চিত। মিথ্যা বলিবে না, কারণ মিথ্যাও এক প্রকার শির্‌ক।

ইঞ্জিলের ন্যায় **কুরআন শরীফ** তোমাদিগকে একথা বলে না যে, 'না-মাহ্‌রম' (যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ) স্ত্রীলোকের প্রতি শুধু কামলোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না, অন্যথায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। বরং এই কথা বলে যে, 'কখনও তাকাইবে না' তাহা কু-দৃষ্টিতেই হউক বা সু-দৃষ্টিতেই হউক; কারণ ইহাতে তোমাদের পদস্খলনের আশঙ্কা আছে। অতএব, 'না-মাহ্‌রম' স্ত্রীলোকদের সম্মুখীন হইবার কালে তোমাদের দৃষ্টি যেন অর্দ্ধ নিমিলীত থাকে এবং তাহাদের আকৃতি সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণাই যেন না জন্মে যেরূপ চক্ষু উঠা রোগের প্রারম্ভে মানুষ ঝাপ্‌সা দেখিয়া থাকে।

ইঞ্জিলের ন্যায় **কুরআন শরীফ** তোমাদিগকে ইহা বলে না যে, এত অধিক **সুরা** পান করিও না যাহাতে মাতাল হইয়া যাও, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, **কখনও পান করিও না**। কারণ তাহা হইলে খোদালাভের পথ তুমি পাইবে না, খোদা তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না এবং অপবিত্রতা হইতে তোমাকে পবিত্র করিবেন না। কোরআন শরীফ ইহাও বলে যে, ইহা শয়তানের আবিষ্কার **তোমরা ইহা হইতে বাঁচিয়া থাক**।

ইঞ্জিলের ন্যায় **কুরআন শরীফ** তোমাদিগকে শুধু একথা বলে না যে, আপন ভাইয়ের প্রতি **অনর্থক রাগান্বিত হইও না;** বরং এ শিক্ষা দেয় যে, কেবল নিজের

ক্রোধকে দমন করিয়াই ক্ষান্ত হইও না, পরন্তু تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَة

(অর্থাৎ 'একে অপরকে দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়' -সূরা-বালাদ ঃ আয়াত ১৮)

আয়াতের আদেশ অনুযায়ী কার্য করিয়া অপরকে তদ্রূপ করিবার উপদেশ দাও এবং কেবল নিজেই দয়া প্রদর্শন করিও না। বরং আপন ভাইগণকেও দয়ালু হইতে উপদেশ দাও।

কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের ন্যায় তোমাদিগকে একথা বলে না যে, ব্যভিচার ব্যতীত তাহার সকল অপবিত্র আচরণ নীরবে সহ্য কর এবং তাহাকে **তালাক** দিও না; বরং ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ অর্থাৎ-পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র বস্তু। *(সূরা নূর ঃ ২৭ আয়াত)*

কুরআন শরীফের শিক্ষা এই যে, অপবিত্র পবিত্রের সাথে থাকিতে পারে না। সুতরাং তোমার স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী না হয় কিন্তু কামলোলুপ দৃষ্টিতে অন্য পুরুষের দিকে তাকায় ও তাহাকে আলিঙ্গন করে, সে কার্যতঃ ব্যভিচারিণী না হইলেও ব্যভিচারের সকল পূর্বাভাস তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়, পর পুরুষের সম্মুখে আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, মুশরেকা (পৌত্তলিকা) এবং মুফসেদা (কলহপ্রিয়) হয়, এবং যে, পবিত্র খোদাকে তুমি বিশ্বাস কর তাঁহা হইতে যে বিমুখ হয়, অতঃপর যদি সে এই সকল পাপ কাজ হইতে বিরত না হয় তাহা হইলে তুমি তাহাকে তালাক দিতে পার। কারণ সে কার্যতঃ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সে এখন আর তোমার শরীরের অঙ্গ-স্বরূপ নহে, সুতরাং এখন তাহার সহিত নির্লজ্জের ন্যায় জীবন যাপন করা তোমার জন্য মঙ্গল নয়। কেননা, সে এখন আর তোমার দেহের অংশ নয়, সে এক অপবিত্র ও বিষাক্ত অঙ্গ যাহা ছিন্ন হওয়ার যোগ্য, নতুবা ইহা অবশিষ্ট দেহকেও অপবিত্র ও বিষাক্ত করিয়া দিবে এবং পরিশেষে তুমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

ইঞ্জিলের ন্যায় **কুরআন শরীফ** তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কখনও শপথ করিও না, বরং অনর্থক শপথ নিতে তোমাদিগকে নিষেধ করে। কারণ কোন কোন অবস্থায় শপথ মীমাংসায় পৌঁছিতে সাহায্য করে। প্রমাণের কোন সূত্রকে খোদাতা'লা নষ্ট করিতে চাহেন না, কেননা ইহাতে তাঁহার হিকমত বিনষ্ট হয়। ইহা স্বাভাবিক যে, যদি কেহ বিচার্য বিষয়ে সত্য গোপন করে তাহা হইলে মীমাংসার জন্য খোদাতা'লার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। শপথ নেওয়ার মানে হইল খোদাতা'লাকে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করা।

ইঞ্জিলের ন্যায় **কুরআন শরীফ** তোমাদিগকে একথা বলে না যে, কোন অবস্থায়ই **যালেমের** প্রতিরোধ করিবে না। বরং ইহা এই শিক্ষা দেয় ঃ

جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ (*সূরাশূরা ঃ আয়াত ৪১*)

অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিদান কৃত অন্যায়ের ঠিক সমপরিমাণ, কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়, ফলে কোনরূপ অমঙ্গল সৃষ্টি না হয় বরং অপরাধীর সংশোধনের কারণ হয়, তাহার প্রতি খোদাতা'লা সন্তুষ্ট এবং তাহাকে তিনি ইহার জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

সুতরাং, কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষেত্রে না প্রতিশোধ সুসঙ্গত, না ক্ষমা প্রশংসনীয়; বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে ইহা প্রদর্শন করিতে হইবে যথেচ্ছাভাবে নয়। ইহাই কুরআন শরীফের শিক্ষা।

কুরআন শরীফ ইঞ্জিলের মত এই কথা বলে না যে, 'আপন **শত্রুকে** ভালবাস,' বরং এই শিক্ষা দেয় যে, ব্যক্তিগত কারণে যেন কাহারও সহিত শত্রুতা না থাকে এবং সাধারণভাবে সকলের প্রতিই তুমি সহানুভূতিশীল হও। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার খোদার শত্রু, তোমার রসূলের শত্রু এবং আল্লাহ্‌র কেতাবের শত্রু সে-ই যেন তোমার শত্রু হয়। কিন্তু তাহারাও যেন তোমার দাওয়াত (সত্যের প্রতি আহ্বান) ও দোয়া হইতে বঞ্চিত না হয়। তাহাদের কর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিও কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিরূপভাব পোষণ করিও না, এবং চেষ্টারত থাক যেন তাহাদের সংশোধন হয়। কুরআন শরীফে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের নিকট শুধু ইহাই চাহেন যে, তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি আদল বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কর। তদুপরি যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই তাহাদের প্রতিও এহ্‌সান কর। অধিকন্তু তোমরা খোদাতা'লার সৃষ্ট জীবের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ট আত্মীয়-যথা মাতা নিজ সন্তানের প্রতি করিয়া থাকেন" (*সূরা নাহল ঃ আয়াত ৯১*)।

কেননা, এহ্‌সান বা পরোপকার সাধনে এক প্রকার আত্মপ্রচারের ভাবও নিহিত থাকে এবং উপকারকারী কখনও কখনও আপন কৃত উপকারের জন্য গর্বও করিয়া ফেলে। কিন্তু যে ব্যক্তি মাতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রেরণায় পরোপকার করিয়া থাকেন, তিনি কখনও আত্মগরীমা করিতে পারেন না। সুতরাং সর্বোচ্চ স্তরের সৎকাজ তাহাই, যাহা মাতার ন্যায় স্বভাবিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া করা হয়।

উপরোক্ত আয়াত যে কেবল সৃষ্ট জীবের বেলায়ই প্রযোজ্য তাহা নহে, বরং ইহা স্রষ্টার বেলায়ও প্রযোজ্য। খোদাতা'লার প্রতি 'আদল' (ন্যায়-পরায়ণতা) করার অর্থ হইল তাঁহার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার আনুগত্য করা। খোদাতা'লার প্রতি 'এহসান' (উপকার) করার অর্থ- তাঁহার সত্তার উপর এইরূপ বিশ্বাস করা যেন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইতেছে। খোদাতা'লার প্রতি 'ইতায়েযিল কুরবা-এর (আত্মীয়সুলভ সহানুভূতির) অর্থ এই যে, তাঁহার উপাসনা যেন বেহেশ্‌তের লোভে বা দোযখের ভয়ে করা না হয় বরং বেহেশ্‌ত-দোযখ নাই বলিয়া ধরিয়া নিলেও যেন তাঁহার প্রতি প্রেম ও আনুগত্যের তারতম্য না হয়।

ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি তোমাকে অভিশাপ দেয়, তুমি তাহার জন্য আশীষ কামনা কর। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, তুমি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কিছুই করিও না। এইরূপ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে তুমি তোমার আত্মার নিকট, যাহা খোদাতা'লার জ্যোতিঃ বিকাশের স্থল, ব্যবস্থা প্রার্থনা কর। খোদাতা'লা যদি তোমার মনে এই প্রেরণা দেন যে, এই অভিশাপদাতা করুণার পাত্র এবং আকাশে তাহার উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয় নাই, তাহা হইলে তুমিও তাহাকে অভিশাপ দিয়া খোদাতা'লার বিররুদ্ধাচরণ করিও না। কিন্তু যদি তোমার বিবেক তাহাকে ক্ষমার যোগ্য মনে না করে এবং তোমার মনে এই কথার উদয় হয় যে, আকাশে এই ব্যক্তি অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তুমি তাহার জন্য আশীষ কামনা করিও না। যেমন, শয়তানের জন্য কোন নবীই আশীষ প্রার্থনা করেন নাই এবং তাহাকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন নাই। পক্ষান্তরে কাহাকেও অভিশাপ দিতে তাড়াতাড়ি করিও না। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে এবং অভিসম্পাত নিজের উপরই পতিত হয়। সতর্কতার সহিত পদবিক্ষেপ কর, খুব বিবেচনা করিয়া কাজ কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, কারণ তোমরা অজ্ঞ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা ন্যায়বানকে অত্যাচারী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া খোদাতা'লার অপ্রীতিভাজন হও এবং ফলে তোমাদের সমস্ত সৎকাজ পন্ড হইয়া যায়।

ইঞ্জিলে এইভাবে বলা হইয়াছে যে, তোমরা মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে পুণ্য কাজ করিও না। কিন্তু কুরআন শরীফ বলে-এইরূপ করিও না যাহাতে তোমাদের সকল পুণ্য কর্ম মানুষের নিকট গোপন থাকে। যখন বুঝিবে যে, কোন সৎকর্ম গোপনে করা তোমার আত্মার জন্য কল্যাণকর, তখন তাহা গোপনেই করিবে। যখন দেখিবে যে, কোন সৎকর্ম প্রকাশ্যে করা সাধারণের

জন্য মঙ্গলজনক, তখন তাহা প্রকাশ্যেই করিবে। ফলে, তোমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হইবে এবং যে দুর্বল প্রকৃতির লোক কোন পুণ্য কার্য করিতে সাহস করিত না, সেও তোমাদের অনুকরণে তোমাদের মত পুণ্য কার্য সাধন করিবে।

মোট কথা, খোদাতা'লা তাঁহার 'কালামে' বলিয়াছেন- سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

অর্থাৎ গোপনেও খয়রাত (দান) কর এবং প্রকাশ্যেও কর।

(সূরা বাকারাহ্ ঃ ২৭৫ আয়াত)

এই সমস্ত আদেশের তাৎপর্য তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, কেবল উপদেশ দিয়াই নয় বরং স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারাও লোকদিগকে উৎসাহিত কর। কেননা, সকল ক্ষেত্রেই বাক্য ফলপ্রসূ হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শই কার্যকরী হয়।

ইঞ্জিলে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রার্থনা করিতে হইলে আপন কামরার ভিতরে যাইয়া কর। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, সকল সময়েই প্রার্থনাকে গোপনে করিও না, বরং কোন কোন সময় লোকের সম্মুখে আপন ভাইদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা কর, যেন কোন প্রার্থনা গৃহীত হইলে সকলেরই ঈমানের উন্নতির কারণ হয় এবং অন্যান্য লোকও প্রার্থনার দিকে আকৃষ্ট হয়।

ইঞ্জিল এইভাবে দোয়া করিতে শিক্ষা দিয়াছে যে, হে আমাদের পিতা যে আকাশে আছ ! তোমার নামের গৌরব বিঘোষিত হউক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার ইচ্ছা যেরূপ স্বর্গে পূর্ণ হইয়াছে, তদ্রূপ মর্তেও পূর্ণ হউক। অদ্য আমাদিগকে আমাদের দৈনন্দিন আহার প্রদান কর এবং আমরা যেরূপ আমাদের ঋণী ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকি, তদ্রূপ তুমিও তোমার ঋণ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না বরং সকল অমঙ্গল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কেননা, তুমিই রাজত্ব, ক্ষমতা ও প্রতাপের সদা অধিকারী। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, কেবল স্বর্গেই নয় বরং মর্তেও খোদাতা'লার পবিত্রতা বিঘোষিত হইতেছে যথাঃ কুরআন শরীফ বলিতেছেঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ - يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৫ আয়াত ও সূরা নাহল ঃ ৯১ আয়াত)

অর্থাৎ 'পৃথিবী ও আকাশের অণুপরমাণু খোদাতা'লার মহিমা কীর্তন করিতেছে। আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমুদয়ই তাঁহার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় মশগুল আছে; পর্বত তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত, নদী

তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত, বৃক্ষ তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত এবং বহু সাধু পুরুষ তাঁহার গৌরব ঘোষণায় মগ্ন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত নহে এবং তাঁহার সম্মুখে সবিনয়ে অবনত হয় না, তাহাকে 'কাযা ও কদর' (নিয়তি) নানাবিধ বাঁধন ও বিপদাপদ দ্বারা বিনয়ী ও নত করিতেছে। খোদাতা'লার কিতাবে ফেরেশ্‌তা সম্বন্ধে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা খোদাতা'লার একান্ত অনুগত, ঠিক তদ্রূপ জগতের সামান্য সামান্য অণুপরমাণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তুই খোদাতা'লার আজ্ঞানুবর্তিতা করিতেছে। তাঁহার আদেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও পড়িতে পারে না, কোন ঔষধ আরোগ্য দান করিতে পারে না এবং কোন খাদ্যও উপযোগী হইতে পারে না। ফলতঃ প্রত্যেক বস্তুই একান্ত বিনয় ও আনুগত্য সহকারে খোদাতা'লার দরগাহে প্রণত আছে এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতায় রত আছে। পাহাড়, পর্বত ও সমতল ভূমির প্রতি অণুপরমাণু, নদী ও সমুদ্রে প্রতিটি জলবিন্দু, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং মানব ও জন্তুর প্রতিটি পরমাণু খোদাতা'লাকে চিনে, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছে। এই জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন-

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ 'আকাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন খোদাতা'লার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে তদ্রূপ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা কীর্তন করিতেছে।' *(সূরা জুমুআ ঃ ২ আয়াত)*

সুতরাং পৃথিবীতে কি খোদাতা'লার এই জয়গান হইতেছে না? এইরূপ কথা কোন কামেল-আ'রেফের (সিদ্ধ পুরুষের) মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবীর কোন কোন বস্তু ধর্ম বিধান পালন করিয়া চলিতেছে, কোন কোনটি কাযা ও কদর (নিয়তির বিধান) মানিয়া চলিতেছে এবং কতক এই উভয় প্রকার বিধানের আনুগত্য করিতে সদা প্রস্তুত। মেঘ, বায়ু, আগুন ও মাটি এই সবকিছুই খোদাতা'লার আনুগত্যে এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণায় লিপ্ত রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি খোদাতা'লার ধর্মবিধানের অবাধ্যাচরণকারী হয় তবে তাঁহার কাযা ও কদরের (নিয়তির) কোন না কোন ঐশী-শাসনের জোয়াল প্রত্যেকের স্কন্ধে ন্যস্ত আছে। অবশ্য মানব হৃদয়ের সততা ও অসততা অনুসারে গাফিলতি ও 'যিকরে ইলাহী' (ঐশী-চর্চা) জগতে পর্যায়ক্রমে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু খোদাতা'লার 'হিকমত ও মসলেহাত' (প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন) ব্যতিরেকে এই জোয়ার ভাঁটা আপনা আপনিই সংঘটিত হয় না। খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলেন যে, জগতে ইহা হউক, তাই তাহা

সংঘটিত হইল। অতএব, ধর্মপরায়ণতা ও পথভ্রষ্টতার ধারা ও দিবা রাত্রির আবর্তনের ন্যায় খোদাতা'লার নিয়ম ও নির্দেশ অনুসারেই চলমান রহিয়াছে, আপনা আপনিতে নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইঞ্জিল বলে যে, পৃথিবী খোদাতা'লার পবিত্রতা হইতে শূন্য। ইহার কারণ ইঞ্জিলে উল্লেখিত প্রার্থনার পরবতী বাক্যে ইঙ্গিতস্বরূপ যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই যে, পৃথিবীতে এখনও খোদাতা'লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অন্য কোন কারণে নয়, রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই তাঁহার ইচ্ছা পৃথিবীতে তদ্রূপ কার্যকরী হয় নাই যেরূপ আকাশে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু কুরআন শরীফের শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, কোন চোর, ঘাতক, ব্যভিচারী, কাফের, দুরাচারী, স্বৈরাচারী ও দুর্বৃত্ত জগতে কোন অন্যায় কার্য সাধন করিতে পারে না যে পর্যন্ত আকাশ হইতে তাহাকে তদ্রূপ করিতে স্বাধীনতা দেওয়া না হয়। সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদাতা'লার রাজত্ব বিদ্যমান নাই? কোন বৈরী আধিপত্য কি পৃথিবীতে খোদাতা'লার আদেশ প্রচলনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে ? 'সুব্‌হান আল্লাহ্'* কখনও নয়, বরং তিনি স্বয়ং আকাশে ফেরেশ্‌তাগণের জন্য ভিন্ন বিধি-বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে মানবের জন্য ভিন্ন। তিনি আপন ঐশী রাজত্বে ফেরেশ্‌তাগণকে কোনরূপ আধিপত্য দান করেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকৃতি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতেই পারে না এবং ভ্রম ও ত্রুটি হইতে তাহারা মুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু এই অধিকার আকাশ হইতে দেওয়া হইয়াছে সুতরাং দুষ্ট লোকের বিদ্যমানতায় একথা বলা চলে না যে, জগতে মানুষের উপর হইতে খোদাতা'লার অধিপত্য লোপ পাইতেছে, বরং সর্বাবস্থায় খোদাতা'লারই আধিপত্য বিদ্যমান ও কার্যকরী আছে। হ্যাঁ, বিধান কেবল দুই প্রকার। আকাশের ফেরেশ্‌তাগণের জন্য কাযা ও কদরের (নিয়তির) এক বিধান হইল এই যে, তাহারা অন্যায় করিতেই পারে না। অপরটি হইল পৃথিরীর মানবের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার কাযা ও কদরের বিধান। তাহা হইল এই যে, আকাশ হইতে তাহাদিগকে পাপ কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু যখন তাহারা খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ এস্তেগফার করে তখন রূহুল কদুসের (পবিত্র আত্মার) সাহায্যে তাহাদের দুর্বলতা দূর হইতে পারে এবং তাহারা পাপে লিপ্ত হওয়া হইতে রক্ষা পাইতে পারে যেরূপভাবে খোদার নবী রসূলগণ রক্ষা

** 'সুব্‌হান আল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা পরম পবিত্র - অনুবাদক।*

পাইয়া থাকেন। তাহারা যদি এই পর্যায়ের হয় যে, তাহারা পাপে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে এস্তেগফার তাহাদের এই উপকার সাধন করিবে যে, পাপের কুফল অর্থাৎ আযাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে। কেননা আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না। আর যে সকল পাপিষ্ঠ এস্তেগফার করে না অর্থাৎ খোদাতা'লার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে না তাহারা আপন কৃত পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করে। দেখ, আজকাল প্লেগও এক শাস্তির আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা খোদাতা'লার অবাধ্য ব্যক্তিগণ ধবংসপ্রাপ্ত হইতেছে। অতএব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদাতা'লার রাজত্ব বিদ্যমান নাই ? একথা মনে করিও না যে, যমীনে যদি খোদাতা'লার রাজত্ব থাকিত তাহা হইলে মানুষ পাপ করে কেন ? আসলে পাপ ও খোদাতা'লার কাযা ও কদরের নিয়তির অধীন। সুতরাং তাহারা খোদাতা'লার শরীয়তের বিধান লংঘন করিলেও তাঁহার সৃষ্টির বিধানের অর্থাৎ কাযা ও কদরের বাহিরে যাইতে পারে না। কাজেই কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পাপাচারীগণ ঐশী রাজত্বের জোয়াল নিজের কাঁধে বহন করিতেছে না ? দেখ, এই বৃটিশ ভারতে চুরি ও নর হত্যা সংঘটিত হইতেছে, এবং ব্যভিচারী, বিশ্বাসঘাতক, ঘুষখোর ইত্যাদি সর্বপ্রকারের দুর্বৃত্ত লোক এখানে রহিয়াছে, কিন্তু এইজন্য একথা বলা চলে না যে, এদেশে ইংরেজ রাজত্ব বিদ্যমান নাই। রাজত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট স্বেচ্ছায়ই এইরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করা সমীচীন মনে করেন নাই যাহার ভীতিতে লোকের জীবন ধারণ মুশকিল হইয়া পড়ে। নতুবা যদি সরকার সমস্ত দুর্বৃত্ত লোকদিগকে এক কষ্টপ্রদ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে অন্যায়-অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অতি সহজে তাহারা নিবৃত্ত হইতে পারে। অথবা যদি আইনে অতি কঠোর দন্ড বিধান প্রণয়ন করেন; তাহাতেও সহজেই এই দুষ্কৃতির প্রতিরোধ হইতে পারে, সুতরাং তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, এ দেশে যেরূপভাবে মদ্যপান করা হইতেছে, ভ্রষ্টা নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, চুরি ও নরহত্যা সংঘটিত হইতেছে, ইহার কারণ এই নয় যে, এদেশে ইংরেজ গভর্নমেন্টের রাজত্ব বিদ্যমান নাই, বরং গভর্নমেন্টের আইনের শিথিলতার কারণেই দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা এজন্য নয় যে, এদেশ হইতে ইংরেজ রাজত্ব লোপ পাইয়াছে। গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলে কঠোর আইন প্রনয়ণ ও কঠোর শাস্তির বিধান করিয়া দুষ্কৃতি প্রতিরোধ করিতে পারেন। মানবীয় রাজত্বেরই যখন এই অবস্থা যাহা ঐশী রাজত্বের তুলনায় কিছুই নহে, তখন ঐশী রাজত্বের ক্ষমতা ও অধিকার কত অধিক হইবে! এই মুহূর্তে যদি খোদাতা'লার বিধান কঠোর হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক ব্যভিচারীর উপর বজ্রপাত হয়, প্রত্যেক চোর যদি এইরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, তাহার হাত পা পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে এবং প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী ও খোদার অস্বীকারকারী ও তাঁহার

ধর্মের অস্বীকারকারী যদি প্লেগে মারা যায়, তাহা হইলে এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হইতেই জগতের সমস্ত লোক সত্য-পরায়ণতা ও পুণ্যের চাদর পরিধান করিতে পারে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য তো বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ঐশী বিধানের শিথিলতা এতটুকু স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছে যে, দুষ্কৃতকারীগণকে শীঘ্র সাজা দেওয়া হয় না। অবশ্য সাজাও পাইতে থাকে, ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, বজ্রপাত হয়, আগ্নেয়গিরি আতশ বাজির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সহস্র সহস্র প্রাণ বিনাশ করে, জাহাজ ডুবিয়া ও রেল দুর্ঘটনায় শত শত লোক মারা যায়, ঝড় আসিয়া গৃহাদি ভূমিসাৎ করে, সর্প দংশন করে, হিংস্র জন্তু আঘাত হানে, মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপ একটি নয়, সহস্র সহস্র ধবংসের দ্বার উম্মুক্ত রহিয়াছে যাহা অপরাধীগণের শাস্তির জন্য ঐশী-বিধান নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদাতা'লার **রাজত্ব** নাই ? প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার **রাজত্ব** আছে এবং প্রত্যেক অপরাধীর হস্তেই হাত কড়া ও পায়ে শৃঙ্খল রহিয়াছে তবে আল্লাহ্‌র হিকমত ঐশী-বিধানকে এতটুকু শিথিল করিয়া দিয়াছে যে, হাতকড়া ও শৃঙ্খল সাথে সাথেই ক্রিয়া প্রদর্শন করে না। কিন্তু মানুষ যদি দুষ্কৃতি হইতে বিরত না হয়, তাহা হইলে অবশেষে তাহাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দেয় এবং এইরূপ আযাবে নিক্ষেপ করে যাহাতে সে বাঁচেও না এবং মরেও না।

মোট কথা বিধান দুই প্রকার। এক প্রকারের বিধান- ফেরেশ্‌তা সংক্রান্ত। ফেরেশ্‌তাকে শুধু আজ্ঞানুবর্তিতা করিবার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। আজ্ঞানুবর্তিতা তাহাদের উজ্জ্বল প্রকৃতির এক বৈশিষ্ট্য। তাহারা পাপ করিতে পারে না কিন্তু পুণ্যেও উন্নতি করিতে পারে না। **দ্বিতীয়** প্রকারের বিধান—মানব সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ মানব প্রকৃতি পাপ করিবার ক্ষমতা রাখার নিয়ম অপরিবর্তনীয়। ফেরেশ্‌তা যেমন মানুষে পরিণত হইতে পারে না, তেমনি মানুষও ফেরেশ্‌তায় পরিণত হইতে পারে না। এই উভয় নিয়মই অনাদি, অটল এবং অপরিবর্তনীয়। এই কারণে ঐশী-বিধান পৃথিবীতে প্রবর্তিত হইতে পারে না এবং পার্থিব আইনও ফেরেশ্‌তার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। মানুষের কৃত পাপ ও ভুল-ত্রুটি যদি **তওবা** (অনুতাপ) করিবার ফলে মোচন হইয়া যায় তাহা হইলে এই তওবা তাহাকে ফেরেশ্‌তার চেয়েও অধিক উন্নত করিতে পারে, কারণ ফেরেশ্‌তার মধ্যে উন্নতি করিবার শক্তি নাই। মানুষের গুনাহ্ তওবার দ্বার ক্ষমা হইতে পারে। ঐশী হিকমত কোন কোন মানুষের মধ্যে ভুল-ত্রুটি করিবার ধারা অবশিষ্ট রাখিয়াছেন; যেন সেই ব্যক্তি অন্যায় করিয়া নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং পরে তওবা করিয়া ক্ষমা লাভ করিতে পারে। মানবের জন্য এই নিয়মই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং মানব প্রকৃতিও তাহাই চায়। ভুল-ভ্রান্তি

মানুষের প্রকৃতিগত। ফেরেশ্‌তার প্রকৃতিতে তাহা নাই। সুতরাং যে নিয়ম ফেরেশ্‌তার জন্য করা হইয়াছে তাহা মানবের জন্য কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? খোদাতা'লার প্রতি দুর্বলতা আরোপ করা অন্যায় কথা। কেবল তাঁহার বিধানের ফলেই জগতে সবকিছু ঘটিতেছে। নাউযুবিল্লাহ্‌, খোদাতা'লা কি এতই দুর্বল যে, তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা বিক্রম শুধু আকাশেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে ? অথবা জগতে কি বিরুদ্ধ আধিপত্যের অধিকারী আর কোন খোদা বিদ্যমান আছে? খৃষ্টানদিগকে এই কথার উপর জোর দেওয়া উচিত নয় যে, খোদাতা'লার **রাজত্ব শুধু আকাশেই** সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, জগতে এখনও ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারণ তাহাদের ধারণা এই যে, 'আকাশ' কোন বস্তুই নয়। যেহেতু আকাশ কোন বস্তুই নয় যেখানে খোদাতা'লার **রাজত্ব** প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং জগতে এখনও খোদাতা'লার রাজত্ব কায়েম হয় ন্যই, অতএব দেখা যায় যে, খোদাতা'লার আধিপত্য যেন কোথাও নাই। পক্ষান্তরে আমরা স্বচক্ষে জগতে খোদাতা'লার **রাজত্ব** দর্শন করিতেছি। তাঁহারই বিধান মতে আমাদের আয়ু নিঃশেষ হইতেছে, আমাদের অবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে এবং আমরা শত শত প্রকারের সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি; তাঁহারই আদেশে সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করে, আবার সহস্র সহস্র লোক জন্মগ্রহণ করে, আমাদের প্রার্থনা গৃহীত হয়, নির্দশন প্রকাশিত হয় এবং পৃথিবী সহস্র প্রকারের উদ্ভিদ, ফল ও ফুল উৎপন্ন করে। এই সব কি খোদাতা'লার ক্ষমতা ছাড়াই হইতেছে ? বরং আকাশের গ্রহ-উপগ্রহাদি একই অবস্থায় ও নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ কোন আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তনের লীলাভূমিতে পরিণত হইতেছে। প্রত্যহ কোটি কোটি লোক জগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে, আবার কোটি কোটি শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং প্রত্যেক দিক দিয়া ও প্রত্যেকভাবে এক শক্তিশালী নিপুণ কারিগরের আধিপত্য অনুভূত হইতেছে। এখনও কি জগতে খোদাতা'লার আধিপত্য নাই বলিতে হইবে ? ইঞ্জিল এই বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে নাই যে, এখনও জগতে খোদাতা'লার আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই কেন ? অবশ্য নিজ প্রাণ রক্ষার্থে বাগানে সারা রাত্র মসীহের প্রার্থনা করা এবং তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হওয়া (ইব্রীয়-৫ম অধ্যায় ৭নং শ্লোক) সত্ত্বেও খোদাতা'লার পক্ষে তাঁহাকে মুক্ত করিতে সক্ষম না হওয়া খৃষ্টানী মতে সেই যুগে জগতে খোদাতা'লার **রাজত্ব** না থাকার প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু যেহেতু আমরা তদপেক্ষাও ভীষণতর বিপদে পতিত হইয়াছি এবং তাহা হইতে **মুক্তি লাভ করিয়াছি,** আমরা কেমন করিয়া খোদাতা'লার **আধিপত্যকে অস্বীকার করিতে পারি ?** মার্টিন ক্লার্ক আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কাপ্তান ডগলাসের আদালতে আমার বিরুদ্ধে যে খুনের মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল, তাহা কি ইহুদীগণের সেই মোকদ্দমা হইতে কোন অংশে কম ছিল, যাহা কোন খুনের

অজুহাতে নহে বরং শুধু ধর্ম বৈষম্যের কারণে ইহুদীরা হযরত মসীহের বিরুদ্ধে পিলাতের কোর্টে দায়ের করিয়াছিল ? কিন্তু যেহেতু খোদতা'লা স্বর্গের ন্যায় মর্তেরও অধিপতি তাই তিনি আমাকে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, এই সঙ্কট উপস্থিত হইবে এবং আরও জানাইয়াছিলেন যে, 'আমি তোমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিব'। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ঘটনার বহু পূর্বেই শতশত লোককে শুনানো হয় এবং পরিণামে খোদাতা'লা আমাকে উদ্ধার করেন। সুতরাং খোদাতা'লার আধিপত্যই আমাকে এই মোকদ্দমা হইতে রক্ষা করে যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানগণের সমবেত চেষ্টায় আমার বিরুদ্ধে আনয়ন করা হইয়াছিল। এইরূপ একবার নয়, বহুবার আমি জগতে খোদাতা'লার আধিপত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কুরআন শরীফের এই আয়াতের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইয়াছে যে ঃ

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ *(সূরা হাদীদ ঃ ৩ আয়াত)*

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য বিদ্যমান আছে' আবার এই আয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি যে ঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ *(সূরা ইয়াসীন-৮৩ আয়াত)*

অর্থাৎ 'নিখিল আকাশ ও পৃথিবী তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেছে। যখনই তিনি কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন 'হও' এবং তাহা তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়।' আল্লাহ্তা'লা আরও বলেন ঃ

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহতা'লা স্বীয় ইচ্ছা সাধন করিতে সক্ষম কিন্তু অধিকাংশ লোক তাঁহার শক্তি ও পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত নহে'। *(সূরা ইউসূফ ঃ ২২ আয়াত)*

বস্তুতঃ ইঞ্জিলে বর্ণিত প্রার্থনা মানুষকে খোদাতা'লার করুণা হইতে নিরাশ করিয়া দেয় এবং খৃষ্টানদিগকে তাঁহার প্রতিপালন, অনুগ্রহ, প্রতিদান ও প্রতিফল হইতে বেপরোয়া করিয়া দেয় এবং জগতে তাঁহার রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত জগদ্বাসীকে সাহায্য করিতে তাঁহাকে অক্ষম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে এই প্রার্থনার মোকাবেলা খোদাতা'লা কুরআন শরীফে মুসলমানদিগকে যে প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, খোদাতা'লা জগতে রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিদের মত নিষ্ক্রিয় নহেন বরং তাঁহার প্রতিপালন, অনুকম্পা, অনুগ্রহ এবং কর্মফল প্রদান ক্রিয়ার ধারা জগতে প্রবহমান আছে এবং তিনি আপন ভক্তদাসগণকে সাহায্য

করিতে ক্ষমতাবান ও পাপীদিগকে আপন অভিশাপে ধ্বংস বলিতে সক্ষম। সে প্রার্থনাটি এই ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ه اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ه اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ه اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ه صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ه غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ه

(সূরা ফাতেহা ঃ ২-৭ আয়াত)।

অনুবাদ-"একমাত্র খোদাতা'লাই সকল প্রশংসার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহার আধিপত্যে কোন ক্রটি নাই। তাঁহার গুণাবলী পূর্ণত্ব লাভের জন্য কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতীক্ষায় থাকে না এবং তাঁহার আধিপত্যের সরঞ্জামের মধ্যে কোন বস্তুই নিষ্ক্রিয় নহে। তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালন করিতেছেন, কর্মের প্রতিদান ব্যতিরেকেও কৃপা বর্ষণ করিতেছেন এবং কর্মের বিনিময়েও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদান করিতেছেন। আমরা তাঁহারই উপাসনা করি এবং তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে যাবতীয় পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর এবং ক্রোধ ও ভ্রান্তির পথ হইতে দূরে রাখ।"

সূরা **ফাতেহার** এই দোয়া **ইঞ্জিলের** দোয়ার সম্পুর্ণ বিপরীত, কেননা খোদাতা'লার আধিপত্য বর্তমানে পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকার বিষয় ইঞ্জিলে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং ইঞ্জিলের শিক্ষানুসারে পৃথিবীতে খোদাতা'লার 'রবুবীয়্যত' (প্রতিপালকত্ব), তাঁহার 'রাহমানীয়্যত' (অনুকম্পা), 'রহীমিয়্যত' (অনুগ্রহ), ক্ষমতা এবং প্রতিদান ও প্রতিফল কোন কিছুই ক্রীয়াশীল নহে, কারণ এখনো পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সূরা 'ফাতেহা' হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য বিদ্যমান আছে, এই জন্যই সূরা 'ফাতেহাতে' আধিপত্যের যাবতীয় উপকরণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সকলেরই ইহা জানা আছে যে, অধিপতির মধ্যে এইরূপ গুণাবলী থাকা চাই যে ঃ (ক) তিনি প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা রাখেন এবং সূরা 'ফাতেহায়' 'রাব্বুল আলামীন' শব্দ দ্বারা এই গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, (খ) এতদ্ব্যতীত অধিপতির দ্বিতীয় এই গুণ থাকা আবশ্যক যে, প্রজাদের সমৃদ্ধির জন্য যে সকল উপকরণাদির প্রয়োজন, তৎসমুদয় তিনি তাহাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ নহে, বরং নিজ রাজ্যোচিত অনুগ্রহে সরবরাহ করিয়া থাকেন; 'আর রহ্‌মান' শব্দ দ্বারা এই গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (গ) অধিপতির মধ্যে তৃতীয় এইগুণ থাকা চাই যে, যে সকল কার্য প্রজা আপন চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন

করিতে সক্ষম না হয়, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে প্রয়োজনানুসারে সাহায্য প্রদান করেন; 'আর রহীম' শব্দ দ্বারা এর গুণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। (ঘ) অধিপতির মধ্যে চতুর্থ এই গুণ থাকা আবশ্যক যে, তিনি প্রতিদান ও প্রতিফল বিধানের ক্ষমতার অধিকারী হইবেন যেন নাগরিক শাসন পরিচালনা কার্যে কোন বিঘ্ন না ঘটে। এবং 'মালেকে ইয়াওমিদ্দীন' শব্দ দ্বারা এই গুণ ব্যক্ত করা হইয়াছে। সার কথা এই যে, উপরে উল্লেখিত সূরায় আধিপত্যের যাবতীয় উপকরণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যদ্দারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য বিদ্যমান আছে। তদনুসারে তাঁহার 'রবুবীয়্যত' বিদ্যমান আছে 'রহ্‌মানীয়্যত'ও বিদ্যমান আছে, 'রহীমিয়্যত'ও বিদ্যমান আছে এবং সাহায্য ও শাস্তি বিধানের ধারাও বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ শাসন কায়েমের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, পৃথিবীতে খোদাতা'লার সে সব কিছুই বিদ্যমান আছে। একটি অণু-পরমাণুও তাঁহার কর্তৃত্বের বাহিরে নহে। প্রত্যেক পুরস্কার তাঁহারই হাতে এবং প্রত্যেক অনুকম্পাও তাঁহারই অধিকারে। কিন্তু এই দোয়া শিক্ষা দেয় যে, 'এখনও তোমাদের মধ্যে খোদাতা'লার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং তোমরা এইজন্য খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতে থাক যেন তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়'। অর্থাৎ এখনও তাহাদের (খৃষ্টানদের) খোদা পৃথিবীর মালিক ও অধিপতি হয় নাই। সুতরাং এরূপ খোদা হইতে কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? শুন এবং উপলব্ধি কর যে, প্রকৃত 'মা'রেফাত' (ঐশীজ্ঞান) ইহাই যে, পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণু ঠিক তেমনই খোদাতা'লার ক্ষমতাধীন, যেমন আকাশের প্রতিটি অণুপরমাণু তাঁহার আধিপত্যের অধীন এবং আকাশের ন্যায় পৃথিবীতেও তাঁহার মহান জ্যোতিঃ বিকশিত হইতেছে। পক্ষান্তরে আকাশের 'তাজাল্লী' (জ্যোতির্বিকাশ) ঈমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ না আকাশে গিয়াছে, না তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্যের যে বিধান বিদ্যমান আছে, তাহা তো প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচক্ষে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে। *

প্রত্যেক ব্যক্তি, সে যতই ঐশ্বর্যশালী হউক না কেন, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুর পেয়ালা পান করিতেছে। সুতরাং দেখ, পৃথিবীতে এই সত্যিকারের অধিপতির

---

* وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ *(সূরা আল্ আহযাব ঃ ৭৩ আয়াত) এই আয়াতও প্রমাণ করে যে,*

মানুষই খোদাতা'লার প্রকৃত অনুগত যাহারা আপন আনুগত্যকে 'মহব্বত' এবং 'এশ্‌কের' (প্রেম ও প্রণয়ের) স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সহস্র সহস্র বিপদাপদ মস্তকে বরণ করিয়া পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং হৃদয়ের ব্যাথা মিশানো এইরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করিতে ফিরিশ্‌তা কখনও সক্ষম হইতে পারে না।

আধিপত্যের কিরূপ **বিকাশ** ঘটিতেছে! হুকুম আসিয়া গেলে কেহই তাহার মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্যও স্থগিত রাখিতে পারে না এবং কোন দুষ্ট ও দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণ করিলে কোন ডাক্তার বা চিকিৎসক তাহা দূর করিতে পারে না। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, জগতে খোদাতা'লার আধিপত্যের ইহা কিরূপ বিকাশ যে, তাঁহার আদেশ লংঘন হইতে পারে না। অতএব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য নাই বরং তাহা কোন অদূর ভবিষ্যতে হইবে ? **দেখ, এই যুগেই খোদার ঐশী আদেশ জগতকে প্লেগ দ্বারা প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে যেন তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র জন্য এক নিদর্শন হয়।** সুতরাং, কে আছে যে খোদাতা'লার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এই ব্যাধি দূর করিতে পারে? সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে এখন খোদাতা'লার আধিপত্য নাই ? হ্যাঁ, এক দুর্বৃত্ত, যে কয়েদীরূপে তাঁহার রাজ্যে বাস করে, সে ইচ্ছা করে যেন কখনো তাহার মৃত্যু না হয়। কিন্তু খোদাতা'লার প্রকৃত আধিপত্য তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং অবশেষে সে মৃত্যু-দূতের কবলে পতিত হয়। তথাপি কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এখনও পৃথিবীতে খোদাতা'লার রাজত্ব কায়েম হয় নাই ? দেখ, পৃথিবীতে প্রত্যহ খোদাতা'লার আদেশে প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি লোক মারা যাইতেছে এবং কোটি কোটি শিশু তাঁহার ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিতেছে, কোটি কোটি লোক তাঁহারই ইচ্ছায় দরিদ্র হইতে ধনী, আবার ধনী হইতে দরিদ্র হইতেছে। তথাপি কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এখনো পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ? আকাশে কেবল ফেরেশ্‌তা অবস্থান করে কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ আছে এবং ফেরেশ্‌তা আছে। ফেরেশতাগণ খোদাতা'লার কর্মচারী এবং তাঁহার রাজ্যের সেবক। তাহারা মানবের নানাবিধ কার্যের রক্ষীস্বরূপ নিযুক্ত আছে ও সতত খোদাতা'লার আনুগত্য করিতেছে এবং স্ব স্ব কাজের রিপোর্ট তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছে। সুতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, জগতে খোদাতা'লার রাজত্ব নাই ? খোদাতা'লা বরং তাঁহার পৃথিবীর রাজত্ব দ্বারাই অধিকতর পরিচিত হইয়াছেন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির ধারণা এই যে, আকাশের রহস্য অভেদ্য এবং অদৃশ্য। বর্তমান যুগে তো প্রায় সমস্ত খৃষ্টান জগৎ ও তাহাদের দার্শনিকগণ আকাশের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, অথচ এই আকাশের উপরেই ইঞ্জিলের মতে খোদাতা'লার রাজত্বের সমুদয় ভিত্তি স্থাপিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী তো আমাদের পায়ের নীচে একটা গোলক এবং ইহাতে নিয়তির এরূপ সহস্র সহস্র ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত পরিবর্তন, বিবর্তন, সৃষ্টি ও ধ্বংস কোন এক বিশেষ মালিকের আদেশে সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, জগতে এখন খোদাতা'লার আধিপত্য নাই ? বরং যে যুগে খৃষ্টানদের মধ্যে আকাশের অস্তিত্ব অতি জোরের

সহিত অস্বীকার করা হইয়াছে সেই যুগে এইরূপ শিক্ষা নিতান্তই অসমীচীন। কারণ, ইঞ্জিলের উল্লিখিত দোয়ায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এখন খোদাতা'লার আধিপত্য নাই। অপরদিকে খ্রীষ্টান জগতের সকল গবেষক অকপটভাবে এই কথা স্বীকার করিয়াছে। অর্থাৎ আপন আপন অভিনব গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আকাশ কোন বস্তুই নহে এবং ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং সার কথা ইহাই বুঝা গেল যে, খোদাতা'লার আধিপত্য না আকাশে আছে না পৃথিবীতে। আকাশসমূহের অস্তিত্ব খৃষ্টানগণ অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহাদের ইঞ্জিল খোদাতা'লাকে পৃথিবীর রাজত্ব হইতে বিদায় দিয়াছে, সুতরাং এখন তাহাদের কথা অনুযায়ী খোদাতা'লার নিকট পৃথিবী বা আকাশ কোনটিই রহিল না। কিন্তু আমাদের মহা-মহিমান্বিত খোদা সূরা ফাতেহায় আকাশের নামও নেন নাই, পৃথিবীর নামও নেন নাই বরং এই কথা বলিয়া প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি **'রাব্বুলআলামীন'*** অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত বসতি রহিয়াছে এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকার সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে—তাহা দেহ বা আত্মা যাহাই হউক না কেন— খোদাতা'লাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা' যিনি সর্বদা উহাদের প্রতিপালন করিতেছেন, অবস্থানুয়ায়ী উহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং সর্বদা সর্বক্ষণ তাঁহার 'রবুবীয়্যত' (প্রতিপালকত্ব), 'রহ্‌মানীয়্যত' (অনুকম্পা), 'রহীমীয়্যত' (অনুগ্রহ) ও 'জাযা সাযা' (প্রতিদানের ও প্রতিফলের) ধারা প্রবাহিত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সূরা ফাতেহার مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বাক্যের অর্থ শুধু ইহাই নহে যে, কেয়ামতের দিন 'জাযা সাযা' হইবে, বরং কুরআন শরীফে পুনঃ এবং স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামত এক মহা প্রতিদান ও প্রতিফলের দিন, কিন্তু এক প্রকার প্রতিদান ও প্রতিফল এই জগতেই আরম্ভ হয় যাহার প্রতি يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا *(সূরা আনফাল ঃ ৩০ আয়াত)* এই আয়াতটি ইঙ্গিত করিতেছে।

এখানে ইহাও লক্ষ্য কর যে, ইঞ্জিলের প্রার্থনায় **দৈনিক খাদ্য চাওয়া হইয়াছে, যেমন বলা হইয়াছে** যে, "আমাদের দৈনন্দীন খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, যাঁহার আধিপত্য আজ পর্যন্তও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তিনি কেমন করিয়া খাদ্য দান করিবেন ? এখন পর্যন্ত তো সমস্ত ফল-ফসল তাঁহার হুকুমে না হইয়া বরং নিজে নিজেই পাকিতেছে এবং বৃষ্টিও নিজেই বর্ষিতেছে। এমতাবস্থায় তাঁহার কি

---

* *এমন বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই 'রাব্বুল-আলামীন' শব্দটি কত অর্থব্যঞ্জক! যদি প্রমাণিত হয় যে, আকাশের গ্রহে উপগ্রহে বসতি আছে, তাহা হইলে সেই বসতিও এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।*

ক্ষমতা আছে যে, কাহাকেও তিনি খাদ্য দান করেন ? যখন পৃথিবীতে তাঁহার রাজত্ব কায়েম হইবে, তখনই তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করা সঙ্গত হইবে, এখনও তিনি পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস হইতে **বে-দখল** রহিয়াছেন। এই সমুদয় সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার লাভের পর তিনি কোন ব্যক্তিকে খাদ্য দান করিতে পারেন। কাজেই এখন তাঁহার নিকট চাওয়া শোভা পায়। অতঃপর এই অবস্থায় ইহা বলাও শোভনীয় নহে যে— যেরূপ আমরা আমাদের ঋণ-গ্রহীতাদেরকে ক্ষমা করিয়া থাকি **তদ্রূপ তুমি তোমার ঋণ মাফ করিয়া দাও** কেননা এখনও তিনি পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন নাই এবং এখনও খৃষ্টানগণ তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া কোন কিছু আহার করে নাই- তাহা হইলে আবার কিরূপ ঋণ হইল? সুতরাং এইরূপ 'রিক্ত হস্ত' খোদার নিকট হইতে ঋণ মুক্তির কোন প্রয়োজন নাই এবং তাঁহার নিকট হইতে ভয়েরও কোন কারণ নাই, কেননা এখনও পৃথিবীতে তাঁহার আধিপত্য নাই এবং তাঁহার শাসন বিধানের শাস্তি কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। তাঁহার কি ক্ষমতা আছে যে, তিনি কোন অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারেন, অথবা মূসা (আঃ)-এর যুগের অবাধ্য জাতির মত প্লেগ দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন, অথবা লূতের (আঃ) জাতির ন্যায় তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে পারেন, অথবা ভূমিকম্প, বজ্রপাত বা অন্য কোন শাস্তি দ্বারা অবাধ্যাচারীদিগকে বিনাশ করিয়া দিতে পারেন। কেননা **এখনও পৃথিবীতে খোদাতা'লার আধিপত্য নাই** ? অতএব যেহেতু খৃষ্টানদের খোদা তেমনি দুর্বল যেমন **দুর্বল ছিল তাঁহার পুত্র**, এবং তিনি তেমনি অধিকার হইতে বঞ্চিত যেমন তাঁহার 'পুত্র' বঞ্চিত ছিল, সে ক্ষেত্রে পুনরায় তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা নিষ্ফল যে- **আমাদিগকে ঋণ ক্ষমা করিয়া দাও**। তিনি কখন ঋণ দিয়াছিলেন যে, তাহা ক্ষমা করিবেন, কারণ এখনও তো পৃথিবীতে তাঁহার রাজত্বই নাই ? যেহেতু পৃথিবীতে তাহার রাজত্ব নাই, পৃথিবীর উদ্ভিদ তাঁহার আদেশে উৎপন্ন হয় না এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁহার নহে বরং এই সব কিছুই নিজে নিজেই হইয়াছে, কারণ পৃথিবীতে তাঁহার আদেশ কার্যকরী নহে, এবং যেহেতু তিনি পৃথিবীর অধিনায়ক ও অধীশ্বর নহেন, কোন পার্থিব সুখ-সম্পদ তাঁহার রাজকীয় আদেশাধীন নহে, সুতরাং শাস্তি দিবারও তাঁহার কোন ক্ষমতা ও অধিকার নাই। অতএব নিজের খোদাকে এইরূপ দুর্বল মনে করা এবং পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহার নিকট কোন কাজের প্রত্যাশা করা **বোকামী** বৈ কিছু নহে; কারণ পৃথিবীতে এখন তাঁহার আধিপত্য নাই।

পক্ষান্তরে সূরা 'ফাতেহার' দোয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবীতে সর্বদা খোদাতা'লার ঠিক সেইরূপ আধিপত্য বিদ্যমান আছে যেমন আধিপত্য অন্যান্য জগতের উপর বিদ্যমান। সূরা ফাতেহার প্রারম্ভে খোদাতা'লার সেই পূর্ণ

আধিপত্য-ব্যঞ্জক গুণাবলীর উল্লেখ আছে যাহা দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এইরূপ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে নাই। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন যে, তিনি 'রাহমান', 'রহীম' এবং 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা মসীহ্‌র শিক্ষা দেওয়া প্রার্থনার ন্যায় শুধু নিত্যকার খাদ্য প্রার্থনা নয় বরং অনাদিকাল হইতে মানব প্রকৃতিতে যে সকল শক্তি দান করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যেরূপ পিপাসা নিহিত রাখা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যথাঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অথাৎ হে পূর্ণ গুণরাজীর অধিকারী! তুমি এরূপ কল্যাণময় যে, প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমা কর্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে এবং তোমার 'রহমানীয়্যত', 'রহীমীয়্যত' 'ও জাযা-সাযা' দ্বারা লাভবান হইতেছে তুমি আমাদিগকে অতীতে সত্যবাদীগণের উত্তরাধিকারী কর এবং তাঁহাদিগকে যে সকল পুরস্কার প্রদান করিয়াছ তাহার প্রত্যেকটি আমাদিগকেও দান কর, আমাদিগকে রক্ষা কর যেন অবাধ্যাচরণ করিয়া তোমার অভিসম্পাতে পতিত না হই এবং আমাদিগকে রক্ষা কর যেন তোমার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পথভ্রষ্ট না হইয়া যাই। **আমীন**।

(সূরা ফাতেহা : ৬-৭ আয়াত)

এখন এই সমুদয় তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফে দোয়ার প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইঞ্জিল তো খোদাতা'লার রাজত্বের কেবল প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, খোদাতা'লার 'রাজত্ব' তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, কেবল বিদ্যমানই নহে, বরং কার্যতঃ তাঁহার কল্যাণ সতত বর্ষিত হইতেছে। ফলতঃ ইঞ্জিলে তো কেবল এক প্রতিশ্রুতিই রহিয়াছে, কিন্তু কুরআন শরীফ শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয় নাই বরং খোদাতা'লার সু-প্রতিষ্ঠিত 'রাজত্ব' এবং তাঁহার কল্যাণসমূহ প্রদর্শন করিতেছে। বস্তুতঃ কুরআন শরীফের 'ফযিলত' (শ্রেষ্ঠত্ব) ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, ইহা সেই খোদাকে প্রেম করে যিনি এই পার্থিব জীবনেই শুধু ব্যক্তিগণের **ত্রাণকর্তা ও আরামদাতা** এবং যাঁহার অনুগ্রহ হইতে কোন প্রাণীই বঞ্চিত নহে বরং প্রত্যেক জীবের প্রতিই তাহার যোগ্যতানুসারে তাঁহার 'রবুবীয়্যত', 'রহ্‌মানীয়্যত ও 'রহীমীয়্যতের' আশিস বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু ইঞ্জিল এরূপ খোদাকে পেশ করে যাহার আধিপত্য দুনিয়াতে এখনও কায়েম হয় নাই, কেবল মাত্র ইহার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ- বিবেক কাহাকে আনুগত্যের যোগ্য অধিকারী বলিয়া মনে করে। **হাফেয শিরাযী সত্য সত্যই বলিয়াছেনঃ**

مرید پیر مغانم ز من مرنج اے شیخ　　چراکہ وعدہ تو کردی و او بجا آورد

"আমি আমার মোগান (অগ্নি উপাসক) পীরের শিষ্য, হে শেখ। আমার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, কেননা তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ এবং তিনি পূর্ণ করিবেন।" (অনুবাদক)

ইঞ্জিলসমূহে বিনয়ী, ও দীন-হীন ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যক্তিরও প্রশংসা করা হইয়াছে, যে উৎপীড়িত হইয়াও প্রতিবাদ করে না। কিন্তু কুরআন শরীফ এই কথা বলে না যে, তুমি সর্বদাই নিরীহ হইয়া থাক এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না, বরং এই শিক্ষা দেয় যে, বিনয়, নম্রতা, দীনতা ও প্রতিবাদ না করা উত্তম, কিন্তু এই গুণাবলী অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইলে অন্যায় হইবে। অতএব তোমরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রত্যেক পুণ্য কার্য সম্পাদন করিবে, কারণ স্থান ও অবস্থার বৈষম্যে পুণ্য কর্মও পাপে পরিণত হয়। তোমরা দেখিতে পাও, বৃষ্টি কত উপকারী ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু অসময়ে বৃষ্টিপাত হইলে তাহা ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, কোন একটি ঠান্ডা বা গরম খাদ্য অনবরত ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য তখনই ঠিক থাকিবে যখন সময় ও অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন হইতে থাকে। সুতরাং কঠোরতা ও নম্রতা, ক্ষমা ও প্রতিশোধ, আশীর্বাদ ও অভিসম্পাত এবং অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী যাহা তোমাদের জন্য সময়োপযোগী, তাহাতেও এইরূপ পরিবর্তন আবশ্যক। উচ্চস্তরের বিনয়ী ও সুশীল হও, কিন্তু তাহা স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, সত্যিকারের নৈতিক উৎকর্ষ যাহার সহিত প্রবৃত্তির কামনার কোন বিষাক্ত সংমিশ্রণ থাকে না, তাহা ঊর্ধ্ব লোক হইতে রূহুল কুদুসের সাহায্যে আসে। অতএব তোমরা কেবল আপন প্রচেষ্টায় এই সমস্ত নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পার না, যে পর্যন্ত তোমাদিগকে আকাশ হইতে উক্ত গুণাবলী দান করা না হয়। যে ব্যক্তি ঐশী অনুগ্রহে রূহুল-কুদুসের সাহায্যে নৈতিক চরিত্রে কোন অংশ লাভ করে নাই, তাহার নৈতিকতার দাবী মিথ্যা তাহার নৈতিকতার পানির নীচে বহু কাদা ও গোবর রহিয়াছে যাহা প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং তোমরা সতত খোদাতা'লা হইতে শক্তি প্রার্থনা কর যেন এইরূপ কর্দম ও গোময়যুক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার এবং রূহুল কুদুস তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের পবিত্রতা ও নম্রতা উৎপাদন করে। স্মরণ রাখিও, নিখুঁত পবিত্র চরিত্র সাধু পুরুষগণের মোজেযা, অন্য কেহই এরূপ চরিত্রের অধিকারী হইতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি খোদাতা'লাতে বিলীন হইয়া না যায়, সে আকাশ হইতে শক্তি লাভ করিতে পারে না। এইজন্য এরূপ ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র নৈতিক গুণ অর্জন করা সম্ভবপর নহে। অতএব তোমরা আপন খোদার সহিত পবিত্র সম্বন্ধ সৃষ্টি কর। ঠাট্টা, বিদ্রূপ, দ্বেষ,

কুবাক্য, লোভ, মিথ্যা, ব্যভিচার, কাম-লোলুপ দৃষ্টি, কু-চিন্তা, সংসার পূজা, অহঙ্কার, গর্ব, অহমিকা, পাষণ্ডতা, কুট-তর্ক ইত্যাদি সব পরিহার কর, তবেই এসব কিছু (নৈতিক গুণাবলী) তোমরা আকাশ হইতে লাভ করিতে পারিবে। যে পর্যন্ত সেই ঐশী-শক্তি তোমাদের সহায় না হয়, যাহা তোমাদিগকে ঊর্ধ্ব-দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে এবং যে পর্যন্ত জীবনদানকারী রূহুল কুদুস তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট না হয় সে পর্যন্ত তোমরা নিতান্তই দুর্বল এবং অন্ধকারে নিপতিত, বরং প্রাণহীন মৃত দেহ-স্বরূপ। এই অবস্থায়, না তোমরা কোন বিপদের প্রতিরোধ করিতে পার, না সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের সময় অহংকার ও গর্ব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার এবং প্রত্যেক দিক দিয়া শয়তান ও প্রবৃত্তির কামনার অধীন হইয়া থাক। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে তোমাদের প্রতিকারের একমাত্র উপায় ইহাই যে, স্বয়ং খোদাতা'লা হইতে অবতীর্ণ রূহুল কুদুস্ পূর্ণ ও সাধুতার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাইয়া দেয়। তোমরা স্বর্গ-প্রিয় হও, মর্ত প্রিয় হইও না, আলোর উত্তরাধিকারী হও অন্ধকারের প্রেমিক হইও না যেন শয়তানের বিচরণ-ভূমি হইতে নিরাপদ হইয়া পড়। কারণ শয়তান চিরকালই অন্ধকার প্রিয়, আলোকের সাথে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা সে পুরাতন চোর যে অন্ধকারে বিচরণ করে।

সূরা ফাহেতায় যে শুধু শিক্ষাই রহিয়াছে তাহা নহে বরং ইহাতে এক মহা ভবিষ্যদ্বাণীও রহিয়াছে। তাহা এই যে—খোদাতা'লা তাঁহার 'রবুয়ীয়্যত', 'রাহমানীয়্যত', 'রহীমীয়্যত' ও 'মালেকীয়্যতে ইয়াওমেদ্দীন' অর্থাৎ পুরস্কার ও দণ্ড বিধানের ক্ষমতা, এই চারটি গুণের উল্লেখ করিয়া এবং নিজের সাধারণ শক্তির কথা প্রকাশ করিয়া পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন - হে খোদা! তুমি এমন অনুগ্রহ কর যেন আমরা অতীতের সত্য নবী ও রসূলগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারি, তাঁহাদের পথ যেন আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদের লব্ধ পুরস্কারসমূহ যেন আমাদিগকে প্রদান করা হয়। হে খোদা, তুমি আমাদিগকে এইরূপ পরিণাম হইতে বাঁচাও যাহাতে আমরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া না যাই যাহাদের প্রতি এই দুনিয়াতেই আযাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, অর্থাৎ হযরত ঈসা মসীহ্‌র যুগের ইহুদীগণ, যাহাদিগকে প্লেগ দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। হে খোদা ! তুমি আমাদিগকে ঐরূপ পরিণাম হইতে বাঁচাও যাহাতে আমরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া না যাই, যাহাদের সহিত তোমার হেদায়াত ছিল না এবং যাহারা গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হইয়া গিয়াছে - অর্থাৎ খৃষ্টানগণ।

উল্লিখিত দোয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে যে, মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ হইবেন যে, তাঁহারা আপন নিষ্ঠা ও পবিত্রতার ফলে পূর্ববর্তী

নবীগণের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং নবুওয়ত ও রেসালতের আশিসসমূহ লাভ করিবেন। আবার কেহ কেহ এইরূপও হইবে যে,তাহারা ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে যাহাদের উপর এই দুনিয়াতেই আযাব নাযেল হইবে, এবং কেহ কেহ এইরূপ হইবে, যাহারা খৃষ্টানী বেশ ধারণ করিবে। কেননা খোদাতা'লার কালামে ইহাই প্রচলিত নিয়ম যে, যখন কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ করা হয়, তখন উহার অর্থ ইহাই যে, সেই জাতির মধ্যে নিশ্চয় কতক এইরূপ লোক হইবে যাহারা খোদার জ্ঞানে নিষিদ্ধ কার্য করিবে এবং কেহ কেহ এইরূপও হইবেন যাহারা পুণ্য ও সাধুতার পথ অবলম্বন করিবেন। দুনিয়ার শুরু হইতে অদ্য পর্যন্ত খোদাতা'লা যত কিতাব প্রেরণ করিয়াছেন সেই সবগুলিতেই তাঁহার এই চিরন্তন রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যখন তিনি কোন জাতিকে কোন কার্য করিতে নিষেধ বা উৎসাহিত করেন তখন তাঁহার জ্ঞানে ইহা নির্ধারিত থাকে যে, কতক লোক সেই কার্য করিবে এবং কতক তাহা করিবে না। সুতরাং এই সূরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে যে, এই উম্মত হইতে কোন ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গীনভাবে নবীগণের রঙে প্রকাশিত হইবেন যেন صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াত সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে পূর্ণ হয়। আবার তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল সেই ইহুদীদের রূপে প্রকাশিত হইবে যাহাদিগকে হযরত ঈসা (আঃ) অভিসম্পাত করিয়া ছিলেন এবং যাহারা ঐশী আযাবে নিপতিত হইয়াছিল যেন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এবং এই উম্মতের কোন কোন দল খ্রীষ্টানদের রূপ ধারণ করিবে, খৃষ্টান হইয়া যাইবে, যাহারা মদ্যপান, স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের ফলে খোদাতা'লার হেদায়াত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে যেন وَلَا الضَّالِّينَ আয়াত হইতে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন হয় তাহা পূর্ণ হয়। ইহা মুসলমানগণের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত যে, শেষ যুগে সহস্র সহস্র তথাকথিত মুসলমান ইহুদী প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া যাইবে এবং কুরআন শরীফেরও বহু স্থানে এই ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে। শত শত মুসলমানদের খৃষ্টান হইয়া যাওয়া এবং খৃষ্টানদের ন্যায় অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর ও অনুভূত হইতেছে এবং এরূপ বহু তথাকথিত মুসলমান আছে যাহারা খৃষ্টানদের জীবন পদ্ধতি পসন্দ করে এবং মুসলমান নামে অভিহিত হইয়াও তাহারা নামায, রোযা ও হালাল-হারামের (বৈধ-অবৈধের) বিধি নিষেধকে তীব্র ঘৃণার চক্ষে দেখে, এবং খৃষ্টান ও ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট এই উভয় দলের লোক এদেশে প্রচুর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব, সূরা ফাতেহার এই উভয়বিধ ভবিষ্যদ্বাণী তো তোমরা পূর্ণ হইতে দেখিয়াছ এবং কত কত মুসলমান

ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছে ও কত খৃষ্টানদের বেশ ধারণ করিয়াছে তাহাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; সুতরাং এখন এই তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি স্বভাবতই গ্রহণ যোগ্য যে, মুসলমানগণ, যেরূপ ইহুদী ও খৃষ্টান হইয়া তাহাদের দুষ্কৃতির ভাগী হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাদেরও অধিকার ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বনী ইস্রাঈলের পবিত্র পুরুষগণের পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। খোদাতা'লার প্রতি ইহা এক প্রকার দোষারোপ যে, তিনি মুসলমানদিগকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অপকর্মের ভাগী তো করিলেন, এমনকি তাহাদের নামও ইহুদী দিলেন, কিন্তু তাহাদিগের নবী ও রসূলগণের পদমর্যাদা হইতে এই উম্মতকে কোন অংশ দান করিলেন না। এমতাবস্থায় এই উম্মত خیر الامم 'খায়রুল উমাম' বা শ্রেষ্ঠ উম্মত কি করিয়া হইল? বরং তাহারা شر الامم 'শাররুল-উমাম' বা নিকৃষ্টতম উম্মত হইল, কারণ পাপের প্রত্যেক নমুনাই তাহারা পাইল কিন্তু পুণ্যের কোন নমুনা তাহারা লাভ করিতে পারিল না। ইহা কি উচিত ছিল না যে, এই উম্মতের মধ্যেও কোন ব্যক্তি নবী বা রসূলরূপে আবির্ভূত হন যিনি বনী ইস্রাঈলের সকল নবীগণের উত্তরাধিকারী ও প্রতিচ্ছায়া হইতে পারেন? কেননা খোদাতা'লার রহমতের (দয়ার) ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত যে, তিনি এই উম্মতের মধ্যে এই যুগে সহস্র সহস্র ইহুদী প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক সৃষ্টি করিবেন, সহস্র সহস্র লোককে খৃষ্ট ধর্মে দাখিল করিবেন অথচ এরূপ একজন লোকও আবির্ভূত করিবেন না যিনি অতীতের নবীগণের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং তাঁহাদের পুরস্কারসমূহ প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

আয়াতে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক সেইভাবেই পূর্ণ হয় যেভাবে ইহুদী ও খৃষ্টান হইবার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। যে অবস্থায় এই উম্মতের প্রতি সহস্র সহস্র দুর্নাম আরোপ করা হইয়াছে, এবং কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী হওয়াও তাহাদের ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল, এরূপ অবস্থায় খোদাতা'লার 'ফযল' বা অনুগ্রহ বিকাশের জন্য ইহা আবশ্যক ছিল যে, পূর্ববর্তী খৃষ্টান জাতি হইতে যেমন এই উম্মত উহাদের মন্দ বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াছে তদ্রূপ তাহারা উহাদের ভাল জিনিষগুলিরও উত্তরাধিকারী হয়।

এই জন্যই খোদাতা'লা সূরা ফাতেহার اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, এই উম্মতের কতক লোক অতীতের নবীগণের পুরস্কারও লাভ করিবেন এবং এমন নয় যে, তাহারা কেবল ইহুদী বা

খৃষ্টান হইবে এবং তাহাদের মন্দ বিষয়গুলিই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ভাল বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে পারিবে না। 'সূরা তাহরীমে'ও এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই উম্মতের কোন কোন ব্যক্তি মরিয়ম সিদ্দীকার সদৃশ হইবেন, যিনি সাধুতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহার গর্ভে ঈসার রূহ্ ফুকিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার গর্ভে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়। এই আয়াতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, এই উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হইবেন যিনি প্রথমে মরিয়মের মর্যাদা লাভ করিবেন, অতঃপর তাঁহার মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইবে, ফলে মরিয়ম হইতে ঈসার আবির্ভাব হইবে-অর্থাৎ তিনি মরিয়মী গুণ হইতে ঈসায়ী গুণে রূপান্তরিত হইবেন যেন মরিয়মরূপ গুণ ঈসা-রূপ সন্তান প্রসব করিল এবং এইরূপে তিনি ইব্‌নে মরিয়ম নামে অভিহিত হইবেন এমন 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম আমার নাম মরিয়ম রাখা হইয়াছে এবং এই বিষয়ের প্রতি উক্ত গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠার ইলহামে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইলহামটি এই أَنّٰى لَكِ هٰذَا অর্থাৎ 'হে মরিয়ম! তুমি এই নেয়ামত কোথা হইতে পাইলে?' আবার এই গ্রন্থের ২২৬ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ এই ইলহামে উল্লেখ আছে هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ অর্থাৎ 'হে মরিয়ম! খেজুর গাছটিকে ঝাঁকুনি দাও'। অতঃপর বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৯৬ পৃষ্ঠায় এই ইলহাম আছে

يَا مَرْيَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ نَفَخْتُ فِيكَ مِنْ لَّدُنِّي رُوحَ الصِّدْقِ

অর্থাৎ 'হে মরিয়ম! তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব সহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর, আমি আমার তরফ হইতে তোমার মধ্যে নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছি। খোদাতা'লা এই ইলহামে আমার নাম 'রূহুস্-সিদ্‌ক' রাখিয়াছেন। ইহা

نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا *(সূরা তাহরীমঃ ১৩ আয়াত)*

আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ এই স্থলে যেন রূপকভাবে মরিয়মের গর্ভে ঈসার রূহের প্রবেশ ঘটিল যাহার নাম 'রূহুস্ সিদ্‌ক'। অবশেষে উক্ত গ্রন্থের ৫৫৬ পৃষ্ঠায় মরিয়মের গর্ভে যেই ঈসা ছিল তাহার জন্ম সর্ম্পকে পুনরায় এই ইলহাম হয় يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এখানে আমার নাম ঈসা রাখা হইয়াছে এবং এই ইলহাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে, সেই ঈসার জন্ম হইয়া গিয়াছে যাহার রূহের ফূৎকার সম্বন্ধে ৪৯৬ পৃষ্ঠায়

উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কারণে আমাকে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম বলা হইয়াছে, কেননা মরিয়মী অবস্থা হইতে আমার ঈসায়ী অবস্থা খোদতা'লার ফুৎকারের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। *(পৃষ্ঠা-৪৯৬ ও ৫৫৬, বারাহীনে আহ্‌মদীয়া)।*

সূরা তাহ্‌রীমে এই ঘটনাকেই ভবিষ্যদ্বাণীর রূপে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রথমে এই উম্মতের কোন ব্যক্তিকে মরিয়ম গুণসম্পন্ন করা হইবে, ইহার পর এই মরিয়মের মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তিনি এই মরিয়মী অবস্থারূপ গর্ভে এক দীর্ঘকাল প্রতিপালিত হইয়া ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এইরূপে তিনি **ঈসা ইবনে মরিয়ম** বলিয়া অভিহিত হইবেন। মুহাম্মদী ইব্‌নে মরিয়ম সম্বন্ধে ইহা সেই ভবিষ্যদ্বাণী যাহা কুরআন শরীফের সূরা তাহ্‌রীমে আজ হইতে তেরশত বৎসর পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুনরায় বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদাতা'লা স্বয়ং তাহ্‌রীমের এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। কুরআন শরীফ বিদ্যমান আছে। একদিকে কুরআন শরীফ রাখ ও অপর দিকে 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' রাখ। অতঃপর বিচার, বুদ্ধি ও তাক্‌ওয়ার সহিত চিন্তা করিয়া দেখ- যে, ভবিষ্যদ্বাণীর কথা-সূরা তাহ্‌রীমে উল্লেখ ছিল অর্থাৎ 'এই উম্মতেও কোন ব্যক্তি মরিয়ম বলিয়া অভিহিত হইবেন, অতঃপর মরিয়ম হইতে ঈসার সৃষ্টি হইবে যেন তাহা (মরিয়ম) হইতে জন্মলাভ করিবেন'-বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার ইলহামে তাহা কিভাবে পূর্ণ হইয়াছে ! ইহা কি মানুষের ক্ষমতাধীন ? ইহা কি আমার অধিকারে ছিল? আর আমি কি কুরআন শরীফ নাযিল হইবার সময় উপস্থিত ছিলাম যে, আমাকে ইব্‌নে মরিয়মে রূপান্তরিত করিবার জন্য কোন আয়াত নাযিল করিতে অনুরোধ করি যাহাতে আমার বিরুদ্ধে এই আপত্তির খন্ডন করা যাইতে পারে যে, 'কেন আমাকে ইব্‌নে মরিয়ম বলা হইল'? আজ হইতে বিশ- বাইশ বৎসর বরং আরও অধিক কাল পূর্বে কি আমার পক্ষে এরূপ পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভবপর ছিল যে, আমি নিজ হইতে ইলহাম গড়িয়া প্রথমে আমার নাম মরিয়ম রাখিতাম এবং আরও অগ্রসর হইয়া মিথ্যা ইলহাম রচনা করিতাম যে, প্রথম যুগে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যে ঈসার রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অবশেষে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের ৫৫৬ পৃষ্ঠায় ইহা লিখিয়া দিতাম যে,'এখন আমি মরিয়ম হইতে ঈসাতে রূপান্তরিত হইয়াছি'।

হে বন্ধুগণ! চিন্তা কর এবং খোদাকে ভয় কর। ইহা কখনও মানুষের কর্ম নহে। এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব মানুষের বুদ্ধি ও ধারণার অতীত। আজ হইতে বহুপূর্বে বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থ রচনাকালে যদি এইরূপ অভিসন্ধি আমার কল্পনায় আসিত, তবে সেই গ্রন্থেই আমি কেন এই কথা লিখিতাম যে, ঈসা-মসীহ্ ইব্‌নে

মরিয়ম আকাশ হইতে দ্বিতীয় বার আগমন করিবেন? কিন্তু যেহেতু খোদাতা'লা জানিতেন যে, পূর্ব হইতে রহস্যটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে এই প্রমাণটি দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাই যদিও তিনি বারাহীনে আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় খন্ডে আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছেন, এইরূপেই যেমন ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমি দুই বৎসর যাবৎ মরিয়ম-রূপ অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়া পর্দার আড়ালে বর্ধিত হইতেছিলাম, অতঃপর এই অবস্থায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যেও ঈসা (আঃ)-এর রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রূপক-ভাবে আমাকে গর্ভবতী নির্দেশ করা হইয়াছে (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া: চতুর্থ খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা), অবশেষে কয়েকমাস পরে, যাহা দশ মাসের অধিক হইবে না, এই ইলহাম দ্বারা যাহা সর্বশেষে 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' চতুর্থ খন্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, আমাকে মরিয়ম হইতে ঈসাতে পরিণত করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপেই **আমি ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম হইয়াছি।**

বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ প্রণয়নকালে এই নিগূঢ় রহস্যের কথা খোদাতা'লা আমাকে জ্ঞাত করেন নাই– অথচ এই রহস্য সংক্রান্ত যাবতীয় ওহীই আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্ত আমাকে ইহার তাৎপর্য এবং শৃঙ্খলার বিষয় জ্ঞাত করা হয় নাই। এই কারণেই আমি ঐ গ্রন্থে মুসলমানদের প্রচলিত আকীদাই লিখিয়া দিয়াছিলাম যেন আমার সরলতা ও অকপটতার বিষয়ে উহা সাক্ষী হয়। আমার ঐ লিখা ইলহামী উক্তি ছিল না বরং প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী তাহা ছিল, বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য উহা সনদযোগ্য নয়। কারণ, আমি নিজের পক্ষ হইতে কোন অদৃশ্য বিষয় জানার দাবী করি না যে পর্যন্ত না খোদাতা'য়ালা স্বয়ং আমাকে সেই বিষয় জ্ঞাত করেন। সুতরাং তদবধি আল্লাহ্‌র হিকমত ও উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' গ্রন্থের কোন কোন ইলহামী রহস্য আমার অবোধ্য থাকে, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে ঐ সকল রহস্যের তাৎপর্য আমাকে বুঝানো হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এইরূপে মসীহ্ মাওউদ হইবার আমার এই দাবী কোন নূতন বিষয় নহে। ইহা সেই দাবী যাহা 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' গ্রন্থে বার বার স্পষ্ট ভাষায় লিখা হইয়াছে। এস্থলে আমি আর একটি ইলহামেরও উল্লেখ করিতেছি। ঐ ইলহামটি আমি আমার অন্য কোন পুস্তিকায় বা ইশ্‌তেহারে প্রকাশ করিয়াছি কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু একথা স্মরণ থাকে যে, শতশত লোককে উহা আমি শুনাইয়াছিলাম এবং আমার সংরক্ষিত ইলহামসমূহের মধ্যে ইহা বর্তমান আছে। ইহা ঐ সময়ের ইলহাম, যখন খোদাতা'লা আমাকে মরিয়ম উপাধি দান করেন এবং উহার পরে রূহ্ ফুৎকারের বিষয়ে ইলহাম করেন। অতঃপর এই ইলহাম হয়

فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

'অতঃপর প্রসব বেদনা মরিয়মকে অর্থাৎ এই অধমকে, খেজুর বৃক্ষের দিকে লইয়া আসিল। অর্থাৎ জনসাধারণ, অজ্ঞ লোক ও অবুঝ আলেমগণের সংস্পর্শে আনিয়া দিল যাহাদের নিকট ঈমানের ফল ছিল না, যাহারা কুফরীর ফতওয়া দিয়াছিল, অবজ্ঞা-অবমাননা করিল, গালা গালি করিল এবং শত্রুতার এক ঝড় উঠাইল। তখন মরিয়ম বলিল, 'হায়! আমি যদি এর আগে মৃত্যুবরণ করিতাম এবং আমার নাম-নিশানাও যদি বাকি না থাকিত!' ইহা সেই বিক্ষোভের প্রতি ইঙ্গিত, যাহা শুরুতে মৌলভীদের পক্ষ হইতে সমবেতভাবে উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা আমার এই দাবী সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যেক উপায়ে আমাকে ধবংস করিতে চেষ্টা করে। অজ্ঞ লোকদের এইরূপ হৈ হুল্লোড় দেখিয়া আমার মনে তখন যে বেদনা ও কষ্ট হইয়াছিল, খোদাতা'লা এখানে উহার চিত্র অংকিত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আরও ইলহাম ছিল, যথা

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا - مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَءَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا

ইহার সঙ্গে আরও একটি ইলহাম 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের ৫২১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে উহা এই

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ - وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا - قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ تَمْتَرُوْنَ

('বারাহীনে আহমদীয়া'-এর ৫১৬ পৃষ্ঠার ১২ ও ১৩ ছত্র দ্রষ্টব্য)

অনুবাদ- "এবং লোকেরা বলিল, 'হে মরিয়ম! তুমি একি অসংগত ও ঘৃণ্য কর্ম করিয়াছ যাহা সাধুতার পরিপন্থী ! তোমার পিতা ও তোমার মাতা তো এইরূপ ছিলেন না,* কিন্তু 'খোদাতা'লা তাঁহার বান্দাকে এই সকল অপবাদ হইতে মুক্ত করিবেন। আমরা তাহাকে (অর্থাৎ এই দাবীকারককে) মানবের জন্য এক নিদর্শন করিব, এবং ইহা আদিকাল হইতেই অবধারিত ছিল এবং এইরূপই হইবার ছিল। এই হইল ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহাকে লোকে সন্দেহ করিতেছে। ইহাই সত্যবাণী'। এগুলি সবই "বারাহীনে আহমদীয়া" গ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং এই ইলহাম মূলতঃ কুরআন শরীফের আয়াত যাহা হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যে ঈসাকে লোকে জারয সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেই আল্লাহ্তা'লা এই সমস্ত আয়াতে বলিতেছেন যে,

---

* *নোট-এই ইলহাম প্রসঙ্গে আমার স্মরণ হইল যে, বাটালাতে ফযলশাহ্ কিংবা মেহের শাহ্ নামীয় জনৈক সৈয়্যদ ছিলেন। আমার পিতার সহিত তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। আমার মসীহ্ মাওউদ হইবার দাবীর সংবাদ কেহ তাহার নিকট পৌঁছাইলে তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিলেন, 'তাহার পিতা অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন' অর্থাৎ মিথ্যা প্রবঞ্চনা হইতে দূরে এবং সরল ও পবিত্র চিত্ত মুসলমান ছিলেন। তদ্রূপ আরও অনেকে বলিয়াছিল যে, তুমি এইরূপ দাবী করিয়া তোমার বংশকে কলংকিত করিয়াছ।*

'আমরা তাঁহাকে আমাদের এক নিদর্শন করিব।' এই সেই ঈসা যাহার প্রতীক্ষা করা হইতেছিল। ইলহামী ভাষায় মরিয়ম এবং ইব্‌নে মরিয়ম দ্বারা আমাকেই বুঝাইতেছে। আমারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'আমরা তাহাকে নিদর্শন করিব' এবং আরও বলা হইয়াছে, এই সেই ঈসা ইবনে মরিয়ম যাহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। মানুষ যাহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিতেছে, ইনিই সত্যবাদী। যাহার আগমনের কথা ছিল, এই ব্যক্তিই তিনি'। মানুষের সন্দেহ কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত তাহারা বাহ্যিকতার উপাসক, খোদাতা'লার রহস্যাবলী বুঝিতে পারে না এবং প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই।

ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, সূরা ফাতেহার মহান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

এই দোয়াটি অন্যতম। যে স্থলে ইঞ্জিলের দোয়ায় রুটি চাওয়া হইয়াছে, সেই স্থলে এই দোয়ায় খোদাতা'লার নিকট হইতে ঐ সমুদয় 'নেয়ামত প্রার্থনা করা হইয়াছে যাহা পূর্বেকার রসূল ও নবীগণকে দেওয়া হইয়াছিল। এই তুলনাটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, এবং যেমন হযরত মসীহ্‌র দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে **খৃষ্টানদের খাদ্য দ্রব্যের সংস্থান প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে** তদ্রূপ কুরআন শরীফের এই দোয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার ফলে সৎ ও পুণ্যবান মুসলমান হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে **সিদ্ধ-পুরুষগণ** বনী ইস্রাঈল জাতির নবীগণের **উত্তরাধিকারী** সাব্যস্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই উম্মতের মধ্য হইতে মসীহ্ মাওউদের জন্ম হওয়াও এই দোয়ারই **ফল**। কারণ, যদিও অপ্রকাশ্যভাবে বহু সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি বনী ইসরাঈল জাতির নবীগণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উম্মতের মসীহ্ মাওউদকে প্রকাশ্যভাবে খোদাতা'লার আদেশ ও হুকুমে ইসরাঈলী মসীহ্‌র বিপরীতে দন্ডায়মান করা হইয়াছে, যেন **হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সেলসেলার** সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই **এই মসীহ্‌কে** ইবনে মরিয়মের সহিত সাদৃশ্য করা হইয়াছে। এমনকি এই ইব্‌নে মরিয়মের বিপদাবলীও ইসরাঈলী ইবনে মরিয়মের ন্যায়ই উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈসা ইব্‌নে মরিয়মকে যেমন খোদাতা'লার ফুৎকারে সৃষ্টি করা হইয়াছিল তদ্রূপ এই মসীহ্‌ও সূরা তাহ্‌রীমের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেবল খোদাতা'লার ফুৎকারেই মরিয়মের গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। ঈসা ইব্‌নে মরিয়মের জন্ম গ্রহণে যেমন অনেক সোরগোল উঠিয়াছিল এবং অন্ধ বিরুদ্ধবাদীগণ মরিয়মকে বলিয়াছিল لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

(অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছ - অনুবাদক -সূরা মরিয়াম ২৮ আয়াত)। সেইরূপ এইস্থলেও এরূপ বলা হইয়াছে এবং কেয়ামত সদৃশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে যেমন ইস্‌রাইলী মরিয়মের প্রসবের সময় খোদাতা'লা বিরুদ্ধবাদীগণকে ঈসা(আঃ) সম্বন্ধে উত্তর দিয়াছে-

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

(অর্থাৎ (ইহা এই জন্য করিব) যে, আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তকদীরে অবধারিত হইয়া আছে। -অনুবাদক, সূরা মরিয়ম আয়াত ২২)।

তদ্রূপ আমার সম্বন্ধেও খোদাতা'লা আমার আধ্যাত্মিক প্রসবের সময়, যাহা রূপকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীগণকেও **ঠিক এই উত্তরই দিয়াছেন,** এবং তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, "তোমরা তোমাদের প্রতারণা দ্বারা তাহাকে ধবংস করিতে পারিবে না। আমি তাহাকে মানবের জন্য **রহমতের নিদর্শন করিব** এবং এইরূপ হওয়া আদিকাল হইতে অবধারিত ছিল।" অতঃপর ইহুদী আলেমগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যেরূপ তক্‌ফীরের (কুফরীর) ফতওয়া দিয়াছিল এবং এক দুষ্ট ইহুদী পন্ডিত সেই ফতওয়ার পান্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিল এবং অন্যান্য পন্ডিতগণ তাহাতে রায় দিয়াছিল, এমনকি বায়তুল মুকাদ্দসের শত শত আলেম- ফাযেল, যাহাদের অধিকাংশ আহ্‌লে-হাদীস (হাদীসপন্থী) ছিল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কুফরীর মোহর (স্বাক্ষর যুক্ত অভিমত) দিয়াছিল * **আমার প্রতিও অবিকল এইরূপ ব্যবহারই করা**

---

* *হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে ইহুদীগণ বহু ফিরকায় বিভক্ত হইলেও যাহদিগকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা যাহারা তওরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারা তওরাতকে ভিত্তি করিয়া উহা হইতেই সমস্ত মাসায়েল (ধর্মকর্ম বিষয়ক নিয়মাবলী) সংগ্রহ করিয়া লইত। দ্বিতীয়তঃ আহ্‌লে হাদীস ফেরকা যাহারা তওরাতের উপর হাদীসকে কাযী (বিচারক) বলিয়া মনে করিত এই আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায় ইসরাঈলী দেশে বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহারা এরূপ হাদীসসমূহের উপর আমল করিত, যেগুলির অধিকাংশ তওরাতের বিরোধী ও বিপরীত ছিল। তাহাদের যুক্তি এই ছিল যে, কোন কোন মসায়েল যথা, এবাদত, আদান-প্রদান, এবং আইনের ব্যবস্থা তওরাতে পাওয়া যায় না এবং এইরূপ বিষয় সম্বন্ধে হাদীস হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। তাহাদের হাদীস গ্রন্থের নাম ছিল 'তালমুদ'। উহাতে প্রত্যেক নবীর যুগের হাদীসসমূহ উল্লিখিত ছিল, কিন্তু ঐ সকল হাদীস দীর্ঘকাল যাবত মৌখিতভাবে প্রচলিত ছিল এবং দীর্ঘকাল পর ঐগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কারণেই উহাদের সহিত কতক মওযুয়াতও (উপযুক্ত প্রমাণবিহীন বা ভ্রান্তিমূলক বিষয়ও) মিশ্রিত হইয়া পড়ে। ঐ সময় ইহুদীগণ ৭৩ 'ফেরকায়' বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রত্যেক ফেরকারই নিজেদের পৃথক পৃথক হাদীস ছিল, মোহাদ্দিসগণতো তওরাতের প্রতি মনযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা হাদীসের উপর আমল করিত-*

হইয়াছে যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ধর্মদ্রোহিতার এই ফতওয়া দেওয়ার ফলে তাঁহাকে ভীষণ উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, জঘন্য গাল মন্দ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা ও কুবাক্যপূর্ণ পুস্তকাদি রচনা করা হইয়াছে - **এখানেও (আমার সম্বন্ধে) একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।** যেন আঠার শত বৎসর পর সেই ঈসার জন্ম হইয়াছে এবং সেই ইহুদী পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হায়! غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থই ছিল যাহা খোদাতা'লা পূর্ব হইতেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল লোক ইহুদীদিগের مغضوب عليهم এর ন্যায় দশা-গ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করিল না। এই সাদৃশ্যের এক **ইট** খোদাতা'লা স্বহস্তে এই রূপে সংস্থাপন করিলেন যে, ঠিক চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে **ইসলামী মসীহ্** করিয়া প্রেরণ করিয়াছে, যেরূপ ঈসা ইব্নে মরিয়ম চৌদ্দ শতাব্দীর শুরুতে আগমন করিয়াছিলেন। খোদাতা'লা আমার জন্য মহা পরাক্রমশালী নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছেন। আকাশের নীচে কোন বিরুদ্ধবাদী মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই যে, এইগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দুর্বল, তুচ্ছ মানব খোদাতা'লার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কিরূপে করিতে পারে। ইহা তো সেই বুনিয়াদী ইট যাহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে রাখা হইয়াছে। এই যে ব্যক্তিই ইহা ভাঙ্গিতে চাহিবে সে-ই অকৃতকার্য হইবে। কিন্তু এই ইট যখন ঐ ব্যক্তির উপর পতিত হইবে, তখন তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে, কেননা এই ইটও খোদার এবং হাতও খোদার।। ইহার বিরুদ্ধে আর এক ইট আমার বিরুদ্ধাচারীগণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে যেন তাহারা আমার সহিত ঐরূপ কার্য করে যাহা তৎকালীন ইহুদীগণ করিয়াছিল। এমনকি আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য এক খুনের মোকদ্দমাও বানানো হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমার খোদা পূর্বেই আমাকে সংবাদ দিয়া দিয়াছিলেন। আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা বানানো

---

*তওরাত যেন পরিত্যক্ত ও বিবর্জিত বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। তওরাতের মীমাংসা হাদীস অনুযায়ী হইলে তাহা পালন করিত, নতুবা তাহা পরিত্যাগ করিত অতঃপর ঐরূপ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হন। তাঁহার লক্ষ্য বিশেষ করিয়া সেই মোহাদ্দিসগণের প্রতিই ছিল যাহারা তওরাত অপেক্ষা ঐ সমস্ত হাদীসকে অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিত। নবীগণের লিপিতে পূর্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, যখন ইহুদীরা বহুদলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহারা খোদাতা'লার কেতাব ছাড়িয়া তৎপরিবর্তে হাদীসের উপর আমল করিবে, তখন তাহাদিগকে এক **ন্যায়-নিষ্ঠ হাকেম** (বিচারক) প্রদান করা হইবে। তাঁহার নাম মসীহ্ হইবে। কিন্তু তাহারা (ইহুদীগণ) তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না। অবশেষে তাহাদের উপর ভীষণ আযাব অবতীর্ণ হইবে এবং সেই আযাবই ছিল প্লেগ। নাউযুবিল্লাহ্ মিনহা, (অর্থাৎ -এইরূপ আযাব হইতে আমরা খোদাতা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করি)।*

হইয়াছিল, তাহা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের মোকদ্দমা অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ছিল। কেননা তাঁহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করা হইয়াছিল, তাহার ভিত্তি কেবল মাত্র ধর্মীয় মত বৈষম্যের উপর ছিল যাহা বিচারকের নিকট এক সামান্য বিষয় ছিল, বরং কিছুই ছিল না; কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল উহা হত্যার ব্যবস্থা করার দাবী ছিল। এবং মসীহ্‌র মোকদ্দমায় যেমন ইহুদী মৌলবীগণ সাক্ষ্য দিয়াছিল, তদ্রূপ আমার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমাতেও মৌলবীদের মধ্য হইতে কাহারও সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক ছিল। তাই এই কার্যের জন্য খোদাতা'লা মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীকে নির্বাচিত করিলেন। তিনি এক লম্বা জুব্বা পরিধান করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিলেন। মসীহ্‌কে ক্রুশে দিবার জন্য সরদার কাহেন যেমন আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল, তদ্রূপ এই ব্যক্তিও উপস্থিত হইল। প্রভেদ শুধু এই ছিল যে, সরদার কাহেন পীলাতের আদালতে আসন পাইয়াছিল, কারণ ইহুদীদের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে রোমান গভর্ণমেন্ট আদালতে বসিতে আসন দিতেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন। তাই সরদার কাহেন আদালতের নিয়মানুযায়ীই আসন পাইয়াছিল এবং মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম এক অপরাধীর ন্যায় আদালতের সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু আমার মোকদ্দমায় ইহার বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ শত্রুদের আশার বিপরীত কাপ্তান ডগলাস, যিনি পীলাতের স্থলে বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, **আমাকে আসন দান করিলেন**, এবং এই পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগের পিলাত অপেক্ষা অধিকতর সুনীতিপরায়ণ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। কেননা বিচার কার্যে তিনি সাহস ও ধৈর্য সহকারে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিলেন, অধিকন্তু তিনি সুপারিশেরও কোন পরওয়া করিলেন না এবং স্বজাতি ও স্বধর্মের ভাবনাও তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাইল না। তিনি পূর্ণভাবে সুবিচার করিয়া এমন এক আদর্শ প্রদর্শন করিলেন যে, যদি তাঁহাকে জাতির গৌরব ও বিচারপতিগণের আদর্শ বলা হয় , তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না। ন্যায়-বিচার এক সুকঠিন ব্যাপার। যাবতীয় সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিচার আসনে না বসা পর্যন্ত মানুষ কখনও এই কর্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারে নাই। কিন্তু আমরা এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, **বর্তমান** পীলাত এই কর্তব্যটি পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়াছেন যদিও প্রথম পীলাত যিনি রোমান ছিলেন, এই কর্তব্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং যাহার ভীরুতার ফলে মসীহ্‌কে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই প্রভেদটি দুনিয়া কায়েম থাকা অবধি আমাদের জামাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং যতই এই জামাত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, ততই প্রশংসার সহিত এই ন্যায়-পরায়ণ বিচারকের

আলোচনা হইতে থাকিবে এবং ইহা তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে, খোদাতা'লা তাঁহাকেই এই কার্যের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন। একজন বিচারকের জন্য ইহা কিরূপ এক পরীক্ষার স্থল যে, দুই পক্ষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তন্মধ্যে একপক্ষ তাঁহার স্বধর্মের মিশনারী এবং অপর পক্ষ তাঁহার ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী। তাঁহার নিকট বর্ণনা করা হয় যে, প্রতিপক্ষ তাঁহার ধর্মের ঘোরবিরোধী, কিন্তু এই নির্ভিক পীলাত (অর্থাৎ কাপ্তান ডগলাস) বড়ই ধৈর্য ও স্থিরতার সহিত এই পরীক্ষায় অবিচল ছিলেন। তাঁহাকে (প্রতিপক্ষের) ঐ সমস্ত পুস্তকের সেই অংশগুলিও দেখানো হইয়াছিল যাহা জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন খৃষ্ট ধর্মের প্রতি কটূক্তি মনে করা হইত এবং এইরূপে এক বিরুদ্ধ আন্দোলন তৈরী করা হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা দেয় নাই, কারণ তিনি তাঁহার জ্যোতিষ্মান বিবেকের সাহায্যে প্রকৃত সত্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি সরল অন্তঃকরণে মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাই খোদাতা'লা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ও তাঁহার হৃদয়ে সত্যিকার বিষয় ইলহাম করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সত্য তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন যে, সুবিচারের পথ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ন্যায়ের খাতিরেই তিনি বাদীর মোকাবেলায় আমাকে চেয়ার দিলেন, এবং যখন মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) সরদার কাহেনের ন্যায় বিরোধিতামূলক সাক্ষ্য দিতে আসিয়া আমাকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল এবং আমার যে অমর্যাদা দেখিবার জন্য তাহার চক্ষু লালায়িত ছিল, তাহা দেখিতে পাইলা না, তখন সম-মর্যাদা লাভকেই আশীর্বাদ মনে করিয়া বর্তমান পীলাতের (কাপ্তান ডগলাসের) নিকট সে আসন প্রার্থনা করিল। কিন্তু এই পিলাত তিরষ্কারের সাথে তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "**তোমাকে ও তোমার বাপকে কখনও** আসন দেওয়া হয় নাই এবং আমার অফিসে তোমাকে আসন দেওয়ার জন্য কোন নির্দেশ নাই।"

এখানে এই প্রভেদটিও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রথম পীলাত ইহুদীদিগকে ভয় করিয়া তাহাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত সাক্ষীকে আসন দিয়াছিলেন এবং হযরত মসীহ্‌কে, যিনি অপরাধীরূপে আনীত হইয়াছিলেন, দন্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, অথচ তিনি মনে প্রাণে মসীহ্‌র মঙ্গলাকাংখী ছিলেন বরং তাঁহার শিষ্যের ন্যায় ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী মসীহ্‌র এক বিশিষ্ট শিষ্যা ছিলেন যিনি ওলীউল্লাহ্ বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু ভয় ও ভীতি তাঁহাকে এরূপ কার্য করিতে বাধ্য করিল যে, তিনি নির্দোষ মসীহ্‌কে অন্যায়ভাবে ইহুদীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার ন্যায় (তাঁহার বিরুদ্ধে) কোন খুনের অভিযোগ ছিল না, কেবল সাধারণ রকমের ধর্ম-বৈষম্য ছিল, কিন্তু সেই রোমান পীলাত মনের বলে বলীয়ান ছিলেন না। রোম সম্রাটের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে শুনিয়া তিনি

ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রথম পীলাত আর এই পীলাতের মধ্যে স্মরণযোগ্য আর একটি সাদৃশ্য এই যে, মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে প্রথম পীলাত ইহুদীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না', তদ্রূপ শেষযুগের মসীহ্ যখন শেষ যুগের পীলাতের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং এই মসীহ্ বলিলেন যে, 'আমাকে জবাব দেওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া আবশ্যক, কারণ আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হইয়াছে', তখন এই যুগের পীলাত বলিলেন, 'আমি আপনাকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করি নাই।'

উভয় পীলাতের এই দুইটি উক্তি পরস্পর সম্পূর্ণ অনুরূপ। যদি প্রভেদ থাকে তবে শুধু এই যে, প্রথম পীলাত আপন কথার উপর কায়েম থাকিতে পারেন নাই, এবং যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, রোমান সম্রাটের সমীপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে, তখন তিনি ভীত হইয়া পড়েন এবং হযরত মসীহ্‌কে রক্ত পিপাসু ইহুদীদের হাতে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেন, যদিও তিনি ঐরূপ সমর্পণে মনক্ষুণ্ন ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীও মনক্ষুন্না ছিলেন, কারণ তাঁহারা উভয়েই মসীহ্‌র অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ানক উত্তেজনা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য মসীহ্‌কে ক্রুশ হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি গোপনে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাতে তিনি সফলকামও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সব কিছু তিনি করিয়াছিলেন মসীহ্‌কে ক্রুশে চড়াইবার পর, মসীহ্ কঠোর যন্ত্রণায় মুর্চ্ছিত হইয়া মৃত প্রায় হইলে পর।

যাহা হউক, রোমান পীলাতের চেষ্টায় মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মের জীবন রক্ষা হইয়াছিল এবং জীবন রক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই মসীহ্‌র প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল।* *(ইব্রীয় : পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম আয়াত দ্রষ্টব্য)*

অতঃপর মসীহ্ দেশ হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তোমরা শুনিয়াছ যে, শ্রীগরে, খানইয়ার

---

* *মসীহ্ নিজেও ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, 'ইউনুসের নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন দেখানো হইবে না'। সুতরাং মসীহ্ ইহা দ্বারা এই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, 'ইউনুস নবী যেমন জীবিতাবস্থায়ই মাছের পেটে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জীবিতাবস্থায়ই সেখান হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও জীবিতাবস্থায় কবরে প্রবেশ করিব এবং জীবিতাবস্থায়ই বাহির হইব।' সুতরাং মসীহ্ জীবিতাবস্থায় ক্রুশ হইতে অবতরণ করিয়া জীবিতাবস্থায়ই কবরে প্রবেশ না করিলে এই নিদর্শন কেমন করিয়া পূর্ণ হইত ? হযরত মসীহ্ বলিয়াছিলেন, 'অন্য কোন নিদর্শন দেখানো হইবে না'। এই উক্তি দ্বারা যেন তিনি ঐ সকল লোকের এই ধারণা রদ করিয়াছেন, যাহারা বলিয়া থাকে যে, মসীহ্ এই নিদর্শনও দেখাইয়াছেন যে, তিনি আকাশে আরোহণ করিয়াছেন।*

মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। এই সবই পীলাতের চেষ্টার ফল, কিন্তু তথাপি সেই প্রথম পীলাতের যাবতীয় কার্য ভীরুতার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। 'আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোন অপরাধ দেখিতে পাইতেছি না।' বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যদি তিনি মসীহ্‌কে মুক্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় ছিল না, এবং মুক্তি দিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল, কিন্তু রোমান সম্রাটের নাম শুনিয়া তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে এই শেষ যুগের পীলাত পাদরীদের ভীড় দেখিয়া ভীত হইলেন না, অথচ এ স্থলেও ব্রিটিশ শাসন ছিল, কিন্তু এই ব্রিটিশ সম্রাট সেই রোমান সম্রাট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই চাপ সৃষ্টি করিয়া বিচারককে ন্যায়চ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের ভয় দেখানো কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাহা হউক প্রথম মসীহ্‌র তুলনায় শেষ যুগের মসীহ্‌র বিরুদ্ধে অনেক বেশী আন্দোলন ও ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধবাদীরাও সমস্ত জাতির অধিনায়কগণ সকলেই একত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ যুগের পীলাত সত্যের সমাদর করিলেন এবং তাঁহার সেই উক্তি পূর্ণ করিয়া দেখাইলেন যাহা তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি আপনাকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করি না।' সুতরাং তিনি সাহসিকতার সহিত আমকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রথম পীলাত মসীহ্‌কে বাঁচাইবার জন্য ফন্দি-কৌশলের আশ্রয় নিয়াছিলেন কিন্তু এই পীলাত ন্যায়-বিচারের যাবতীয় দাবী এরূপভাবে পূর্ণ করিলেন যে, তাহাতে ভীরুতর নাম গন্ধও ছিল না। যেদিন আমি মুক্তি লাভ করি সেই দিন মুক্তি সেনার এক চোরকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। এরূপ ঘটিবার কারণ এই ছিল যে, প্রথম মসীহ্‌র সঙ্গেও এক চোর ছিল, কিন্তু শেষ মসীহ্‌র সঙ্গী ধৃত চোরকে প্রথম মসীহ্‌র সঙ্গী ধৃত চোরের ন্যায় ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় নাই এবং তাহার হাড়ও ভাঙ্গা হয় নাই বরং তাহার মাত্র তিন মাসের কারাদন্ড হইয়াছিল।

এখন আমি পুনরায় আমার বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে লিখিতেছি যে, সূরা ফাতেহায় এত সত্য, সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে যাহা লিখিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থেও তাহার সংকুলান হইবে না। এই প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ দোয়াটির প্রতি লক্ষ্য করুন যাহা সূরা ফাতেহায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এই দোয়ায় এমন এক পূর্ণ তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র চাবিস্বরূপ। আমরা কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি না এবং তদ্দারা উপকৃত হইতে পারি না, যে পর্যন্ত আমরা সেই বিষয় লাভের সঠিক পথ না পাই। দুনিয়ার যত কঠিন ও

জটিল বিষয় আছে, তাহা রাজত্ব বা মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধীয়ই হউক, বা রণকৌশল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিতই হউক, বা প্রকৃতি ও পদার্থ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কিতই হউক, বা শিল্প, চিকিৎসা পদ্ধতি, রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা সম্বন্ধেই হউক, কিংবা ব্যবসা ও কৃষি সংক্রান্তই হউক, এই সমুদয় কার্য কিভাবে আরম্ভ করিতে হইবে সেই সঠিক পথের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত উহাতে কৃতকার্য হওয়া সুকঠিন ও অসম্ভব। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বিপদের সময় বিপদমুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া দিবা-রাত্রি চিন্তা-ভাবনা করা আপন অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে। প্রত্যেক শিল্প, আবিষ্কার এবং সমুদয় জটিল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় পন্থা লাভ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং পার্থিব ও ধর্মীয় যাবতীয় উদ্দেশ্য লাভের জন্য প্রকৃত দোয়া হইল উপায় উদ্ভাবনের জন্য দোয়া। কোন বিষয়ে সহজ ও সঠিক পন্থা লাভ হইলে খোদাতা'লার ফযলে সে কার্যও নিশ্চয় সাধিত হয়। খোদাতা'লার কুদরত ও হিকমত প্রত্যেক উদ্দেশ্য লাভের জন্য একটি উপায় রাখিয়াছেন। যথা, কোন রোগের যথাযথ চিকিৎসা হইতে পারে না, যে পর্যন্ত সেই রোগের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য এবং ঔষধের ব্যবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য এরূপ এক উপায় উদ্ভাবিত না হয়, যে সম্বন্ধে বিবেক এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই উপায় অবলম্বনে কৃতকার্যতা লাভ হইবে। বস্তুতঃ দুনিয়াতে কোন কার্য-পরিচালনা সম্ভব হইতেই পারে না, যে পর্যন্ত সেই কার্যের জন্য কোন উপায় সৃষ্টি না হয়। সুতরাং উপায় অনুসন্ধান করা প্রত্যেক অভিষ্টান্বেষীর অপরিহার্য কর্তব্য।

যেমন পার্থিব বিষয়ে সফলতা অর্জনের প্রকৃত ব্যবস্থা লাভ করিতে প্রথম এক পন্থার আবশ্যক হয় এবং যাহা অবলম্বন করা যায়, তদ্রূপ খোদাতা'লার প্রিয় এবং তাঁহার প্রেম ও অনুগ্রহের ভাগী হওয়ার জন্যও আদিকাল হইতে একটি পন্থার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য পরবর্তী দ্বিতীয় সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হইয়াছে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ পুরস্কার লাভের পথ ইহাই, যাহা আমি (খোদাতা'লা) বর্ণনা করিতেছি।* *(পারা-১, রুকূ-১)*

সুতরাং এই দোয়া اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ একটি ব্যাপক দোয়া।

ইহা বিষয়ের প্রতি মানবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে যে, ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাবলীর সময় সর্ব প্রথম যে বিষয়ের অন্বেষণ করা মানবের জন্য অপরিহার্য

---

* *সূরা ফাতেহার সরল-সুদৃঢ় পথ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারায় যেন প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার ফলে সরল-সুদৃঢ় পথ বর্ণিত হইয়াছে।*

কর্তব্য তাহা এই যে, সে তার উদ্দেশ্য লাভের জন্য ' সেরাতে মুস্তাকীম' অর্থাৎ সরল-সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত পথ তালাশ করে। অর্থাৎ যে এইরূপ কোন প্রকৃষ্ট ও সরল-সুদৃঢ় পথ অন্বেষণ করে যদ্বারা সহজে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়, হৃদয় দৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ণ হয় এবং তাহার সকল সংশয় দূরীভূত হয়। কিন্তু ইঞ্জিলের শিক্ষানুসারে রুটি অন্বেষণকারী খোদা-অন্বেষণের পথ অবলম্বন করিবে না। রুটিই তাহার একমাত্র কাম্য। সুতরাং রুটি পাইয়া গেলে তাহার আর খোদার প্রয়োজন কি? এই কারণেই খৃষ্টানগণ সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং মানুষকে খোদা জ্ঞান করিবার মত লজ্জাজনক বিশ্বাস পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি না, অন্যদের তুলনায় মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যে কারণে তাঁহাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিবার ধারণা জন্মিল ! মোজেযার দিক দিয়া পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীই তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যথা- মূসা, আল্‌ইয়াসা' ও ইলইয়াস নবীগণ; এবং যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, সেই অস্তিত্বের (খোদাতা'লার) শপথ করিয়া বলিতেছি - যদি মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম আমার যুগে বর্তমান থাকিতেন তাহা হইলে আমি যাহা করিতে সক্ষম তাহা তিনি তিনি কখনও করিতে পারিতেন না, এবং যে সকল নিদর্শন আমার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তাহা কখনও প্রদর্শন করিতে পারিতেন না,* এবং তিনি নিজ অপেক্ষা আমার মধ্যে খোদাতা'লার 'ফযল' অধিক দেখিতে পাইতেন। আমার অবস্থাই যখন এইরূপ। তখন একবার ভাবিয়া দেখ - **সেই পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর মর্যাদা কত মহান যাঁহার দাসত্বের প্রতি আমি আরোপিত হইয়াছি।**

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

---

* *ইহার প্রমাণ-স্বরূপ 'নুযূলুল মসীহ' নামক গ্রন্থটি যাহা মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। ইহার দশ-খণ্ড মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং অতি সত্তর প্রকাশিত হইবে। পীর মেহের আলী গোলড়বীর 'তম্বুরে চিশ্‌তিয়ায়ী' নামক পুস্তকের প্রতিবাদে ইহা লিখা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পীরসাহেব নিধন প্রাপ্ত মুহাম্মদ হাসানের প্রবন্ধ চুরি করিয়া এরূপ লজ্জাস্কর ভ্রান্তিসমূহে লিপ্ত যে, উহা জানাজানি হইয়া গেলে তাহার নিকট জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িবে। সেই হতভাগ্য (মুহাম্মদ হুসেন) আমার 'এজাযুল মসীহ্' পুস্তকে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং এই দ্বিতীয় হতভাগা অন্যায়ভাবে পুস্তক রচনা করিয়া* إني مهين من أراد إهانتك *(যাহারা তোমার অপমান করিতে চাহিবে, আমি তাহদিগকে অপমানিত করিব)- এই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যস্থল হইয়াছে।* فاعتبروا يا أولي الأبصار *অর্থাৎ 'শিক্ষা গ্রহণ কর, হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ' (উক্ত 'নুযূলুল-মসীহ্' গ্রন্থটি ১৯০৭ইং সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হইয়াছে - অনুবাদক)*

এস্থলে কোন হিংসা বা ঈর্ষা করা হইতেছে না। খোদাতা'লা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন। যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে কেবল আপন অভিষ্টলাভে বিফলই হয় না, বরং মৃত্যুর পর জাহান্নামের পথ ধারণ করে। ধ্বংস হইয়াছে তাহারা যাহারা দুর্বল মানুষকে খোদা জ্ঞান করিয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে তাহারা যাহারা খোদাতা'লার মনোনীত এক বিশিষ্ট রসূলকে (সাঃ) গ্রহণ করে নাই। মুবারক (আশিসপ্রাপ্ত) তাহারা, যাহারা আমাকে চিনিতে পারিয়াছে। আমি খোদার সকল পথসমূহের মধ্যে সর্বশেষ পথ, এবং আমি তাঁহার যাবতীয় জ্যোতির মধ্যে সর্বশেষ জ্যোতিঃ। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে পরিত্যাগ করে, কারণ আমি ব্যতীত সব অন্ধকার!

হেদায়াত লাভের দ্বিতীয় উপায় যাহা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা 'সুন্নত' অর্থাৎ আঁ হযরত (সাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবন-পদ্ধতি, যাহা তিনি কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যাস্বরূপ কার্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা ঃ কুরআন শরীফ হইতে প্রকাশ্যভাবে দৈনিক পাঁচবার নামাযের রাকা'আত সম্বন্ধে জানা যায় না যে, প্রাতঃকালে এবং অন্যান্য সময়ের নামাযে ইহার সংখ্যা কত। কিন্তু 'সুন্নত' সকল বিষয় বিস্তারিত ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে যাহাতে 'সুন্নত' ও 'হাদীস' একই জিনিষ বলিয়া ভ্রম না হয়, কারণ হাদীস তো একশত বা দেড়শত বৎসর পর সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু 'সুন্নত' কুরআন শরীফের পাশাপাশিই বিদ্যমান ছিল। কুরআন শরীফের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি প্রধান অনুগ্রহ। খোদাতা'লা ও রসূল (সাঃ)-এর মাত্র দুইটি বিষয়ের দায়িত্ব ছিল এবং তাহা এই যে, খোদাতা'লা কুরআন অবতীর্ণ করিয়া নিজ বাক্য দ্বারা সৃষ্ট জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, ইহাতো ঐশীবিধানের কর্তব্য ছিল। এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কর্তব্য ছিল খোদাতা'লার বাণী ব্যবহারিকভাবে লোকদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খোদার সেই কথিত বাণীকে কর্মের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং আপন সুন্নত অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন দ্বারা কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যাদির সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ইহা বলা অসঙ্গত যে, এই সব বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব হাদীসের উপর ছিল কারণ হাদীসের অস্তিত্বের পূর্বেই জগতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।* হাদীস সংগৃহীত হওয়ার পূর্বে কি লোকে নামায পড়িত না,

---

* *আহ্‌লে হাদীসপন্থীগণ রসূল (সাঃ)-এর কাজ ও কথা উভয়কে হাদীস বলে। তাহাদের এই পরিভাষার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ 'সুন্নত' পৃথক জিনিস যাহা আঁ-হযরত (সাঃ) স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন এবং হাদীস ভিন্ন জিনিস যাহা পরবর্তীকালে সংগৃহীত হইয়াছিল।*

যাকাত প্রদান করিত না, হজ্জ পালন করিত না কিম্বা হালাল হারাম (বৈধ-অবৈধ) সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না ?

অবশ্য **হেদায়াত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস**। কারণ হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং ফেকাহ্ (ব্যাবহারিক জীবনের বিধি-বিধান) সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধিকন্তু হাদীসের বড় উপকারিতা এই যে, উহা কুরআন ও সুন্নতের সেবক। যাহারা কুরআনের মর্যাদা বুঝে না, তাহারা এই বিষয়ে হাদীসকে কুরআন শরীফের কাযী (বিচারক) বলে, যেমন ইহুদীগণ তাহাদের হাদীস সম্বন্ধে বলিয়াছে। কিন্তু আমরা হাদীসকে কুরআন ও সুন্নতের সেবকরূপে জ্ঞান করি এবং ইহা কাহারও অজানা নহে যে, সেবক দ্বারাই প্রভুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কুরআন খোদাতা'লার বাণী এবং সুন্নত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কার্য-পদ্ধতি এবং হাদীস সুন্নতের জন্য সমর্থনকারী সাক্ষীস্বরূপ। نعوذ بالله (আল্লাহ্ রক্ষা করুন), হাদীসকে কুরআনের উপর বিচারক মনে করা ভুল। কুরআনের উপর যদি কেহ বিচারক হইয়া থাকে তবে তাহা স্বয়ং কুরআন। হাদীস যাহা একটি আনুমানিক প্রমাণ হিসাবে মর্যাদা রাখে, তাহা কখনও কুরআনের বিচারক হইতে পারে না, ইহা কেবল সমর্থনকারী প্রমাণ-স্বরূপ। কুরআন ও সুন্নত যাবতীয় মূল কার্যাবলী সুসম্পন্ন করিয়াছে, এবং হাদীস শুধু সমর্থনকারী সাক্ষ্যস্বরূপ। কুরআনের উপর হাদীস কিভাবে বিচারক হইতে পারে? কুরআন ও সুন্নত সেই যুগে লোকদিগকে হেদায়াত (পথ প্রদর্শন) করিতেছিল যখন এই কৃত্রিম কাযীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। একথা বলিও না যে, হাদীস কুরআন ও সুন্নতের সমর্থনকারী সাক্ষীস্বরূপ। নিঃসন্দেহে সুন্নত এইরূপ এক বিষয় যাহা কুরআনের উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে। 'সুন্নত' দ্বারা সেই পথ বুঝায়, যে পথে আঁ হযরত (সাঃ) সাহাবাগণের (রাঃ) ব্যবহারিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুন্নত ঐ সমস্ত কথা নহে যাহা একশত বা দেড়শত বৎসর পর পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল বরং ঐগুলোর নাম হাদীস। সুন্নত ঐ আদর্শ কার্যপদ্ধতির নাম যাহা পুণ্যবান মুসলমানদের কর্ম-জীবনে প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং যাহার উপর সহস্র সহস্র মুসলমানকে চালিত করা হইয়াছে।

যদিও হাদীসের অধিকাংশ আনুমানিক প্রমাণের মর্যাদা রাখে, তথাপি কুরআন ও সুন্নতের বিরোধী না হইলে উহা দলীলরূপে গৃহীত হইতে পারে। ইহা কুরআন ও সুন্নতের সমর্থনকারী এবং ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের ভান্ডার উহাতে নিহিত আছে।

সুতরাং হাদীসকে সম্মান না করা হইলে ইসলামের একটি অঙ্গ হানি করা হয়। অবশ্য যদি কোন হাদীস কুরআন ও সুন্নতের বিপরীত হয় এবং কুরআন

কর্তৃক সমর্থিত অন্য কোন হাদীসেরও বিপরীত হয়। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ- এইরূপ এক হাদীস আছে যাহা সহী বুখারীর বিরোধী হয়, সেক্ষেত্রে এইরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, এইরূপ হাদীস গ্রহণ করিলে কুরআন এবং কুরআনের অনুরূপ যাবতীয় হাদীসকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। আমার বিশ্বাস, কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এইরূপ কোন হাদীসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইবে না যাহা কুরআন ও সুন্নত এবং কুরআন শরীফের অনুকুল হাদীসের বিরোধী। যাহা হউক, হাদীসের সম্মান কর এবং তদ্বারা উপকৃত হও, কেননা উহা আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উহা কুরআন ও সুন্নত কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ তোমরাও উহাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিও না। বরং নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস এইরূপভাবে পালন করিবে যাহাতে তোমাদের গতি বা স্থিতি এবং কর্ম-চাঞ্চল্য বা কর্ম-বিরতি হাদীসের সমর্থন ব্যতিরেকে না হয়। কিন্তু কোন হাদীস যদি কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী হয় তবে উহার সামঞ্জস্য বিধানের চিন্তা কর। হয়ত, এইরূপ অসংগতি বোধ তোমাদেরই ভ্রমবশতঃ হইয়াছে। যদি কোনরূপেই এই অসংগতি দূরীভূত না হয় তাহা হইলে এইরূপ হাদীস বর্জন কর, কারণ তাহা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে নহে। পক্ষান্তরে যদি কোন হাদীস 'যয়ীফ' (দুর্বল) হয় অথচ কুরআনের সহিত উহার সামঞ্জস্য থাকে, তাহা হইলে সেই হাদীসকে গ্রহণ কর, কারণ কুরআন উহার সত্যতা প্রমাণ করে।

আবার যদি কোন হাদীস ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হয় এবং হাদীস সংকলনকারীগণ উহাকে 'যয়ীফ' মনে করে, অথচ তোমাদের যুগে অথবা ইহার পূর্বে সেই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই হাদীস সত্য বলিয়া গ্রহণ কর এবং যে সকল মুহাদ্দেস (হাদীস-সংকলনকারী) ও রাবী (বর্ণনাকারী) এইরূপ হাদীসকে দুর্বল ও কৃত্রিম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে তাহাদিগকে ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী জ্ঞান কর। ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত এইরূপ শত শত হাদীস আছে যাহার অধিকাংশ মুহাদ্দেসগণের নিকট বিতর্কিত, কৃত্রিম অথবা দুর্বল বলিয়া বিবেচিত। অতএব যদি এইরূপ কোন হাদীস পূর্ণ হয় এবং তোমরা ইহাকে এই বলিয়া বর্জন কর যে, যেহেতু এই হাদীস যয়ীফ অথবা ইহার কোন বর্ণনাকারী ধার্মিক নহে, এই জন্য আমরা ইহাকে গ্রহণ করিব না, তবে এইরূপ অবস্থায় ইহা তোমাদের পক্ষে বেঈমানী হইবে, কারণ খোদাতা'লা স্বয়ং ইহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। মনে কর, যদি এইরূপ সহস্র হাদীস আছে এবং মুহাদ্দেসগণ ঐগুলিকে যয়ীফ বলিয়া জ্ঞান করেন, অথচ উহাদের সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি তোমরা এইরূপ হাদীসকে যয়ীফ মনে

করিয়া ইসলামের সহস্র প্রমাণ বিনষ্ট করিয়া দিবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় তোমরা ইসলামের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(অর্থাৎ - তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁহার মনোনীত রসূল ব্যতীত - অনুবাদক)।

সুতরাং সত্য ভবিষ্যদ্বাণী সত্য রসূল ভিন্ন আর কাহার প্রতি আরোপিত হইতে পারে ? এইরূপক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা বলা কি ঈমানদারী হইবে না যে, 'সহী' হাদীসকে কোন কোন মুহাদ্দেস 'যয়ীফ' বলিয়া ভুল করিয়াছেন? পক্ষান্তরে ইহা বলা কি সমীচীন হইবে যে, মিথ্যা হাদীসকে সত্য প্রতিপন্ন করিয়া খোদাতা'লা ভুল করিয়াছেন ? যদি কোন হাদীস যয়ীফ শ্রেণীরও হয়, অথচ কুরআন ও সুন্নতের বিরোধী না হয়, কিম্বা ঐরূপ হাদীসেরও বিরোধী না হয় যাহা কুরআন কর্তৃক সমর্থিত তাহা হইলে এইরূপ হাদীসের উপর তোমরা আমল কর। কিন্তু খুবই সাবধানতার সহিত হাদীসের উপর আমল করা উচিত, কারণ অনেক কৃত্রিম (মওযু) হাদীসও আছে যাহা ইসলামে ফিতনার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক ফিরকারই নিজ নিজ আকীদা অনুযায়ী হাদীস আছে। এমনকি হাদীসের এরূপ বৈষম্য নামাযের ন্যায় সুনিশ্চিত ও চিরাচরিত ফরযগুলিকে বিভিন্ন আকৃতি দান করিয়াছে। কেহ 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলে, কেহ নিঃশব্দে; ইমামের পিছনে কেহ সূরা 'ফাতেহা' পাঠ করে, কেহ এইরূপ পাঠ করাকে নামাযের আচার বিরোধী মনে করে। কেহ বুকের উপর হাত বাঁধে, কেহ নাভির উপর বাঁধে। হাদীসই এই মতবৈষম্যের মূল কারণ।

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

অর্থাৎ প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যে অংশ আছে তাহা নিয়া গর্ব করে। *(পারা ১৮, রুকূ ৪ - অনুবাদক)*

নতুবা, সুন্নত একই পন্থা নির্দেশ করিয়াছিল। অতঃপর বিভিন্ন বর্ণনার সংমিশ্রণে এই পদ্ধতিটি ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এইভাবে হাদীসের ভুল বুঝাবুঝি অনেককে ধ্বংস করিয়াছে। শিয়াগণও এইভাবেই ধ্বংস হইয়াছে। যদি কুরআনকে বিচারক মনে করিত তাহা হইলে সূরা নূরই তাহাদিগকে নূর প্রদান করিতে পারিত, কিন্তু হাদীস তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। তদ্রূপ হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর যুগে ঐ সকল ইহুদী ধ্বংস হইয়াছিল

যাহারা আহ্‌লে-হাদীস* নামে অভিহিত ছিল। কিছুকাল হইতে তাহারা তওরাতকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আজও তাহাদের আকীদা এই যে,হাদীস তওরাতের উপর বিচারক এবং ইহাই তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস ছিল। ফলতঃ তাহাদের নিকট এইরূপ অসংখ্য হাদীস মওজুদ ছিল যে, ইলিয়াস তাঁহার জড়-দেহ নিয়া অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ আগমন করিবেন না। এই সকল হাদীসে তাহাদিগকে এক মহা ভ্রান্তিতে ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহারা এই সকল হাদীসের উপর নির্ভর করিয়া হযরত মসীহ্‌র এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারে নাই যে, ইলিয়াসের অর্থ-ইউহান্না, অর্থাৎ ইয়াহ্‌ইয়া নবী, যিনি ইলিয়াসের চরিত্র ও প্রকৃতিতে আগমন করিয়াছেন এবং বুরুযী বা প্রতিচ্ছায়ারূপে তাঁহার রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সকল ভ্রান্তি হাদীসের কারণেই ঘটিয়াছিল যাহা অবশেষে তাহাদের বেঈমানীর কারণ হইয়াছিল। হইতে পারে যে, হাদীসের অর্থ করিতেও তাহারা ভুল করিয়াছিল বা হাদীসের মধ্যে মানুষের কথা মিশ্রিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, সম্ভবতঃ মুসলমানগণ এই বিষয় অবগত নহে যে, ইহুদীদের মধ্যে আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়ই হযরত মসীহ্‌র অস্বীকারকারী ছিল। তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল, কাফেরের ফতওয়া দেখিয়াছিল এবং হযরত মসীহ্‌কে কাফের সাব্যস্ত করিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, 'এই ব্যক্তি খোদাতা'লার কিতাব মানে না। খোদাতা'লা ইল্‌ইয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের সংবাদ দিয়াছেন কিন্তু এই ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীর নানা জটিল ব্যাখ্যা করে এবং কোন যক্তিযুক্ত সামঞ্জস্য ছাড়াই এই ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজের দিকে টানিয়া নিয়া যায়।'** তাহারা হযরত মসীহ্‌র নাম শুধু কাফেরই নহে বরং মুলহেদও

---

* *তালমুদের হাদীসে ও বর্ণনায় যে সকল মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে, ইঞ্জিলে তাহা কঠোর বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই সকল হাদীস সিনা-ব-সিনা অর্থাৎ লোক পরম্পরায় হযরত মূসা পর্যন্ত পৌঁছানো হইত এবং এইগুলিকে হযরত মূসার ইলহাম বলা হইত। অবশেষে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, তওরাতকে ছাড়িয়া হাদীস পাঠেই তাহাদের সম্পূর্ণ সময় নিয়োজিত থাকিত। কোন কোন বিষয়ে তাল্‌মুদ তওরাতের বিরোধী হইলেও ইহুদীগণ তালমুদের কথাই পালন করিত। (ইউসুফ বারক্লী-এর প্রণীত ও লন্ডন হইতে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তালমুদ)*

** *হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন কুফরীর ফতওয়া লিখা হইয়াছিল, তখন সাধু পৌলও (St. Paul) সেই কুফরীর ফতওয়াদাতাগণের দলভুক্ত ছিল। পরে সে নিজেকে মসীহ্‌র রসূল বলিয়া প্রচার করে। এই ব্যক্তি হযরত মসীহ্‌র জীবদ্দশায় তাঁহার ভীষণ শত্রু ছিল। হযরত মসীহ্‌র যত ইঞ্জিল রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটিতেও এই ভবিষ্যদ্বাণী নাই যে, তাহার পর সাধু পৌল তওবা করিয়া রসূল হইবে। এই ব্যক্তির অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখা আমার আদৌ প্রয়োজন নাই, কেননা খৃষ্টানগণ তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। আফসোস, এই সেই ব্যক্তি, যে হযরত মসীহ্‌ যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে*

(নাস্তিক) রাখিয়াছিল এবং প্রচার করিয়াছিল যে, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তাহা হইলে মূসায়ী ধর্ম মিথ্যা। উহা তাহাদের জন্য বক্র যুগ ছিল। মিথ্যা হাদীস তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।

মোট কথা, হাদীস পাঠ করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে একটি জাতি হাদীসকে তওরাতের উপর বিচারক জ্ঞান করিয়া এইরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, এক সত্য নবীকে তাহারা কাফের ও দাজ্জাল বলিয়াছে এবং তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে। যাহা হউক, মুসলমানদের জন্য বুখারী (হাদীস) অতি মুতাবার্‌রাক (আশিসপূর্ণ) ও উপকারী গ্রন্থ। ইহা সেই গ্রন্থ যাহাতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন; তদ্রূপ 'মুসলিম' এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবেও বহু আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ধর্ম-নীতির ভান্ডার নিহিত আছে। অতএব, এই বিষয় সতর্ক থাকিয়া হাদীসের উপর আমল করা উচিত, যেন কোন বিষয় কুরআন ও সুন্নত এবং ঐ সকল হাদীসের বিরোধী না হয় যেগুলি কুরআনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ ! **কান খুলিয়া শোন**, একীনের (দৃঢ়-বিশ্বাস) ন্যায় কোন বস্তু নাই। একমাত্র একীনই মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত করে। একীনই মানুষকে পুণ্য কর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদাতা'লার খাঁটি প্রেমিক করিয়া তুলে। তোমরা কি একীন ব্যতিরেকে পাপ বর্জন করিতে পার ? একীনের জ্যোতি: ছাড়া কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করিতে পার? একীনের অনুপস্থিতিতে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? একীন ব্যতীত কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করিতে পার? একীন ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নীচে এমন কোন 'কাফ্‌ফারা' (Atonement বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আছে কি, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে ? মরিয়মপুত্র ঈসা কি এমনই এক সত্তা যে, তাহার কল্পিত রক্ত পাপ হইতে মুক্তি দিবে ?

অনেক কষ্ট দিয়াছিল, এবং যখন তিনি ক্রুশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কাশ্মীরের দিকে চলিয়া আসেন, তখন সে এক মিথ্যা স্বপ্নের সাহায্যে হাওয়ারীগণের মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করিয়া ত্রিত্ববাদের মত অবলম্বন করে এবং শুকর ভক্ষণ, যাহা তওরাতের শিক্ষানুযায়ী চিরকালের জন্য হারাম ছিল, খৃষ্টানদের জন্য তাহা হালাল করিয়া দেয়, সুরাপান ব্যাপকভাবে প্রচলন করে এবং বাইবেলের শিক্ষার মধ্যে ত্রিত্ববাদ প্রবিষ্ট করিয়া দেয় যাহাতে এই সকল বেদাত অনুষ্ঠানের প্রবর্তনে গ্রীক দেশীয় পৌত্তলিকগণ খুশী হয়।

হে খৃষ্টানগণ ! এইরূপ মিথ্যা বলিও না যাহাতে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়। স্বয়ং যিশু নিজের মুক্তির জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন করিয়াছিলেন, তাই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আফসোস সকল খ্রীষ্টানদের জন্য, যাহারা এই বলিয়া জগতকে প্রতারিত করে যে, 'আমরা মসীহ্‌র রক্তের দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছি।' বস্তুতঃ তাহারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তাহারা জানে না, তাহাদের খোদা কে ? বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহারা বিভোর; কিন্তু সেই পবিত্র নেশা যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়, সেই সম্বন্ধে তাহারা বেখবর। যেই জীবন খোদাতা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা পবিত্র জীবনের সুফল, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রাখিও যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং রূহুল কুদুস তোমরা লাভ করিতে পারিবেন না। মুবারক (ভাগ্যবান) সেই ব্যক্তি, যে 'একীন' লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে। মুবারক সে-ই ব্যক্তি, যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মুবারক তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয় যাহার ফলে তোমাদের গুনাহ্‌র অবসান হইবে। 'গুনাহ্' এবং 'একীন' একত্রিত হইতে পারে না। তোমরা কি সেই গর্তের ভিতরে হাত দিতে পার যাহার মধ্যে তোমরা ভয়ানক এক বিষাক্ত সাপ দেখিতেছ ? তোমরা কি এইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পার যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা বজ্রপাত হয়, কিম্বা যেখানে এক রক্তপিপাসু বাঘের আক্রমণের আশঙ্কা আছে, অথবা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে ? সুতরাং খোদাতা'লার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেইরূপ বিশ্বাস, সাপ, বজ্র, বাঘ বা প্লেগের প্রতি আছে, তাহা হইলে উহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া শাস্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী ! নিশ্চয় জানিও খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে, তোমাদের একীন লাভ হইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিও, ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয় তোমরা একীন লাভ কর নাই, কেননা উহার উপাদান অর্জিত হয় নাই। কারণ, তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিতেছ না। সৎকর্মে যেই রূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা সেইরূপ অগ্রসর হইতেছ না এবং যেইরূপ ভয় করা উচিত, সেইরূপ ভয়

তোমরা করিতেছ না। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ যাহার এই 'একীন' আছে যে, অমুক গর্তে সাপ আছে - সে কি সেই গর্তে হাতে দিবে ? যাহার 'একীন' আছে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে - সে কি সেই খাদ্য খাইতে পারে ? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, অমুক জঙ্গলে এক হাজার রক্তপিপাসু বাঘ আছে, তখন কেমন করিয়া তাহার পা অসাবধানতা ও উদাসীনতাবশতঃ সেই জঙ্গলের দিকে আগাইবে ?

তোমাদের হাত, পা, কান ও চোখ কিভাবে পাপকর্ম করিতে সাহসী হইবে, যদি খোদাতা'লা ও তাঁহার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকে? পাপ 'একীন' এর উপর জয়ী হইতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন কেমন করিয়া সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার? 'একীনের' প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান উহাতে আরোহণ করিতে পারে না। যিনি পবিত্র হইয়াছেন, 'একীনের' সাহায্যেই হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার শক্তি দান করে। এমনকি এক বাদশাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্ব প্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদাতা'লার দর্শন লাভ করায়। প্রত্যেক কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা, এবং প্রত্যেক ফিদিয়া (বিনিময়) নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীনের' পথ ধরিয়া আসে। সেই জিনিষ- যাহা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং সততা ও দৃঢ়তায় ফেরেশ্‌তা হইতেও অধিক অগ্রগামী করিয়া দেয় - উহা 'একীন'।

প্রত্যেক ধর্ম, যাহা 'একীন' লাভের উপকরণ সরবরাহ করিতে পারে না, তাহা মিথ্যা। প্রত্যেক ধর্ম, যাহা একীনের সাহায্যে খোদাকে দেখাইতে পারে না, তাহা মিথ্যা। কিস্‌সা কাহিনী ছাড়া যে ধর্মে অন্য কিছু নাই, তাহার প্রত্যেকটিই মিথ্যা।

খোদাতা'লা পূর্বে যেইরূপ ছিলেন এখনও সেইরূপই আছেন ; তাঁহার 'কুদরত' (সর্বশক্তিমত্তা) পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে; তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার ক্ষমতা যেমন পূর্বে ছিল, তাহা এখনও আছে। সুতরাং তোমরা শুধু কিস্‌সা-কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক ? ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামা'ত যাহার অলৌকিক বিষয়াবলী কেবল কিস্‌সা, যাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কেবল কিস্‌সা, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জমাত যাহার উপর খোদাতা'লা অবতীর্ণ হন নাই এবং যাহা 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই।

মানুষ যেমন ইন্দ্রিয় ভোগের সামগ্রী দেখিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যখন সে একীনের সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদাতা'লার

দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এইরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে বাতিল ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মানুষ তখনই পাপ হইতে মুক্তি পায়, যখন সে খোদাতা'লা এবং তাঁহার জরুরত (মহাশক্তি), পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞতাই সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার মূল। যে ব্যক্তি একীনি মা'রেফাত (নিশ্চিত-জ্ঞান) হইতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে, সে কখনও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না।

যদি কোন গৃহের মালীক জানিতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিম্বা তাহার গৃহের আশেপাশে আগুন লাগিয়াছে এবং মাত্র অল্প জায়গা বাকী আছে, তখন সে সেই গৃহে থাকিতে পারে না। তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমরা খোদাতা'লার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি একীন রাখার দাবী করার পর নিজেদের ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে রহিয়াছ ? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়মকে প্রত্যক্ষ কর যাহা সারা দুনিয়াতে পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী মুষিক সাজিও না, বরং উর্ধ্বগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর, যাহা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পসন্দ করে। তোমরা 'তওবার' বয়াত গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না, এবং সাপের ন্যায় হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পরও পুনরায় সাপ থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ কর, যাহা ক্রমশঃ তোমাদের নিকটে আসিতেছে, কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে সচেতন নও। পবিত্র হইতে চেষ্টা কর, কেননা মানুষ পবিত্র সত্তাকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন সে নিজে পবিত্র হয়, কিন্তু তোমরা কিরূপে এই নেয়ামত লাভ করিতে পার - স্বয়ং খোদাতা'লাই ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলিয়াছেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ "নামায ও অধ্যাবসায় সহকারে খোদাতা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর"।

নামায কি ? ইহা হইল দোয়া, যাহা তসবীহ্ (মহিমা কীর্তন) 'তাহমীদ' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), তকদীস' (পবিত্রতা ঘোষণা) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' সহ (অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর প্রতি আশিস কামনা করতঃ- অনুবাদক) সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন দোয়ার মধ্যে অজ্ঞ লোকদের ন্যায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না। কারণ তাহাদের নামায এবং ইস্তেগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপমাত্র যাহাতে কোন সারবস্তু নাই। কিন্তু তোমরা যখন নামায পড় তখন খোদাতা'লার কালাম কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কালামে বর্ণিত অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজেদের

যাবতীয় সাধারণ দোয়া নিজেদের ভাষাতেই কর। নিবেদন জানাও যেন সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।

বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে যাহা সংঘটিত হওয়া তোমাদের প্রকৃতির জন্য আবশ্যকীয়।

১। প্রথমে যখন তোমাদিগকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবগত করা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ- তোমাদের নামে যেন আদালত হইতে এক ওয়ারেন্ট (গ্রেফতারী পরওয়ানা) জারী করা হইল; তোমাদের শান্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবার ইহা প্রথম অবস্থা। বস্তুতঃ এই অবস্থা অবনতির অবস্থার সহিত তুলনীয়; কেননা ইহাতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যোহরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহার ওয়াক্ত সূর্যের নিম্নগতি হইতে আরম্ভ হয়।

২। দ্বিতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন তোমরা বিপদের অতি সন্নিকট হও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ- যখন তোমরা ওয়ারেন্ট দ্বারা গ্রেফ্‌তার হইয়া হাকীমের সমীপে উপস্থিত হও। এই অবস্থায় ভয়ে তোমাদের রক্ত শুষ্ক হইতে থাকে এবং শান্তির আলো তোমাদের নিকট হইতে বিদায় হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং আমাদের এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ। যখন সূর্যের আলো ক্ষীণ হইয়া আসে ও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় এবং স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় যে, এখন সূর্য অস্তমিত হইবার সময় সন্নিকট। এইরূপ আত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসরের নামাযের সময় নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৩। তৃতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, অর্থাৎ তখন যেন তোমাদের নামে চার্জশিট (দোষী সাবস্ত করে লিখিত পত্র) লিখিত হয় এবং তোমাদের বিনাশের জন্য বিরুদ্ধবাদীগণের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। এই অবস্থায় তোমাদের জ্ঞান লোপ পায় এবং তোমরা নিজদিগকে কয়েদী জ্ঞান করিতে থাক। সুতরাং এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ যখন সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিবালোকের সকল আশার অবসান হয়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া মাগরিবের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৪। চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন বিপদ বস্তুতই তোমাদের উপর পতিত হয় এবং ইহার ঘন অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে; যথা চার্জ শিট অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদিগকে শুনানো হয় এবং কারাদন্ডের জন্য কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ

করা হয়। এই অবস্থা সেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্রি আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার ছাইয়া যায়। এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এশার নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

৫। অতঃপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল এই বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর, তখন পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদাতা'লার করুণা উদ্বেলিত হয় এবং তোমাদিগকে এই অন্ধকার হইতে মুক্তি দান করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন অন্ধকারের পর প্রাতঃকাল দেখা দেয় এবং দিনের সেই আলো আবার আপন উজ্জলতার সহিত প্রকাশিত হয়। অতএব এইরূপ আত্মিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ফজরের নামায নির্ধারিত করা হইয়াছে।

খোদাতা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা হইতেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, এই সকল নামায কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। সুতরাং যদি তোমরা এইসকল বিপদ হইতে বাঁচিতে চাও তাহা হইলে এই পাঁচ বারের নামায পরিত্যাগ করিও না কারণ এগুলি তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ।

নামাযে ভারী বিপদের প্রতিকার রহিয়াছে। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি (নিয়তি) আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের উদয়নের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে।

হে আমীর-বাদশাহ্ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ ! আপনাদের মধ্যে এরূপ লোক অল্পই যাহারা খোদাতা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁহার পথে সততা ও সাধুতা অবলম্বন করিয়া চলেন। অধিকাংশই দুনিয়ার সম্পদ ও দুনিয়ার ঐশ্বর্যে মত্ত হইয়া আছে; তাহাতেই জীবন নিঃশেষ করিতেছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করিতেছে না। প্রত্যেক আমীর বা ধনী ব্যক্তি, যে নামায পড়ে না এবং খোদাতা'লার পরওয়া করে না, তাহার সমস্ত (বেনামাযী) ভৃত্য ও কর্মচারীর পাপ তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে। যে আমীর সুরা পান করে তাহার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপও ন্যস্ত হইবে, যাহারা তাহার অধীনে থাকিয়া সুরা পান করিয়া থাকে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এই দুনিয়া চিরকাল থাকিবার জায়গা নহে। তোমরা সাবধান হও, সকল অনাচার পরিহার কর এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য শুধু সুরা পানই নহে, বরং আফিন, গাঁজা, চরস, ভাঙ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য, যাহা সদা ব্যবহারের অভ্যাস করিয়া লওয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংস

করে। অতএব, তোমরা এইসব হইতে দূরে থাক। আমি বুঝিতে পারি না তোমরা কেন এই সকল জিনিষ ব্যবহার কর যাহার কুফলে প্রতিবৎসর তোমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র নেশায় অভ্যস্ত লোক এই দুনিয়া হইতে অহরহ চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে।* পরকালের আযাব তো পৃথক রহিয়াছে। সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিস প্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন। অতিরিক্ত রূঢ় স্বভাবপরায়ণ ও রুক্ষ জীবন যাপন অভিশপ্ত জীবন। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রর্দশন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন। খোদাতা'লার হক্ এবং তাঁহার বান্দার হক্ সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক সেইরূপই প্রশ্ন করা হইবে যেইরূপ একজন ফকিরকে করা হইবে বরং তদপেক্ষাও অধিক। অতএব, সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদাতা'লা হইতে বিমুখ হয় এবং খোদাত'লার অবৈধ বস্তু এইরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে, যেন সেই অবৈধ বস্তু তাহার পক্ষে বৈধ হইয়া গিয়াছে, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে ও কাহাকেও হত্যা করিতে সে উদ্যত হয় এবং কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে। সুতরাং মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও সে প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না। হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারও অনেকখানি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না, যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মাননীয় গভর্নমেন্ট তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমারা খোদাত'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) বলিয়া সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ-নাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের হেফাযতকারী কেহই নাই; তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য

---

* *ইউরোপের লোকের মদ যত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ঈসা (আঃ) মদ্যপান করিয়াছেন, হয়ত কোন রোগবশতঃ বা প্রাচীন অভ্যাস অনুযায়ী তিনি এরূপ করিয়াছেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের নবী আলায়হেস সালাম তো প্রত্যেক প্রকারের মাদকদ্রব্য হইতে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, যেমন তিনি ছিলেন বস্তুতই নিষ্পাপ। অতএব তোমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার অনুসরণ করিতেছ? কুরআন ইঞ্জিলের মত মদকে বৈধ সাব্যস্ত করে না। সুতরাং তোমরা কোন দলীলের সাহায্যে মদকে বৈধ সাব্যস্ত কর? তোমাদের কি মরিতে হইবে না?*

বিপদাপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। খোদাতা'লা তাহাদের আশ্রয়দাতা হইয়া যান যাহারা তাঁহার হইয়া যায়। অতএব খোদাতা'লার দিকে আস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ ভাব পরিহার কর। তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না, তাঁহার বান্দাগণের প্রতি মুখ বা-হস্ত দ্বারা যুলুম* করিও না, এবং আসমানী কহ্‌র ও গযবকে ভয় করিতে থাক; ইহাই হইল মুক্তির পথ।

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইও না, কারণ ঐরূপ অনেক গূঢ় রহস্য আছে যাহা মানুষ শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কথা শুনিবা মাত্রই তাহা রদ করিতে উদ্যত হইও না, কারণ ইহা তাক্‌ওয়া বা ধর্ম-নিষ্ঠার পদ্ধতি নহে। তোমাদের মধ্যে যদি ভ্রান্তি না ঘটিত এবং তোমরা যদি হাদীসের বিকৃতি অর্থ না করিতে, তাহা হইলে ন্যায়-বিচারকরূপে যে মসীহ্ মাওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁহার আগমনই বৃথা হইত।

তোমাদিকে সতর্ক করিবার জন্য তোমাদের পূর্বেকার এক ঘটনা রহিয়াছে। যে বিষয়ে তোমরা জোর দিচ্ছ এবং যে পথ তোমরা ধরিয়াছ, ইহুদীরাও সেই পথই ধরিয়াছিল অর্থাৎ তোমরা যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় আছ; তদ্রূপ তাহারাও **হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় ছিল**। তাহারা বলিত, মসীহ্ তখনই আসিবেন যখন ইহার পূর্বে ইলিয়াস নবী, যিনি আকাশে উত্তোলন হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে

---

* *যে ব্যক্তি মানব জাতির প্রতি ক্রোধ-বৃত্তি বৃদ্ধি করে সে ক্রোধ দ্বারাই ধ্বংস হয়। এই কারণেই খোদাতা'লা সূরা ফাতেহায় ইহুদীদিগের নাম (কোপগ্রস্ত) রাখিয়াছেন। ইহাতে এই কথার প্রতিই ইংগিত ছিল যে, কিয়ামত দিবসে তো প্রত্যেক পাপীই খোদাতা'লার কোপের স্বাদ গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে দুনিয়াতে ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সে দুনিয়াতেই ঐশী কোপের স্বাদগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহুদীদের তুলনায় খৃষ্টানদের দ্বারা দুনিয়াতে ক্রোধ প্রকাশ পায় নাই, এই জন্যই সূরা ফাতেহাতে তাহাদের নাম ضالين (পথভ্রষ্ট) রাখা হইয়াছে। ضالين শব্দের দুইটি অর্থ। এক অর্থ হইল–তাহারা পথভ্রষ্ট; দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাহারা বিলীন হইয়া যাইবে। আমার মতে ইহা তাহাদের জন্য একরূপ সুসংবাদ যে, কোন সময় তাহারা মিথ্যা ধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইসলাম ধর্মে বিলীন হইয়া যাইবে এবং ক্রমান্বয়ে অংশীবাদমূলক ধর্মমত এবং অনিষ্টকর বা লজ্জাজনক রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদের মত موحدين (একেশ্বরবাদী) হইয়া যাইবে। মোটকথা الضالين শব্দে যাহা সূরা ফাতেহার শেষ ভাগে ضلالت (বিপথগামিতা)-এর দ্বিতীয় অর্থে এক জিনিষ অন্য জিনিষ নিঃশেষ ও বিলীন হওয়া বুঝায়, তাহাতে খৃষ্টানগণের ভবিষ্যৎ ধর্ম জীবন সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে।*

আবির্ভূত হইবেন; এবং যে ব্যক্তি ইলিয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের পূর্বেই মসীহ্ হওয়ার দাবী করিবে, সে মিথ্যাবাদী হইবে। তাহারা যে কেবল হাদীসসমূহের ভিত্তিতেই এরূপ ধারণা পোষণ করিত তাহা নহে, বরং ইহার সমর্থনে ঐশী-গ্রন্থ মালাকী নবীর কেতাব পেশ করিত। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) যখন নিজের সম্বন্ধে ইহুদীদের মসীহ্ হইবার দাবী করিলেন এবং এই দাবীর শর্ত স্বরূপ হযরত ইলিয়াস আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না, তখন ইহুদীদের এই ধর্ম-বিশ্বাস অমূলক প্রতিপন্ন হইল; এবং ইলিয়াস নবী সশরীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ইহুদীদের যে ধারণা ছিল, অবশেষে ইহার এই অর্থ প্রকাশিত হইল যে, **ইলিয়াসের চরিত্র ও গুণ-বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন।** যে ঈসা (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে নামাইতেছ, **সেই ঈসা (আঃ) স্বয়ং এই অর্থ করিয়াছে।** অতএব তোমাদের পূর্বে ইহুদীগণ যে জায়গায় হোঁচট খাইয়াছিল, তোমরাও কেন সেই একই জায়গায় হোঁচট খাইতেছ ? তোমাদের দেশে সহস্র সহস্র ইহুদী বর্তমান রহিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমারা যে আকীদা প্রকাশ করিতেছ ইহুদীগণও ঠিক একইরূপ আকীদা পোষণ করে কি না ?

সুতরাং যে খোদা ঈসা (আঃ)-এর খাতিরে ইলিয়াস নবীকে (আঃ) আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করেন নাই এবং তজ্জন্য ইহুদীদের সম্মুখে তাঁহাকে ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই খোদা তোমাদের খাতিরে কিরূপে ঈসা (আঃ)-কে অবতীর্ণ করিবেন ? যাঁহাকে তোমরা দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করিতেছ তাঁহারই সিদ্ধান্ত তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ। যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে এদেশে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান বর্তমান আছে এবং তাহাদের ইঞ্জিলও বর্তমান আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, হযরত ঈসা (আঃ) সত্যই ইহা বলিয়াছিলেন কি না যে, ইয়ুহান্না অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া-ই (আঃ) সেই ইলিয়াস (আঃ) যাঁহার দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কথা ছিল, এবং এই কথা বলিয়া তিনি ইহুদীদের পুরাতন আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যদি ইহা জরুরী হয় যে, ঈসা নবীই (আঃ) আকাশ হইতে আগমন করিবেন, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) সত্য নবী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেননা, আকাশ হইতে প্রত্যার্বতন করা যদি আল্লাহ্র সুন্নতের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইলিয়াস নবী কেন প্রত্যাবর্তন করিলেন না, এবং কেনই বা এস্থলে ইয়াহ্হিয়া (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ) সাব্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল? জ্ঞানীজনের জন্য ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

অধিকন্তু আপনাদের আকীদা অনুযায়ী যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ্ ইব্নে মরিয়ম আকাশ হইতে আগমন করিবেন, অর্থাৎ মাহ্দীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান করিবার জন্য যুদ্ধ করিবেন, ইহা এরূপ এক 'আকীদা' যাহা ইসলামের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল-প্রয়োগ সঙ্গত আছে? বরং আল্লাহ্তা'লা তো কুরআন শরীফে ফরমাইয়াছেনঃ لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ, **'ধর্মে বল প্রয়োগ নাই'**। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭ আয়াত) তাহা হইলে মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে (আঃ) বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করিয়া দেওয়া হইবে? এমনকি ইসলাম গ্রহণ অথবা কতল করা ব্যতীত 'জিযিয়া' (কর)ও তিনি গ্রহণ করিবেন না? কুরআন শরীফের কোন্ জায়গায়, কোন্ 'পারায়' এবং কোন্ 'সূরায়' এই শিক্ষা আছে? *

সমগ্র কুরআন বারবার বলিতেছে যে, ধর্মে বল প্রয়োগ নাই এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়ে যে সকল লোকদের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, বরং তাহা ছিল ঃ

১. শাস্তি স্বরূপ ঃ অর্থাৎ সেই সকল লোককে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে কতল করিয়াছিল এবং অনেককে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদের উপর কঠোর উৎপীড়ন করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ্তা'লা বলিতেছেন ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

---

* *যদি বল যে, আরবদের জন্য বল প্রয়োগে মুসলমান করিবার আদেশ ছিল, তাহা হইলে এই ধারণা কুরআন শরীফ হইতে কখনও প্রমাণিত হয় না, বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু সমস্ত আরবজাতি আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ভীষণ কষ্ট দিয়াছিল এবং অনেক পুরুষ ও স্ত্রী সাহাবীগণকে কতল করিয়াছিল এবং যাহারা তরবারির আঘাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্য ঐ সমস্ত লোক যাহারা কতল বা ঐরূপ অপরাধে অপরাধী ছিল, তাহারা সকলেই খোদাতা'লার দৃষ্টিতে হত্যার শাস্তি-স্বরূপ নিহত হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু পরম করুণায় খোদাতা'লার পক্ষ হইতে এই অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ মুসলমান হইয়া যায়, তাহা হইলে অতীতের যে অপরাধের ফলে সে মৃত্যুদন্ড লাভের উপযোগী ছিল, তাহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব কোথায় এই দয়ার মহিমা আর কোথায় বল-প্রয়োগ?*

অর্থাৎ 'যে সকল মুসলমানের সহিত কাফেরগণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা অত্যাচারিত হইবার দরুন তাহাদিগকে (কাফেরদের সহিত) মোকাবেলা করিবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং খোদাতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্ষমতাবান' (২২ঃ৪০)।

২. অথবা সেই সকল যুদ্ধ ছিল **আত্ম-রক্ষামূলক** ঃ অর্থাৎ যে সকল লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা দিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে স্বত্বাধিকার সংরক্ষণের জন্য।

৩. অথবা **দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে** ঃ যুদ্ধ করা হইয়াছিল, এই তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র খলীফাগণ (রাঃ) কোন যুদ্ধ করেন নাই। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে যে, অন্য কোন জাতির ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা-মসীহ্ ও মাহ্‌দী সাহেব কিরূপ ব্যক্তি হইবেন যিনি আসিয়াই লোকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিবেন, এমনকি কোন আহ্‌লে কিতাব (ঐশী গ্রন্থ-প্রাপ্ত জাতি) হইতে জিযিয়াও গ্রহণ করিবেন না এবং কুরআনের এই আয়াত -

حتّٰى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون

(অর্থাৎ (তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর) "যে পর্যন্ত না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়" ৯ ঃ ২৯ - অনুবাদক)

রহিত করিয়া দিবেন ? তিনি ইসলাম ধর্মের কিরূপ পৃষ্ঠপোষক হইবেন যে, আসিয়াই তিনি কুরআনের ঐ সকল আয়াতও রহিত করিয়া দিবেন যেইগুলি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময়েও রহিত হয় নাই এবং এতসব ওলট-পালট সত্ত্বেও ختم نبوّت এর (খতমে নবুওয়তের) কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না ?

এ পর্যন্ত নবুওয়তের যুগের তেরশত বৎসর (বর্তমানে চৌদ্দশত বৎসর - প্রকাশক) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং অভ্যন্তরীণভাবে **ইসলাম তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রকৃত মসীহ্‌র কাজ ইহাই হওয়া উচিত** যে, তরবারির পরিবর্তে তিনি **যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা** হৃদয়কে জয় করিবেন এবং রৌপ্য, স্বর্ণ, পিতল

বা কাষ্ঠ-নির্মিত ক্রুশগুলিকে ভাঙ্গিয়া বেড়াইবার পরিবর্তে **ঘটনামূলক ও সঠিক প্রমাণ দ্বারা** খৃষ্ট-ধর্মমতকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। যদি তোমরা বল প্রয়োগ কর তাহা হইলে তোমাদের **বল প্রয়োগ এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে, তোমাদের নিকট নিজেদের সত্যতার কোন প্রমাণ নাই।*** প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলীল দ্বারা পরাজিত হয়, তখন তরবারি বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু এরূপ ধর্ম কিছুতেই খোদাতা'লার প্রেরিত ধর্ম হইতে পারে না যাহা কেবল তরবারির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করিতে পারে না।

যদি তোমরা এরূপ জেহাদ হইতে বিরত হইতে না পার এবং ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সাধু ব্যাক্তিগণের নামও দাজ্জাল (ধর্মের শত্রু) এবং মুলহেদ (নাস্তিক) রাখ, তাহা হইলে আমি এই দুইটি বাক্য দ্বারা এই বক্তব্য শেষ

---

* *আল্ মিনারের সম্পাদকের ন্যায় কোন কোন অজ্ঞ লোক আমার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকে যে, 'এই ব্যক্তি ইংরেজ রাজ্যে বাস করে বলিয়া জেহাদ (ধর্ম-যুদ্ধ) নিষেধ করে।' এই মুর্খেরা কি এ কথা বুঝে না যে, আমি যদি মিথ্যা কথা দ্বারা এই গভর্নমেন্টকে খুশী করিতে চাহিতাম, তাহা হইলে কেন বারবার আমি এ কথা বলিতাম যে, ঈসা ইব্নে মরিয়ম (আঃ) ক্রুশ হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাভাবিকভাবে (কাশ্মীরের অন্তর্গত) শ্রী নগরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন? তিনি খোদাও ছিলেন না এবং খোদার পুত্রও ছিলেন না। ধর্মপ্রাণ ইংরেজগণ কি আমার এই উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইবেন না ? অতএব হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ! শুনিয়া রাখ, আমি এই গভর্নমেন্টের কোন তোষামোদ করি না; বরং প্রকৃত কথা এই যে, যে গভর্নমেন্ট ইসলাম ধর্মে এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে কোনরূপ হস্তপেক্ষ করে না এবং স্বধর্মের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রতি তরবারি চালায় না, এরূপ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করা কুরআন শরীফের শিক্ষানুসারে নিষিদ্ধ; কেননা তাহারাও কোন ধর্ম-যুদ্ধ করে না। তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের এই জন্য কর্তব্য যে, আমরা আমাদের কর্মে মক্কা এবং মদীনায়ও করিতে পারিতাম না। কিন্তু তাহাদের রাজ্যে তাহা করিতে পারিতেছি, খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ইহা এক হিকমত (গভীর প্রজ্ঞা) ছিল যে, আমাকে তিনি এই দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আমি কি খোদার হিকমতের অমর্যাদা করিব ? যেমন*

কুরআন শরীফের وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ *এই আয়াতে (২৩ ঃ ৫১)*

আল্লাহ্তা'লা আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে, 'ক্রুশের ঘটনার পর আমি ঈসা মসীহ্কে ক্রুশের বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে এইরূপ এক উচ্চ মালভূমির উপর স্থান দিয়াছিলাম যাহা আরামদায়ক ছিল এবং যাহাতে ঝরণা প্রবাহিত হইতেছিল'- অর্থাৎ কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগরে। তদ্রূপ খোদাতা'লা আমাকে এই গভণমেন্টরূপ উচ্চ মালভূমিতে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে শত্রুর হস্ত পৌঁছিতে পারে না, যেস্থান আরামদায়ক।

এই দেশে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হইতেছে এবং উপদ্রবকারীদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। অতএব এরূপ গভর্নমেন্টের উপকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি আমাদের কর্তব্য ছিল না?

করিতেছি। قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

অর্থাৎ 'তুমি বল, হে কাফেরগণ। আমি সেইরূপ ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর' (১০৯ঃ২-৩)

অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও দলাদলির যুগে তোমাদের তথাকথিত মসীহ্ এবং মাহদী কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর তরবারি প্রয়োগ করিবেন ? সুন্নীগণের মতে শিয়াগণ কি ইহার যোগ্য নহে যে, তাহাদের প্রতি তরবারি চালানো যায় এবং শিয়াগণের বিবেচনায় সুন্নীগণ কি এইরূপ নহে যে, তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা যায় ? অতএব যেহেতু তোমাদের অভ্যন্তরীণ ফেরকাগুলিই তোমাদের আকিদা (ধর্মীয়-বিশ্বাস) অনুসারে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, এমতাবস্থায় তোমরা কার কার সঙ্গে জেহাদ করিবে ? কিন্তু স্মরণ রাখিও, **খোদা তরবারির মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাহাঁর ধর্মকে ঐশী নিদর্শন দ্বারা জগতে বিস্তার করিবেন এবং কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না এবং স্মরণ রাখিও ঈসা আর কখনও অবতীর্ণ হইবেন না।** কেননা, তিনি فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে- ৫ ঃ ১১৮ - অনুবাদক)

আয়াতের মর্ম অনুযায়ী কিয়ামতের দিন যে, অস্বীকার করিবেন, তাহাতে পরিষ্কার এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাঁহার অজুহাত ইহাই হইবে যে, খৃষ্টানগণের পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় তিনি অবগত নহেন। কিয়ামতের পূর্বে যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি কি এই উত্তর দিতে পারেন যে, খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা কিছুই তিনি জানেন না ? অতএব এই আয়াতে তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যান নাই। আর যদি কিয়ামতের পূর্বে তাঁহাকে দুনিয়াতে আসিতে হইত এবং ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর বাস করিতে হইত, তাহা হইলে খোদতা'লার সম্মুখে তিনি একথা মিথ্যা বলিয়াছেন যে, খৃষ্টানদের অবস্থা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার তো বলা উচিত ছিল যে, দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় আমি দুনিয়াতে প্রায় চল্লিশ কোটি খৃষ্টান পাইয়াছি, তাহাদের সকলকেই দেখিয়াছি এবং তাহাদের বিপথগামিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি, আমি তো পুরস্কার পাইবার যোগ্য কারণ খৃষ্টানদের সকলকে আমি মুসলমান করিয়াছি এবং ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। 'আমি জ্ঞাত নহি'-এ কথা বলা ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে কত বড় মিথ্যা হইবে।

মোটকথা, কুরআন শরীফের এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আঃ)-এর এই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তিনি দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং ইহাই সত্য কথা যে, মসীহ্ মৃত্যুলাভ করিয়াছেন; শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। *

এখন খোদাতা'লা স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিবেন। খোদাতা'লার পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর নহে, কেননা তাহা নিদর্শনরূপে হয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর, কারণ তাহা বল প্রয়োগে হয়।

আফ্‌সোস, **ঐ মৌলবীদের প্রতি**! যদি তাহাদের মধ্যে দিয়ানত বা সাধুতা থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম-ভীরুতার পথে সব দিক দিয়া নিজেদের সন্দেহ মোচন করাইয়া লইত। খোদাতা'লা তো পুণ্যাত্মাগণের সন্দেহ মোচন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল লোক যাহারা আবু জাহলের মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহারা সেই পথই অবলম্বন করিতেছে যাহা আবু জাহল অবলম্বন করিয়াছিল। মীরাট হইতে একজন মৌলবী সাহেব রেজিস্টারী পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, "অমৃতসরে **নদওয়াতুল উলামা** সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, এখানে আসিয়া বহস করা উচিত"। কিন্তু ইহা প্রকাশ থাকে যে, যদি এই বিরুদ্ধবাদীগণের উদ্দেশ্য ভাল হইত এবং জয় পরাজয়ের কোন ভাবনা না থাকিত তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের সান্ত্বনার জন্য 'নদওয়া' ইত্যাদির কি প্রয়োজন ছিল?

আমরা নদওয়ার আলেমগণকে অমৃতসরের আলেমগণ হইতে পৃথক মনে করি না। তাহাদের একই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, তাহারা একই শ্রেণীর এবং একই প্রকৃতির। প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে **কাদীয়ান** আসিতে পারে, কিন্তু বহসের উদ্দেশ্যে নহে বরং শুধু সত্য অনুসন্ধানের জন্য আমার বক্তব্য শ্রবণ করিতে পারে। যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে বিনয় ও শিষ্টাচার সহকারে নিজেদের সন্দেহ দূর করাইয়া নিতে পারে; এবং যতদিন পর্যন্ত তাহারা **কাদীয়ানে** অবস্থান করিবে **মেহমান** হিসাবে বিবেচিত হইবে।

---

* *জনৈক ইহুদীও ইহার স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, শ্রীনগরের উল্লিখিত সমাধি ইহুদী নবীগণের সমাধির প্রণালীতে নির্মিত হইয়াছে। (তাহার সাক্ষ্য ৯৬ পৃষ্ঠায়)*

আমাদের নদওয়া ইত্যাদির আবশ্যক নাই এবং তাহাদের নিকট যাওয়ার কোন প্রয়োজনও নাই। ইহারা সকলেই সত্যের দুশমন, কিন্তু সত্য দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে।

ইহা কি খোদাতা'লার মহান মোজেযা (অলৌকিক ক্রিয়া) নহে যে, তিনি আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহ্মদীয়া গ্রন্থে নিজ ইলহাম দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, **লোকে তোমার অকৃতকার্যতার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিবে এবং শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে, কিন্তু পরিণামে আমি তোমাকে এক বৃহৎ জামাতে পরিণত করিব** ? ইহা ঐ সময়কার ঐশীবাণী যখন একটি লোকও আমার সঙ্গে ছিল না। অতঃপর আমার দাবী প্রকাশিত হইবার পর বিরুদ্ধবাদীগণ (আমার বিরুদ্ধে) শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। পরিণামে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সিলসিলা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে আজিকার তারিখ পর্যন্ত * **ব্রিটিশ ভারতে এই জামাতের লোক সংখ্যা এক লক্ষেরও কিছু অধিক**। নদওয়াতুল ওলামার যদি মরণের ভয় থাকে তাহা হইলে বারাহীনে আহ্মদীয়া এবং সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া বলুক যে, ইহা মোজেযা কিনা ! অতএব যখন কুরআন এবং মোজেযা উভয়ই পেশ করা হইয়াছে, তখন বহসের আবশ্যকতা কি ?

এইরূপে এদেশের গদ্দী-নশীন (পীরের গদীতে উপবিষ্ট) ও পীর-যাদাগণ ধর্মের সহিত এমন সম্পর্কহীন এবং দিবা রাত্র 'বেদাতে' (নব প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে) এমনভাবে লিপ্ত যে, তাহারা ইসলামের আপদ-বিপদের কোন খবরই রাখে না। তাহাদের মজলিসে গেলে কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্তে সেখানে বিভিন্ন রকমের তম্বুর, সারঙ্গ, ঢোল ও গায়ক ইত্যাদি অবৈধতার সরঞ্জাম দেখিতে পাইবে। এতদ্সত্ত্বেও তাহাদের মুসলমানদের নেতা হইবার দাবী এবং নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণের গর্ব ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মেয়েদের পোষাক পরে, হাতে মেহ্দী লাগায় এবং চুড়ি পরে এবং নিজেদের মজলিসে কুরআন শরীফের পরিবর্তে কবিতা পাঠ করা পসন্দ করিয়া থাকে। এইগুলি এরূপ পুরাতন মরীচা যে, উহা কিভাবে দূর করা যাইতে পারে তাহা ধারণাই করা যায় না।

যাহা হউক, খোদাতা'লা আপন কুদরত (মহাশক্তি) প্রদর্শন করিবেন এবং ইসলামের সহায় হইবেন।

---

* *(অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর, ১৯০২ ইং - অনুবাদক)*

شہد شاہد من بنی اسرائیل

ایک اسرائیلی عالم توریت کی شہادت دربارۂ قبر مسیح

[illegible]

میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک نقشہ پاس مرزا غلام احمد

[illegible]

صاحب قادیانی اور تحقیق وہ صحیح ہے قبر بنی اسرائیل کی قبروں میں سے

[illegible]

اور وہ ہے بنی اسرائیل کے اکابر کی قبروں میں سے

[illegible]

میں نے دیکھا یہ نقشہ آج کے دن جب لکھی

[illegible]

میں نے یہ شہادت ۱۰ماہ انگریزی جون ۱۲ سنہ ۱۸۹۹ء

[illegible]

سلمان یوسف اسحاق تاجر

[illegible]

سلمان یہودی نے میرے روبرو

[illegible]

یہ شہادت لکھی مفتی محمد صادق بھیروی

[illegible]

کلرک دفتر اکونٹنٹ جنرل لاہور

اشہد باللہ ان ھذا الکتاب کتبہ سلمان بن یوسف واللہ رجل من اکابر بنی اسرائیل۔ دستخط سید عبداللہ بغدادی

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমাধি সম্বন্ধে ইসরাঈল বংশীয় একজন তওরাতবিদ আলেমের সাক্ষ্য *(মূল হিব্রু সাক্ষ্য পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি মির্যা গেলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর নিকট একটি (সমাধির) চিত্র দেখিয়াছি এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা সঠিক। উহা বনী ইসরাঈল জাতির কবর এবং বনী ইসরাঈল জাতির নেতৃস্থানীয় কোন লোকের কবর, এবং আমি অদ্য এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় - ১২ই জুন, ১৮৯৯ ইং তারিখে এই চিত্রটি দেখিয়াছি।

সোলেমান ইউসুফ ইসহাক, তাজের।

সোলেমান ইহুদী আমার সম্মুখে এই সাক্ষ্য লিখিয়াছেন।

মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক ভেরবী, ক্লার্ক,

একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস, লাহোর।

আমি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া সাক্ষ্য দিতেছি যে, সোলেমান ইবনে ইউসুফ এই লিপি লিখিয়াছেন এবং তিনি বনী ইসরাঈল জাতির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দস্তখত - সৈয়দ আবদুল্লাহ্ বাগদাদী*

দক্ষিণ ইটালীর সর্বপেক্ষা বিখ্যাত পত্রিকা
'কেরিয়ার-ডেলাসেরা' নিম্নলিখিত বিস্ময়কর
সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছে ঃ

"১২ই জুলাই ১৮৭৯ তারিখ জেরুযালেমে কোর নামীয় এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশার এক জন বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান। গভর্নর তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট দুই লক্ষ 'ফ্র্যাঙ্ক'(এক লক্ষ পৌনে উনিশ হাজার টাকা) সোপর্দ্দ করেন। এই অর্থ বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় ছিল, এবং ইহা সেই গুহায় পাওয়া গিয়াছিল, যাহাতে উক্ত সন্ন্যাসী বহুকাল যাবৎ বাস করিতেন। তাঁহার আত্মীয়গণ অর্থের সহিত কতিপয় কাগজপত্রও পাইয়াছেন। তাহারা তাহা পাঠ

---

* *(হিব্রু ভাষার উর্দু অনুবাদের বঙ্গানুবাদ)*

করিতে না পারায়, কতিপয় হিব্রুভাষা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত তাহা দেখিবার সুযোগ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, এই কাগজপত্র অতি প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। পাঠ করিলে পর তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু পাওয়া গেল ঃ

"মরিয়ম পুত্র যীশুর সেবক ধীবর পিটার এই প্রণালীতে লোকদিগকে খোদাতায়ালার নামে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে সম্বোধন করিতেছে।"

উক্ত পত্র এইভাবে শেষ হইতেছে ঃ

"আমি ধীবর পিটার যীশুর নামে এবং আমার জীবনের নব্বই বৎসর বয়সে এই ভালবাসাপূর্ণ কথাগুলি আমার নেতা ও গুরু **মরিয়মপুত্র যীশুর মৃত্যুর তিন ঈদ ফাসাহ্ (অর্থাৎ তিন বৎসর পর)** প্রভুর পবিত্র গৃহের নিকটবর্তী বোলিয়রের গৃহে লিখিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

উক্ত পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "এই পত্রাদি পিটারের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। লণ্ডন বাইবেল সোসাইটিরও এই অভিমত। বাইবেল সোসাইটি এই কাগজপত্রগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করাইয়া এখন মালিককে চারি লক্ষ 'লরা' (দুই লক্ষ সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা) দিয়া এগুলি খরিদ করিতে চায়।"

যীশু-ইব্‌নে-মরিয়মের প্রার্থনা

[উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক]

তিনি বলিয়াছেন ঃ-

"হে প্রভু ! যে বিষয় আমি মন্দ মনে করি; তাহার উপর জয়ী হইবার ক্ষমতা আমার নাই। সেই পুণ্য আমি অর্জন করিতে পারি নাই, যাহা অর্জন করার আমার আকাঙ্খা ছিল। অন্যান্য লোক তাহাদের পুরস্কার তাহাদের হাতে পাইয়াছে, আমি পাই নাই, কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠত্ব আমার কার্যে। আমার চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট অবস্থায় আর কেহই নাই। হে প্রভু ! তুমি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর। হে প্রভু ! আমি যেন আমার শত্রুগণের জন্য অভিযোগের কারণ না হই, এবং আমার বন্ধুগণের দৃষ্টিতেও আমাকে হেয় করিও না। এরূপ যেন না হয় যে, আমার তাক্‌ওয়া (ধর্মপরায়ণতা) আমাকে বিপদে পতিত করে; এরূপ যেন না হয় যে, এই দুনিয়াই আমার সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের স্থান হয়, কিম্বা সর্বাপেক্ষা বড় মকসুদ (উদ্দেশ্যের বস্তু) হয়। এরূপ ব্যক্তি যেন আমার উপর

কর্তৃত্ব লাভ না-করে, যে আমার প্রতি রহম করিবে না। হে খোদা ! তুমি বড় দয়ালু, নিজ দয়াগুণে তুমি এরূপ কর। তুমি এরূপ সকল লোকের প্রতিই দয়া করিয়া থাক, যাহারা তোমার দয়ার ভিখারী।"

স্ত্রীলোকের প্রতি কতিপয় উপদেশ

আমাদের এই যুগে স্ত্রীলোকগণ কতিপয় বিশেষ বেদাতে জড়িত। তাহারা (পুরুষের) একাধিক বিবাহের বিধানকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, যেন ইহার প্রতি তাহারা ঈমান রাখে না। তাহারা জানে না যে, খোদাতা'লার বিধানে প্রত্যেক প্রকারের প্রতিকার বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যদি ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের বিধান না থাকিত, তাহা হইলে যে যে অবস্থায় পুরুষের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহের আবশ্যক হয়, এই শরীয়তে ইহার কোন প্রতিকার থাকিত না। যথা - স্ত্রী যদি উন্মাদিনী হইয়া যায়, কিংবা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয় অথবা চিরতরে এরূপ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে যাহা তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দেয়, বা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, স্ত্রী দয়ার পাত্রীতে পরিণত হয়; কিন্তু অকর্মণ্যা হইয়া যায় এবং পুরুষও দয়ার পাত্র হয়, কারণ সে একাকী থাকা সহ্য করিতে পারে না, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থায় পুরুষের শক্তিসমূহের উপর যুলুম করা হইবে যদি তাহাকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া না হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদাতা'লার শরীয়ত পুরুষের জন্য এই পথ খোলা রাখিয়াছে; এবং অপারগতার ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের জন্যও পথ খোলা রহিয়াছে যে, পুরুষ অকর্মণ্য হইয়া গেলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবাহবন্ধন ছিন্ন) করিয়া লইতে পারে - যাহা তালাকের স্থলবর্তী। খোদার শরীয়ত ঔষধ বিক্রেতার দোকানস্বরূপ। সুতরাং দোকান যদি এইরূপ না হয় যেখানে প্রত্যেক রোগের ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দোকান চলিতে পারে না।

অতএব ভাবিয়া দেখ, ইহা কি সত্য নহে যে, পুরুষের জন্য এরূপ কোন কোন অসুবিধা উপস্থিত হয়, যখন সে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। সেই শরীয়ত কোন কাজের, যাহাতে সকল প্রকার অসুবিধার প্রতিকার নাই ? দেখ, 'ইঞ্জিলে' তালাকের বিধানে কেবল ব্যভিচারের শর্ত ছিল এবং অন্যান্য শত শত প্রকার কারণ, যাহা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দেয়, তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। এই কারণে খৃষ্টান জাতি এই অভাব সহ্য করিতে পারে নাই এবং অবশেষে আমেরিকাতে তালাকের আইন পাশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ। এই আইনের ফলে ইঞ্জিলের শিক্ষা কোথায় গেল ?

হে মহিলাগণ ! চিন্তিত হইও না। যে কিতাব তোমরা লাভ করিয়াছ, উহা ইঞ্জিলের ন্যায় মানুষের হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী নহে এবং এই কিতাবে যেমন পুরুষের অধিকার রক্ষিত আছে নারীর অধিকারও রক্ষিত আছে। যদি স্ত্রী স্বামীর একাধিক বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে বিচারকের সাহায্যে খোলা' (বিবাহ-বিচ্ছেদ) করিয়া লইতে পারে। মুসলমানগণের মধ্যে যে নানা প্রকারের অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা নিজ শরীয়তে উল্লেখ করিয়া দেওয়া খোদাতা'লার ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ছিল যেন শরীয়ত অপূর্ণ না থাকে।

অতএব তোমরা হে নারীগণ ! নিজেদের স্বামীগণ দ্বিতীয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমরা খোদাতা'লাকে দোষারোপ করিও না, বরং তোমরা দোয়া করিও যেন খোদা তোমাদিগকে বিপদ ও পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রাখেন। অবশ্য যে ব্যক্তি দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ন্যায়-বিচার করে না, সে কঠোর যালেম এবং শাস্তি পাইবার যোগ্য; কিন্তু তোমরা স্বয়ং খোদার অবাধ্যতাচরণ করিয়া ঐশী কোপে পতিত হইও না। প্রত্যেকে নিজের কর্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। যদি তুমি খোদাতা'লার দৃষ্টিতে পুণ্যবতী হও তাহা হইলে তোমার স্বামীকে পুণ্যবান করা হইবে। শরীয়ত যদিও নানা কারণে একাধিক বিবাহ সঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে। তথাপি নিয়তির বিধান তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। শরীয়তের বিধান যদি তোমাদের জন্য অসহনীয় হয়, তাহা হইলে দোয়ার সাহায্যে নিয়তির বিধান হইতে উপকার গ্রহণ কর। কারণ নিয়তির বিধান শরীয়তের বিধানের উপরও প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাক্‌ওয়া (ধর্ম-ভীরুতা) অবলম্বন কর, দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইও না। জাতীয় গৌরব করিও না। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিও না। স্বামীর নিকট এইরূপ কিছু চাহিবে না যাহা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। চেষ্টা কর, যেন নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় কবরে প্রবেশ করিতে পার। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য - নামায, রোযা ইত্যাদিতে শিথিল হইও না।

মন-প্রাণ দিয়া নিজের স্বামীর অনুগতা হও। তাহার সম্মানের অনেকাংশ তোমার হস্তে রহিয়াছে।

সুতরাং তোমরা নিজেদের এই দায়িত্ব এরূপ উত্তমরূপে পালন কর যেন খোদাতা'লার সমীপে সালেহ ও কানেতা (পুণ্যবতী ও অল্পে-সন্তুষ্ট) বলিয়া পরিগণিত হও। অপব্যয় করিও না এবং স্বামীর ধন অন্যায়ভাবে খরচ করিও না। বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, চুরি করিও না, পরনিন্দা করিও না; এক নারী, অপর নারী বা পুরুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না।

উপসংহার

এই সমুদয় উপদেশ আমি এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি যেন আমাদের জামাত তাক্‌ওয়ায় (খোদা-ভীতিতে) উন্নতি লাভ করে এবং যাহাতে তাহারা এই যোগ্যতা অর্জন করে যে, খোদাতা'লার গযব যাহা দুনিয়াতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, উহা তাহাদের নিকটে না পৌঁছে এবং বর্তমানে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে বিশেষভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। প্রকৃত তাক্‌ওয়া (**হায় ! প্রকৃত তাক্‌ওয়ার বড়ই অভাব!**) খোদাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেয় এবং খোদাতা'লা সাধারণভাবে নহে বরং নিদর্শন স্বরূপ প্রকৃত মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) ব্যক্তিকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করেন। প্রত্যেক প্রবঞ্চক বা অজ্ঞ ব্যক্তি মুত্তাকী হইবার দাবী করে, কিন্তু **সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী** যিনি খোদাতা'লার নিদর্শন দ্বারা মুত্তাকী বলিয়া সাব্যস্ত হন। প্রত্যেকে বলিতে পারে, আমি খোদাতা'লাকে ভালবাসি, কিন্তু সেই ব্যক্তিই খোদাতা'লাকে ভালবাসে যাহার ভালবাসা ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে, আমার ধর্ম সত্য, কিন্তু সত্যধর্ম সেই ব্যক্তিরই, যিনি এই দুনিয়াতেই **নূর** (ঐশী জ্যোতি:) প্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে যে, আমি **নাজাত** (মুক্তি) লাভ করিব, কিন্তু এই উক্তিতে সেই ব্যক্তিই সত্যবাদী, যে এই দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব, তোমরা চেষ্টা কর যেন খোদাতা'লার **প্রিয়** হইয়া যাও, যাহাতে তোমাদিগকে প্রত্যেক বিপদ হইতে রক্ষা করা হয়। পূর্ণ **মুত্তাকীকে** প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। কারণ সে **খোদাতা'লার আশ্রয়ে** আছে। অতএব তোমরা পূর্ণ মুত্তাকী হও। খোদাতা'লা প্লেগ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তোমরা শুনিয়াছ। উহা এক গযবের (অভিশাপের) আগুন। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে এই আগুন হইতে বাঁচাও।

যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আমার অনুসরণ করে এবং অন্তরে কোনপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে না, আলস্য ও শৈথিল্য করে না এবং পুণ্যের সহিত পাপ মিশ্রিত রাখে না, তাহাকে রক্ষা করা হইবে; কিন্তু যে এই পথে শিথিল পদ বিক্ষেপে চলে এবং তাক্‌ওয়ার পথে সম্পূর্ণরূপে চলে না, কিংবা সংসারে নিমজ্জিত, সে নিজেকে পরীক্ষায় নিপতিত করে। প্রত্যেক দিক দিয়া তোমরা খোদাতা'লার এতায়াত (আনুগত্য) কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য এখন সময় যে, সে নিজের অর্থ দ্বারাও এই সেলসেলার খেদমত করে। যে ব্যক্তি এক পয়সা দিবার যোগ্যতা রাখে, সে এই সেলসেলার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসে মাসে এক

পয়সা করিয়া দিবে এবং যে মাসিক এক টাকা দিতে পারে সে প্রতিমাসে এক টাকাই আদায় করুক; কারণ লংগরখানার খরচ ব্যতীত ধর্মীয় কাজকর্মের জন্যও অনেক খরচের প্রয়োজন। শত শত মেহমান আসেন, কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে আজ পর্যন্ত মেহমানদের জন্য যথোচিত আরামদায়ক ঘরের ব্যবস্থা হয় নাই। চারপাই (খাট)-এর ব্যবস্থা নাই। মসজিদ প্রসারণেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীগণের তুলনায় পুস্তকাদির প্রণয়ন ও প্রচারের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ। খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে যেখানে পঞ্চাশ হাজার পুস্তক-পুস্তিকা এবং ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হইতে মাসিক এক হাজারও যথারীতি প্রকাশ কর যায় না। এই সমুদয় কাজের জন্য প্রত্যেক বয়াত গ্রহণকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, যেন খোদাতা'লাও তহাদিগকে সাহায্য করেন। যদি বিনাব্যতিক্রমে প্রতিমাসে তাহাদের সাহায্য পৌছিতে থাকে - তাহা অল্প সাহায্যই হউক তাহা হইলে উহা ঐরূপ সাহয্য হইতে উত্তম, যাহা কিছুকাল ভুলিয়া থাকিয়া আবার নিজেরই খেয়ালখুশী অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার পরিচয় তাহার খেদমত দ্বারা পাওয়া যায়।

হে প্রিয় বন্ধুগণ ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। **এই সময়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না।** যাকাত প্রদানকারীগণের এখানেই নিজেদের যাকাত প্রেরণ করা উচিত। **প্রত্যেক ব্যক্তি** বৃথা ব্যয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সেই টাকা এই পথে **কাজে লাগাইবে**। সর্বাবস্থায় আন্তরিকতা প্রদর্শন করিবে, যেন **অনুগ্রহ ও রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা)-এর পুরস্কার লাভ করিতে পার**। কারণ এই পুরস্কার ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত, যাহারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। **আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের** প্রতি রূহুল কুদুসের যে তাজাল্লীর (জ্যোতির) বিকাশ ঘটিয়াছিল উহা প্রত্যেক প্রকারের তাজাল্লী হইতে উত্তম। রূহুল কুদুস কখনও কোন নবীর প্রতি **কবুতরের আকৃতিতে** প্রকাশিত হইয়াছেন, কখনও কোন নবী বা অবতারের প্রতি **গাভীর আকৃতিতে** প্রকাশিত হইয়াছেন এবং কাহারও প্রতি **কচ্ছপ বা মাছের আকৃতিতে** প্রকাশিত হইয়াছেন এবং (তখনও তাঁহার) মানব আকৃতিতে প্রকাশিত হইবার সময় আসে নাই, যে পর্যন্ত না পূর্ণ মানব অর্থাৎ **আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত না** হইয়াছেন। যখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইয়া গেলেন, তখন তিনি **পূর্ণ মানব** হওয়ার কারণে রূহুল কুদুসও তাঁহার প্রতি মানবের আকৃতিতেই প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং যেহেতু রূহুল কুদুসের বিকাশ প্রবল ছিল, উহা ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকচক্রবাল পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল;

এই জন্যই কুরআন শরীফের শিক্ষা শিরক (অংশীবাদ) হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খৃষ্ট ধর্মের নেতার প্রতি রূহুল কুদুস অতি দুর্বল আকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ কবুতরের আকৃতিতে; এই জন্য অপবিত্র রূহ্ অর্থাৎ শয়তান ঐ ধর্মের উপর **জয়যুক্ত হইয়া গিয়াছে,** এবং এই পরিমাণ নিজের পরাক্রম শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে যে, এক বিরাট অজগরের ন্যায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই কারণেই কুরআন শরীফ খৃষ্ট-ধর্মের বিপথগামিতাকে দুনিয়ার সকল বিপথগামিতা হইতে প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আকাশ ও ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে চায়, কারণ পৃথিবীতে এক মহাপাপ করা হইয়াছে যে, **মানুষকে খোদা ও খোদার পুত্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।** কুরআন শরীফের প্রথম ভাগে খৃষ্ট-ধর্মের খণ্ডন ও উহার উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন–আয়াত إِيَّاكَ نَعْبُدُ ও وَلَا الضَّالِّينَ দ্বারা বুঝা যায়। কুরআনের শেষ ভাগেও খৃষ্টানদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, যেমন قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ সূরা দ্বারা বুঝা যায়, এবং কুরআনের মধ্যভাগে ও খৃষ্ট-ধর্মের ফেতনার (বিপদ) কথা উল্লেখ আছে, যেমন تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। কুরআন শরীফ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত সৃষ্টির পূজা এবং 'দজল' (প্রতারণা)-এর আচরণ বিধির উপর এত জোড় কখনও দেওয়া হয় নাই। এই কারণে মোবাহালার জন্যও খৃষ্টানগণকেই আহ্বান করা হইয়াছিল, অন্য কোন মুশ্‌রেক বা অংশীবাদী সম্প্রদায়কে নয়।

আর এই যে, রূহুল কুদুস ইতিপূর্বে পাখি ও পশুর আকারে প্রকাশিত হইতে ছিল, ইহাতে কি রহস্য নিহিত আছে–যাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা আছে, বুঝিয়া লউক। আমি এই পর্যন্ত বলিয়া দিতেছি, ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর মানবতা এরূপ পরাক্রমশালী যাহা রূহুল কুদুসকেও মানবতার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আনিয়াছে। **সুতরাং তোমরা ঐরূপ মনোনীত নবীর অনুসারী হইয়া কেন সাহস হারাইতেছ ?** তোমরা ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যাহাতে আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও তোমাদের সততা ও পবিত্রতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া তোমাদের প্রতি দরূদ (আশীর্বাদ) প্রেরণ করেন। তোমরা এক **মৃত্যু বরণ কর** যেন তোমরা জীবন লাভ কর এবং **প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে তোমরা নিজেদের অন্তর বিমুক্ত কর** যেন খোদাতা'লা তথায় অবতীর্ণ হন। একদিকে পূর্ণ বিচ্ছেদ সাধন কর এবং অপর দিকে পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন কর। **খোদা তোমাদের সহায় হউন।**

এখন আমি সমাপ্ত করিতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আমার এই শিক্ষা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং **তোমাদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যে, তোমরা পৃথিবীর তারকা স্বরূপ হও** এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হইতে যে জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছ তদ্বারা জগৎ জ্যোতির্ময় হয়। আমীন সুম্মা আমীন।

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اُذَكِّرُكُمْ اَيَّامَ اللّٰهِ وَاُذَكِّرُكُمْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ - اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ
رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى - فَلَا تُخْلِدُوْا اِلٰى زِيْنَةِ الدُّنْيَا وَ
زُوْرِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ *

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ! আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র এই দিনগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি এবং সর্বান্তঃকরণে তাক্ওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিতেছি। স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী অবস্থায় উপস্থিত হইবে তাহার ঠিকানা জাহান্নাম হইবে; যাহাতে সে না মরিবে, না বাঁচিবে। অতএব তোমরা পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি চিরকাল ঝুঁকিয়া থাকিও না এবং উহার অমূলক বস্তুর সংকল্প করিয়া বেড়াইও না। তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ধৈর্যও নামাযের মাধ্যমে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় এই রসূলের প্রতি আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও রহমত কামনা করেন !

অতএব হে মোমেনগণ ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা কর। হে আল্লাহ্ ! তুমি অফুরন্ত রহমত নাযেল কর মুহাম্মদের উপর এবং মুহম্মদের উম্মতের উপর, আর নাযেল কর অশেষ বরকত ও শান্তি)।

প্লেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

পারসী কবিতা-

نشاں اگرچہ نہ در اختیار کس بودست — مگر نشاں بدہم از نشان ز دادارم
کہ آں سعید ز طاعوں نجات خواہد یافت — کہ جست و جست پناہے بچار دیوارم
مرا قسم بخداوند خویش و عظمتِ او — کہ ہست ایں ہمہ از وحی پاک گفتارم
چہ حاجت است بہ بحث دگر ہمیں کافیست — برائے آنکہ سیہ شد دلش ز انکارم
اگر دروغ برآید ہر آنچہ وعدۂ من — رواست گر ہمہ خیزند بہرِ پیکارم

বঙ্গানুবাদ- যদিও নিদর্শন দেখানো কোন মানবের অধিকারে নহে তবুও আমি আমার আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ হইতে এক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি।

সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই প্লেগের কবল হইতে রক্ষা পাইবে, যে আমার ঘরের চারি প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় নিতে ধাবমান হয় এবং অনুসন্ধান করে। আমি আমার আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার এই সকল কথা খোদাতা'লার ওহীপ্রসূত।

অন্য বিতর্কের কি প্রয়োজন, ইহাই যথেষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য, যে আমাকে অস্বীকার করিয়া নিজ হৃদয় কলুষিত করিয়াছে।

আমি যে প্রতিশ্রুতি দিতেছি তাহা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সকলের পক্ষে আমার শত্রুতা করা ন্যায়-সঙ্গত হইবে।

গৃহ প্রসারের জন্য চাঁদার আবেদন

ভবিষ্যতে দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের খুব আশঙ্কা, এবং আমার গৃহে যাহার কতকাংশে পুরুষ ও কতকাংশে মহিলা মেহমান বাস করেন, সেখানে অত্যন্ত স্থানাভাব হইয়াছে। আপনারা শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহু এই গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থানকারীগণের জন্য বিশেষ হেফাযতের ওয়াদা করিয়াছেন। যে বাড়িটি মরহুম গোলাম হায়দারের ছিল, যাহাতে আমাদের অংশ আছে, এখন আমাদের অংশীদার সেই বাড়ি হইতে আমাদের অংশ, এবং মূল্য গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশও আমাদিগকে দিতে রাজি হইয়াছে। এই বাড়ি,

আমাদের বাড়ির এক সন্নিহিত অংশ হইতে পারে। আমার ধারণামতে দুই হাজার টাকার মধ্যে ইহা নির্মাণ করা যাইতে পারে। প্লেগের প্রাদুর্ভাব সন্নিকট বলিয়া আশঙ্কা হয়, এবং এই গৃহ ঐশীবাণীর সু-সংবাদ অনুযায়ী এই প্লেগরূপী তুফানের তরী-স্বরূপ হইবে। জানিনা, কে কে এই সু-সংবাদমূলক প্রতিশ্রুতি হইতে অংশ লাভ করিবে। অতএব এই কাজ অতি শীঘ্র সম্পন্ন করা আবশ্যক। সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও পুণ্যকর্ম দ্রষ্টা খোদাতা'লার উপর ভরসা করিয়া চেষ্টা করা উচিত। আমিও দেখিয়াছি যে, আমাদের এই গৃহ তরী-স্বরূপ তো বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই তরীতে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই স্থান সংকুলানের অভাব রহিয়াছে। এই জন্য ইহার প্রসারণের প্রয়োজন হইয়াছে।

ইশ্‌তেহার দাতা

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী